বাল্মীকি রামায়ণ।

আদিকাণ্ড।

বর্দ্ধমানাধিপতি শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ

মহতাবচন্দ্ বাহাদুরের আজ্ঞানুসারে

ও ব্যয় দ্বারা

শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস তর্কবাগীশ এবং শ্রীযুক্ত [illegible] ভট্টাচার্য্যঃ

কর্ত্তৃক অনুরূপ অনুবাদিত।

বহু বুধজন সংশোধিত হইয়া

কলিকাতা।

ভাস্কর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

শকাব্দাঃ ১৭৭৬। বাং ১২৬১ সাল। ইং ১৮৫৪।

PRINTED BY SHIBKRISHNA MITTER

নমো রামচন্দ্রায়।

রামং লক্ষ্মণপূর্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরং,
কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্মিকং।
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং,
বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবণারিং ॥১

সুমিত্রানন্দনজ্যেষ্ঠ রঘুকুলবর। সকরুণ সীতানাথ কাকুৎস্থ সুন্দর॥
গুণসিন্ধু বিপ্রবন্ধু সত্যধর্ম্ম পর। রঘুকুল তিলক শ্যামল কলেবর॥
দশরথ সুত রাম ভুবনাভিরাম। রাবণারি রাঘবের চরণে প্রণাম॥ ১

জয়তি রঘুবংশতিলকঃ কৌশল্যানন্দিবর্দ্ধনো রামঃ।
দশবদননিধনকারী দাশরথিঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ ॥ ২

রঘুকুলতিলক শ্রী কমল লোচন। কৌশল্যার মহানন্দ বর্দ্ধন নন্দন॥
দশরথ গৃহে জাত জয় সর্ব্বক্ষণ। দশবক্ত্র রাবণের নিধন কারণ॥ ২

রাম রামেতি রামেতি কূজন্তং মধুরাক্ষরম্।
আরুহ্য কবিতাশাখাং বন্দে বাল্মীকি কোকিলম্ ॥

রাম রাম রাম ইতি মধুর অক্ষর। উচ্চারণকারী সদা যেন পিকবর॥
কবিতাশাখির শাখা যাঁহার আশ্রয়। বন্দি সেই বাল্মীকিমুনীন্দ্র অনাময়॥

তপস্বাধ্যায় নিরত বাল্মীকি [illegible]।
বক্তাগণ [illegible] বক্তা [illegible] ॥
তপোধন [illegible]।
জিজ্ঞাসেন [illegible] ॥
সম্প্রতি গুণির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন জন।
ধর্মজ্ঞ কৃতজ্ঞ আর সত্য বাক্যে মন ॥
উদার চরিত্র কেবা নিয়মিতাচারী।
ঈদৃশ মনুষ্য কেবা বলুন বিচারি ॥
সর্বপ্রাণি হিতে রত অতি বলবান।
সুদৃশ্য সংসার মধ্যে বিশিষ্ট বিদ্বান ॥
জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মাণ্ডে প্রধান বুদ্ধিমান।
হিংসাশূন্য আক্রোশে দেবতা কম্পবান ॥
সমর্থ সংসারে সদা সংসার পালনে।
প্রজানুরঞ্জক পরিপূর্ণ নানা গুণে ॥
রত্নাকর তুল্য ধনী সর্বলক্ষ্মীবান।
বায়ু অগ্নি সূর্য্য চন্দ্র উপেন্দ্র সমান ॥
শক্র সম বিখ্যাত কে শাসনে সংসারে।
বাঞ্ছা মুনে তব স্থানে শ্রবণ বিস্তারে ॥
দেবঋষি জ্ঞাত তুমি যাতে চরাচরে।
দেখিয়াছ অবশ্য এরূপ কোন নরে ॥
বাল্মীকি মুনীন্দ্র বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ত্রিলোকজ্ঞ হৃষ্ট [illegible] তপোধন ॥
নারদ নিশ্চয় করি কহেন বচন।
বাল্মীকি মুনীন্দ্রবরে করি সম্বোধন।
সর্বগুণ সম্পন্ন তোমার উক্ত জন।
অতএব দুর্লভ দুর্লভ তপোধন।
দেবগণ মধ্যে মুনি দেখিতে না পাই।
সুরে নরে একাধারে আর দেখি নাই
সর্বগুণ যুক্ত এক নর নিশাকর।
বিখ্যাত ইক্ষাকু বংশে প্রশংস্য সুন্দ[illegible]
নামে রাম ঘনশ্যাম সর্ব গুণাধার।
তব উক্ত গুণযুক্ত প্রথিত সংসার ॥
জ্ঞানবান তেজঃপুঞ্জ ধন্য ধৃতিমান।
শক্তি মহামতি দেবাধিক দীপ্তিমান ॥
সংপূর্ণ স্বাধীন সদা বুদ্ধি বিলক্ষণ।
নীতি শাস্ত্রে নিপুণ বাক্যজ্ঞ বিচক্ষণ ॥
শ্রীযুক্ত সর্বদা শত্রু শত্রু কুলনাশে।
[illegible] বিপুল ভুজপাশে ॥
আজানুলম্বিত বাহু গ্রীবা কম্বু প্রায়।
মহাতেজা মহা ধনুর্দ্ধারী মহাকায় ॥
সুস্কন্ধ অরিন্দম দমনে সমর্থ।
সুবদন বলবান বিক্রমে অব্যর্থ ॥
অকুণ্ঠ [illegible] নয় সর্ব সুদর্শন।
সর্বাঙ্গ প্রভাতি স্নিগ্ধ বর্ণ সুশোভন ॥
বিশাল নয়ন স্থূল বক্ষে লক্ষ্মীবান।
ধর্মজ্ঞ সত্যপ্রতিজ্ঞ জিতেন্দ্রিয়বান ॥
স্থিরমন জ্ঞানবান শুচি বীর্য্য ধারী।
সর্বলোক প্রতিপালক ধর্ম রক্ষা কারী ॥
বিশারদ শাস্ত্রে বেদবেদাঙ্গে নিপুণ।
সর্বলোক প্রিয় সাধু সুশীল সগুণ।
সর্বদা সন্তুষ্ট সুখী হৈত সাধুজনে।
আবৃত সমুদ্র যথা তরঙ্গিণী গণে ॥
গাম্ভীর্য্যে পয়োধি সম স্থৈর্য্যে হিমালয়
বীর্য্যে বিষ্ণু তুল্য দৃশ্যে যথা চন্দ্রোদয় ॥

ক্রোধে কালানল তুল্য ক্ষমাতে ক্ষিতি।
দানেতে ধনপতি কিম্বা নাহি উপমিতি ॥
স্বীয় গুণে সর্ব্ব প্রজা করেন রঞ্জন।
সেই হেতু রাম নাম বিখ্যাত ভুবন।
সর্ব্বগুণযুক্ত পিতৃভক্ত মহাজ্ঞানী।
শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠপুত্র সত্যশীল মহামানী ॥
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত অযোধ্যাভুবনে।
করিবেন দশরথ ভাবিলেন মনে ॥
পূর্ব্ববর প্রাপ্তি হেতু কেকয়নন্দিনী।
চাহিলেন বনবাস ভরত [illegible] ।
নিজ পুত্রে রাজ্যদানে রামে বনবাস।
সত্যরক্ষা হেতু রাজা হয়েন [illegible] ॥
অনুজ্ঞা করিলা রামে অরণ্য গমনে।
পিতৃ আজ্ঞা হেতু রাম চলিলেন বনে ॥
অনুগত প্রিয়ভ্রাতা অনুজ লক্ষ্মণ।
অগ্রজ রামের সঙ্গে করিলা গমন ॥
পতিব্রতা সীতা ভার্য্যা ভর্ত্তার কারণে।
হইলা অনুগামিনী গহন গমনে ॥
দশরথ নৃপসহ পুরবাসি জন।
কিয়দ্দূরে রাম সহ করিলা গমন ॥
শৃঙ্গবের পুরেতে হইয়া উপনীত।
ভাগীরথী তীরে সূতে ত্যজিলা ত্বরিত ॥
বহু বন দুর্গম নিম্নগা সরোবর।
অতিক্রম করি রঘুবংশ গুণাকর ॥
ভরদ্বাজ ভাবিত হইয়া ভগবান।
চিত্রকূট গিরিবর করিলা প্রস্থান ॥
রম্যাবাস আশ্রয় করিয়া তথা রাম।

[illegible] লক্ষ্মণ।
[illegible]
[illegible] পুলকে ॥
শৈবলিনী সন্নিধি আর সুন্দর প্রকাশ।
সদানন্দযুক্ত তথা নব [illegible] ।
সীতা রাম শ্রীমন্ত লক্ষ্মণ তিন জন।
পাইলা পর্ব্বত রাজ পরম শোভন ॥
মেরু যথা হর্ষিত ধনদ অধিষ্ঠানে।
তাদৃশ দেদীপ্যমান রূপ সম্পদানে ॥
চিত্রকূটে স্থিত রাম হয় মনোরথে।
পুত্রশোকে স্বর্গগত রাজা দশরথে ॥
পিতা গত বনে রাম এই কুসংবাদ।
শ্রুত মাত্র ভরতের বিপুল বিষাদ।
হইয়া ব্যাকুলাশয়ে শোকাক্ত অতুল।
আসিলেন অযোধ্যায় নিতান্ত ব্যাকুল
আগমন মাত্র মুনি বশিষ্ঠ প্রমুখে।
রাজ্যার্থে সুনীতিশাস্ত্র পড়িলা সম্মুখে।
[illegible] নৃপতি [illegible] ।
বশবর্ত্তী [illegible] রাজ্য নাহি আর।
অতি অবিবাদী [illegible]
শ্রীরামে [illegible]
রামচন্দ্রে কহিলা [illegible]
জ্যেষ্ঠ [illegible] ॥
সম্প্রতি সংযুক্ত রাজ্য রাজ্য কর প্রভু।
তোমা ভিন্ন অন্য জনে নাহি শোভে কভু
অতএব এই ভিক্ষা কর সম্প্রদানি।
রাজ্য কর আর্য্য ত্যজ হয় শোকহান।

[illegible]
[illegible]
[illegible] কহেন বিবরণ।
[illegible]
[illegible] প্রবেশ [illegible]
[illegible] পাতুকা [illegible]
[illegible] শ্রীরাম প্রবেশ অরণ্যেতে।
[illegible] কহেন রাজ্য দিয়া পাদুকায়।
[illegible] ভরত [illegible]
[illegible] করিল [illegible]
[illegible] রাম [illegible]
ঋষিগণ বনে বনে বহু নিশাচর।
বিরাধ রাক্ষস ধ্বংস করিয়া কৌশলে।
[illegible] কহে [illegible]
সুতীক্ষ্ণ অগস্ত্য মুনি [illegible]
[illegible]

[illegible] কহেন [illegible]
[illegible] বচনে।
[illegible] সেই বনে।
[illegible]
[illegible]
[illegible] বিবরণ।
[illegible]
[illegible] কহে [illegible]
[illegible]
[illegible]

ভূমিকা

এক সময়ে বৰ্দ্ধমান মহারাজ্যেশ্বর চতুর্দ্দশ নরেন্দ্র শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ মহতাবচন্দ্ বাহাদুর ধীরগণ বিরাজিত রাজসমাজে অধ্যাসীন হইয়া অধ্যাপক বর্গকে কহিলেন আমি কৃত্তিবাসকৃত ভাষা রামায়ণ বিলোকন করিয়াছি তাহাতে বাল্মীকি কৃত মূল রামায়ণার্থ প্রকাশ হয় নাই এবং তদ্বহির্ভূত ভাষায় পরিপূর্ণ বিশেষতঃ পয়ার আদিচ্ছন্দের যেমন উত্তম হয় নাই অতএব গৌড়ভাষা পয়ার আদিচ্ছন্দে ঐ মূলার্থ প্রবন্ধ করিতে অভিলাষ করি, ইহাতে প্রাজ্ঞবরেরা নরেশ্বরকে সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিলেন রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিবেন, তৎপরে শ্রীশ্রীমন্মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের দুই সভাপণ্ডিত উপবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মে কবিতা নির্ম্মাণারম্ভ করিলেন এবং পণ্ডিতগন মধ্যস্থ এক জনকে লিপিকার্য্যে রাখিলেন, শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজের অপার মহতী কীর্ত্তি এই আদিকাণ্ড সমাপ্ত হইল পাঠক মহাশয়েরা দৃষ্টিপাত করুন।

শুক উপলক্ষে পক্ষি জটায়ু বিনাশি ।
শরাবৃন্দ গৃধ্র নাশ দেখি শ্রীনিবাস ॥
সহজে অত্যন্ত শোকে রঘুবংশ বীর ।
বিবিধ বিলাপেতে সর্ব্ব ইন্দ্রিয় অস্থির ।
পুনরায় দাহান্তরে বনান্তরে রাম ।
সলক্ষ্মণ কবন্ধে দেখেন মধ্যধামে ॥
সেই কোপে বিনাশিলা বিকট কবন্ধ ।
সেহ হাতে প্রাণ দিয়া স্বরূপানন্দ ॥
শবরী সমীপে শীঘ্র যাও রঘুবর ।
ধর্ম্মিণী তপস্যা নিষ্ঠা নিরন্তর ॥
কবন্ধ বদনে বাক্য বিদিত শ্রীহরি ।
সলক্ষ্মণ চলিলেন যেখানে শবরী ॥
পাইয়া সম্পূর্ণ পূজা শবরী নিকটে ।
হনুমানের দেখা পাইলা পম্পাতটে ॥
জানিলেন হনুমান কহেন সংবাদ ।
সুগ্রীবের সঙ্গে সখ্যে সমস্ত বিবাদ ॥
সীতা হরণাদি সর্ব্ব দুঃখ পরিচয় ।
বালি সহ বৈরিভাব জ্ঞাত করে ক্রমে ॥
প্রবল বালির বল জানিয়া তথায় ।
মহাদুঃখে সখ্য ভাবে সুগ্রীব কথায় ॥
বালিবধে বিশিষ্ট প্রতিজ্ঞাকৃত রাম ।
বিজ্ঞাত কপীশ্বর বালি বলধাম ॥
সশঙ্ক সুগ্রীব শীঘ্র সহোদর নাশে ।
রামে কহে কিছু কিন্তু সন্দেহ না ভাবে ।
অস্থিরাশি অখিলাচ্ছাদিত হিমালয় ।
বালি বধে সুগ্রীবের সম্পূর্ণ সংশয় ॥
অস্থিভারে প্রথম দুন্দুভি কলেবর ।
প্রক্ষিপ্ত করিল দূরে যোজন অন্তর ।
শরে সপ্ত তাল ভেদ করি রামচন্দ্র ।
প্রত্যয়ার্থ পরীক্ষা দিলেন মহানন্দ ।
লোকশিক্ষা কর্ম্ম যত করি নিরীক্ষণ ।
কপীন্দ্রের সহ প্রীতি হইল তখন ।
পরে পরস্পর সখ্য সদাচরণ ।
উভয়ে উভয় প্রতি বিশ্বাসিত মন ॥
প্রতিজ্ঞা সমাপ্ত করি কপীন্দ্র শ্রীরামে ।
সুগ্রীব সহিতে রাম যান বালি ধামে ॥
কিষ্কিন্ধায় প্রকোপে কম্পিত কানন ।
ঘন ঘন ঘন প্রায় গর্জ্জন ভূধর ॥
মহাশঙ্ক সুগ্রীবের করি অনুমান ।
অন্তঃপুর বহির্গত বালি বীর্য্যবান ॥
সুগ্রীব বচনে বালি বধিলেন রাম ।
সুগ্রীবে নগর রাজ্য দেন যথা ন্যায় ॥
শ্রীহরির আজ্ঞাধীন আজ্ঞাধীন হরি ।
সুগ্রীব স্বপুর মধ্যে যান ত্বরা করি ॥
উপস্থিত বর্ষাকাল সংগ্রাম অকাল ।
প্রতিজ্ঞা পালনে কত্তু হরি হরিপাল ॥
বর্ষাশেষে পাঠাইতে বিজ্ঞ কপিবর ।
দেশে দেশে সৈন্য প্রেরিলা বানর ॥
সীতা অন্বেষণে সৈন্য প্রবল প্রেরণ ।
সম্পাতি বচনে পরে লঙ্ঘন নির্ণয় ॥
অঙ্গদ প্রমুখ শত যোজন বিস্তীর্ণ ।
মহাবল মহাসিন্ধু হইল উত্তীর্ণ ।
রাবণ পালিত পুরী স্বর্ণপুরী লঙ্কা ।
প্রবেশিলা হনুমন্ত নাহি করি শঙ্কা ॥

অশোক কাননে [illegible]।
[illegible] ॥
[illegible]।
আত্মপরিচয় করে অঙ্গুরী অর্পণ ॥
[illegible] আছেন রামচন্দ্র রঘুবীর।
সীতা প্রতি নিবেদন করে হনুমান ॥
সীতার সন্দেশ বীর করিয়া গ্রহণ।
[illegible] বর্ণন ॥
প্রহরী মারি যুদ্ধে পঞ্চ পঞ্চ সেনাপতি।
অক্ষয় কুমারে বধে পবন সন্ততি ॥
মেঘনাদ পুচ্ছ বাঁধে বীর কপি বলি।
[illegible] বধে যোদ্ধা মহাবলী ॥
ক্রোধানলে আকুল হইয়া হনুমান।
দহিল সে লঙ্কা সেই অগ্নে পরিত্রাণ ॥
অগ্নিপ্রায় ছিল তার পিতা বায়ু বর।
[illegible] সিন্ধুকাল হরে কলেবর ॥
ছারখার করিল ক্রমশঃ লঙ্কাপুরী।
পুচ্ছে অগ্নি প্রজ্বলিত [illegible] ॥
পরে লঙ্কাপুরী বীর [illegible]।
পরিত্রাণ করে সীতা [illegible] ॥
শ্রীসুগ্রীব [illegible] সন্নিধানে।
প্রবেশিল কপি গাছে মধু [illegible] ॥
বৃত্তান্ত আর সীতার দর্শন।
শ্রীরামের সন্নিধানে করে নিবেদন ॥
পরে রাম সুগ্রীব লইয়া সিন্ধুতীরে।
কহিল, সমুদ্র জয় পূর্ণপ্রভা করে।
শোষে জল অর্জন হইয়া অকূপার।
রামসন্নিধানে উপনীত পারাবার ॥
কহে সিন্ধু দীনবন্ধু রাম দয়ানিধি।
সীতা হেতু কর সেতু বন্ধনের বিধি ॥
সিন্ধু বাক্যে সেতুবন্ধ করে পরে নল।
সেই পথে লঙ্কাতে প্রবেশে চমূদল ॥
রাবণে নিধন করিয়া দশাননে।
অভিষিক্ত করিলেন লঙ্কা বিভীষণে ॥
সেই কার্য প্রভু সর্ব করিয়া দর্শন।
প্রশংসা করেন ইন্দ্র আদি দেবগণ ॥
দেব ঋষি মহর্ষি প্রভৃতি বহু স্তবে।
পূর্ণ উপচারে পূজা করেন রাঘবে ॥
পূজিত শ্রীরামচন্দ্র সর্ব সুরগণে।
সীতাপ্রতি অনুমতি অগ্নিপ্রবেশনে ॥
পতিবাক্য শিরোপরি ধরি অবশেষ।
করিলেন সীতা সতী অনলে প্রবেশ ॥
পুণ্য বায়ু বহে [illegible] আকাশে [illegible]।
পুষ্পবৃষ্টি হয় [illegible] দুন্দুভি নিস্বন ॥
অগ্নি বাক্যে বুঝিলেন রাম বিশ্বপতি।
যথার্থ নিষ্পাপা সীতা পতিপ্রাণা সতী ॥
আপনাকে কৃতার্থ মানিলা রঘুবর।
বিগত হইল তাহে অন্তর্গত জ্বর ॥
সুরগণ সন্নিধানে প্রাপ্ত বহুবর।
সীতা প্রাপ্ত হয়ে রঘুবংশ গুণাকর ॥
সীতাসহ পুষ্পক শতাঙ্গ আরোহণে।
নন্দিগ্রামে আসিলেন সহর্ষিত মনে ॥
ভ্রাতৃগণ সহ জটাভার উন্মোচন।
সীতা সহ পুনঃ রাজ্য প্রাপ্ত নারায়ণ ॥

পৃথিবী কণ্টক করান্তক নিবারণে ।
বহুযজ্ঞে পূজিত করিলা দেবগণে ॥
সীতা সহ সুখে রাম করেন বিরাজ ।
পুত্র সম সামন্ত পালেন মহারাজ ॥
অযোধ্যার অধিপতি শ্রীযুক্ত শ্রীরাম ।
ইক্ষ্বাকু দশরথ পুত্র গুণধাম ॥
প্রভুর পালনে হৃষ্ট প্রমুদিত প্রজা ।
সন্তুষ্ট পোষণে পুষ্ট সর্ব্ব শস্য ভরা ॥
নিরাময় সর্বপ্রাণী শোকাদি রহিত ।
শস্য পূর্ণ রামরাজ্য উৎপাত বর্জ্জিত ॥
স্বপুত্র মরণ কেহ না করে দর্শন ।
অবিধবা নারী করে পতি শুশ্রূষণ ॥
বায়ু অগ্নি অম্বু জল ভয় বিবর্জ্জন ।
সত্যযুগে যথা তথা সুখি প্রজাগণ ॥
রামরাজ্যে পরহিংসা আদি বিবর্জ্জিত ।
ছিল না অনার্য্য তথা নহে অপূজিত ॥
নহে ব্যাধি যুক্ত দুর্গ যুক্ত সর্বজন ।
অনর্থ ব্যাধি যুক্ত আর ছিল না কৃপণ ॥
অশ্বমেধ শতকাত করিলেন রাম ।
বহু স্বর্ণ গোদান পূর্ব্বক গুণধাম ॥
করিলেন বহু কাল রাজ্য রঘুপতি ।
স্বয় ধর্ম্মে চতুর্ব্বর্গ স্থাপন সম্প্রতি ॥
দশবর্ষ সহস্র অপর দশশত ।
রাজভোগ করি হরি স্বর্গলোকে গত ॥
সেই সর্বগুণধাম শ্রীরাম শ্রীযুক্ত ।
নিজ বাহুবলে সর্ব্ব পালনে নিযুক্ত ।
পূর্ব্বে তুমি জিজ্ঞাসা করিলে মম এ

সেই সর্ব্ব [illegible] নৃপতি ।
নারদের বচনে শুনিয়া সর্ব্ব মুনি ।
কহিলেন এই কথা বাল্মীকি সন্ন্যাসী ।
দেবঋষি ধর্ম্মাত্মা কহিলে আপনি ।
একাধারে নরে আর কোথাও না শুনি ॥
সেই সর্ব্ব গুণের একত্র অবতার ।
সংগ্রহি শ্রীরামচন্দ্রাবতারে শোভা পায়
পরম আখ্যান এই অপূর্ব্ব চরিত্র ।
যশোবৃদ্ধি বর্দ্ধনে বর্দ্ধিত করে সদা ॥
শ্রীরাম চরিত্র যবে যে নরে পঠন ।
তাহার দুরিত হয় হরিত পতন ॥
এ অধ্যায় পুণ্য কথা যে করে কীর্ত্তন ।
পঠনে শ্রবণে সর্ব্ব পাপ বিমোচন ।
শ্রীরাম চরিত্র পান করিলে শ্রবণ ।
সেকল সেকল প্রাপ্ত হয় সেই জন ॥
বিপ্রগণের মধ্যে যদি সুবোধ্যায় ।
এ অধ্যায় অধ্যয়ন করেন অভ্যায় ।
উক্ত সর্ব্ব অধ্যয়ের পুণ্যভোগ পায়
পরযুগে শাস্ত্র হয় তত্ত্ব কলেবরে ॥
ক্ষত্রিয় পড়েন যদি এই রামায়ণ ।
বাণিজ্য পারিলেন বৈশ্য বণিক [illegible]
ক্ষত্রিয় করিলে পাঠ প্রজাতিক পান
বৈশ্যজাতি সমুদায় পুণ্য ফলপায়
শ্রবণে শূদ্রের হয় মহত্ব প্রাপণ
[illegible] সংগ্রহ বর্গের সমাপন ।

ত্রিপদী।

নারদেরে ঋষি, বাক্য বিদায়িল মুনি,
বাল্মীকি কবিবর মহামুনি।
যাইলে মুনীন্দ্র বরে, পূজা স্তুতি বহুবরে,
পূজিলেন পদ্মজতনয়ে।
পাইয়া সে মহাপূজা, মুনি ঋষিগণ রাজা,
জিজ্ঞাসা করিয়া কবিবরে।
অনুজ্ঞা প্রাপণান্তর, স্বর্গগত মুনিবর,
কতক্ষণ রহিলেন পরে।
অনন্তর তপোধন, স্নান সহ শিষ্যগণ,
পুণ্যদা তমসা নদী তীরে।
তীর্থ প্রান্তে জ্ঞানিবর, সুপবিত্র কলেবর,
শিষ্য প্রতি কহেন সুস্থিরে।
তীর্থ অতি সুনির্মল, শর্করাদি হীন জল,
যেন সজ্জনের মন।
পুণ্য প্রসন্নতাধান, সজ্জন মনঃসমান,
সুনীর সুন্দর সুদর্শন।
এই মহাতীর্থ জলে, স্নান হেতু অবহেলে,
সম্প্রতি করিব অবগাহ।
শুন পুত্র শীঘ্রগতি, যথা আছে মহামতি,
আনিয়া বল্কল কর দান।
ভরদ্বাজ তারপর, যা কহিলা মুনিরাজ,
উপনীত মুনীন্দ্র আশ্রমে।
অতিনম্রে মুনিবরে, বল্কল দিলেন করে,
তথা হৈতে আনিয়া সম্ভ্রমে।
শিষ্যদত্ত পরিধান, বল্কল করি আদান,
তবে স্নান করি মুনিবর।
তথাবগাহন সারে, মন্ত্র জপ করি করে,
বাগ্যত হইয়া জপাকর।
যথাবিধি বিধানেতে, তর্পি আত্মপিতৃগণে,
তর্পণে বাল্মীকি মুনিশ্রেষ্ঠ।
অনন্তর তমসায়, তীরে ঋষি ভ্রমে যায়,
বনশোভা দেখিয়া যথেষ্ট।
তথা মুনি অপরূপ, সুন্দর দর্শন ক্রৌঞ্চ,
মিথুনে দেখেন পরে মুনি।
বনমধ্যে ব্যাধশরে, এক ক্রৌঞ্চে শরে হরে,
মুনীন্দ্র সমক্ষে অস্ত্রধ্বনি।
বিনাশিল মাংসাশনে, মুনীন্দ্র বিষাদমনে
দেখিলেন শোণিতাক্ত বক্ষে।
ভূমিতলে ম্রিয়মাণ, বিলুণ্ঠিত করি প্রাণ,
আর্ত্ত পক্ষী কান্দে পতিশোকে।
ক্রৌঞ্চীর করুণস্বন, শ্রবণে ক্রৌঞ্চনিধন,
বিষাদ করিয়া সেই বনে।
শিষ্য সহ মুনিবর, করুণায় কাতর,
নিকটে আসিয়া দুই জনে।
ধর্ম্মাত্মা তাপসোত্তমে, মহাজ্ঞানী সম্মুখে,
শুনিলেন পক্ষীর রোদন।
করুণার্দ্র পক্ষীপ্রতি, কহিলেন মহামতি,
শ্লোক ছন্দে প্রথম বচন।
করিলেন সম্বোধন, অরে নিষাদ নন্দন,
প্রতিষ্ঠা না পাইবে নর।
মিথুন হইতে বকে, বিনাশ করিলে লোকে,
বিশেষে কামার্ত্ত কলেবর।

কিরাতে পলকে মুনি, শাপ বলি মহাজ্ঞানী,
অতি চিন্তাযুক্ত অনন্তর।
ভাবিলেন এইরূপ, অভিলাষ একি রূপ,
[illegible] অতি মনোহর।
এই রূপ মত্ত মন, ধ্যান করি বহুক্ষণ,
সেই বাক্য করিলেন স্থির।
[illegible] শিষ্যগণে, [illegible]
ভরদ্বাজ কহেন বিস্তার।
[illegible] বাণী, [illegible]
কি [illegible]
শোক করি এই উক্তি, সেই হেতু [illegible],
শ্লোক নাম হবে অর্থযুক্ত।
শিষ্য অতি [illegible], মুনি বাক্য শুনি তুষ্ট,
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] করিয়া [illegible] পরে,
[illegible] শোক চিহ্ন অবিরাম।
[illegible] শিষ্য সাথ, আসিলেন [illegible],
পরিত্যাগ [illegible]।
ভরদ্বাজ মুনি অংশে, বিশুদ্ধ পবিত্র বংশ,
[illegible] আনি সম্পূর্ণ কলস।
স্থাপন কুটির দ্বারে, যথাবিধি মুনি তারে,
পরিপূর্ণ করি স্নান [illegible]।
পরে শিষ্য সহ মানী, আশ্রমে পরম জ্ঞানী,
উপনীত [illegible] আবাসে।
ধ্যানযুক্ত মুনিরাজ, পরে কিছু কালমাঝ,
বাল্মীকি মনীন্দ্র সন্নিধানে।

[illegible] মুনি [illegible]
[illegible] আসিলেন।
[illegible], [illegible],
[illegible] করিতে দর্শন।
বাল্মীকি [illegible] দেখি, মনে আনন্দ [illegible],
[illegible] করি [illegible]।
[illegible] হতে, প্রণাম [illegible],
প্রণাম করিলা বহুতর।
যথাযোগ্য বিধিমতে, পূজা করি সুখেতে,
দিলা অর্ঘ্য আসন সম্মান।
বিধি [illegible], করি [illegible],
জিজ্ঞাসেন মধুর বচনে।
অনন্তরে প্রজাপতি, [illegible] মহামতি,
মুনি [illegible] উপবিষ্ট।
পিতামহ মুনি প্রতি, [illegible] অনুমতি,
করি বাক্য স্মরণে অভীষ্ট।
দেখিলা [illegible], [illegible],
আশ্রমে বসিয়া শুদ্ধ মন।
[illegible] মুনি, বাল্মীকি পরম গুণী,
[illegible]।
মুনিবর [illegible], [illegible],
পূর্ব শ্লোক করি উচ্চারণ।
[illegible] তপোবনে, ভাবিলেন মনে মনে,
হয়ে অতি শোকাকুল মন।
[illegible], [illegible],
হা, [illegible] কি কষ্ট আচরে।
যেহেতু [illegible] ক্রৌঞ্চ [illegible],
[illegible] রিক্ত করে [illegible]

[illegible] মতি,
[illegible]
[illegible],
[illegible]
[illegible],
[illegible] হইল সংপ্রতি।
[illegible],
[illegible]
[illegible],
[illegible]
[illegible] বুদ্ধিমান্ [illegible],
[illegible]
[illegible],
[illegible]
[illegible],
[illegible]
[illegible],
[illegible]
[illegible],
[illegible]
[illegible],
[illegible]
[illegible],
[illegible]
[illegible] পরে,
[illegible]
[illegible],
[illegible]।

[illegible],
[illegible]
এই কাব্য [illegible], [illegible],
[illegible] এক [illegible]॥
[illegible], শ্লোক [illegible],
[illegible]
[illegible],
[illegible]
[illegible],
[illegible]
[illegible],
[illegible]
[illegible],
[illegible]
[illegible],
[illegible]
[illegible],
[illegible]
[illegible],
[illegible]
শ্রীমান্ রামচন্দ্র, [illegible],
[illegible]
[illegible],
[illegible]
[illegible] পরম জ্ঞানী, [illegible],
এ বুদ্ধি হইল উপস্থিত।
[illegible] রামায়ণ, শ্লোক ছন্দে বিরচন,
[illegible]।

ধর্ম্মার্থ কামনাযুক্ত, [illegible] অর্থে উক্ত,
বিস্তার করিব যাহা বর্ণ্য।
মন্ত্রাঢ্য সুরত্নাকর, যথা তথা মনোহর,
দূর হৈল কর্ণ রসায়ন।
প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হেতু, মুনি মহাজ্ঞান সেতু,
সকল সকল অর্থযুক্ত।
চতুষ্পদে মনোহর, [illegible]
রামকীর্ত্তি কৈল লোকযুক্ত।
বর্ণচিত্র মনোহর, রচিলেন [illegible]
কাব্য মুনি উদার চরিত্র।
আদিকাণ্ড রামায়ণ, [illegible]
[illegible]

সমাপ্ত।

শ্রীরাম রাজা রাঘবের পবিত্র চরিত্র।
বিচিত্র পবিত্র পদ বিন্যাসে ভূষিত।
প্রকাশ করেন মুনি বাল্মীকি [illegible]।
বিষ্ণু গাথা মিষ্ট কথা অমৃত সমান॥
চতুর্ব্বেদ মর্ম্ম গ্রহ শাস্ত্রে শোভন।
অন্যান্য অপূর্ব্ব ইতিহাস পুরাতন॥
শ্রবণ করান মুনিবর শিষ্যগণে।
ত্রঅভ্যস্ত [illegible] সমস্ত [illegible]॥
ধৈর্য্য আর গাম্ভীর্য্য কুশল সাধ্বি [illegible]।
অপর [illegible] সর্ব্বজনে।
মহাবংশ ইক্ষ্বাকু শ্রী রাম [illegible]।
জানকী তনয় ব্রহ্মচারী কুশীলব।
ইত্যাদি সমস্ত জনে গ্রন্থ রামায়ণ।
অর্থ সহ মুনিবর করান শ্রবণ।
[illegible]
[illegible] দিলেন।
[illegible] হয়, [illegible]
[illegible] লইয়া করেন।
[illegible] সমর্পিত।
[illegible] প্রাপ্ত হৈল তার আদি।
[illegible] যেন আধার।
[illegible] শ্রবণ করে নিত্য সংসারে [illegible]
ইহলোকে সুখ ভোগী হয় সেই জন।
অন্তে পায় পরিচিত পুরন্দর পুর।
অমর [illegible] হয় সর্ব্ব পাপ দূর॥
আদিকাণ্ডে প্রথমে ইক্ষ্বাকু [illegible]
[illegible]
যেরূপে পুত্রেষ্টি যাগ করেন রাজা।
[illegible] মহা তপোধন॥
মহাত্মা [illegible] রামচন্দ্র সৃষ্টি হেতু।
রামচন্দ্র প্রেরণ হইতে [illegible]।
যে রূপে ধর্ম্মার্থ যোগ সর্ব্ব পাপ ক্ষয়।
পরম পাবন [illegible]॥
এই আদিকাণ্ড মুনি বর্ণিয়া বিস্তারে।
প্রথমেন [illegible] কুশীলব [illegible]।
প্রথমে নারদ প্রশ্ন উত্তর [illegible]।
দ্বিতীয় আশ্রমে [illegible]।
মুনিবরে বর প্রাপ্তি পরে [illegible]।
শ্লোক পরিমাণ কথা বিস্তার [illegible]।
অযোধ্যা বর্ণন অতি শ্রবণ মধুর।
রাজা দশরথ গুণ কহেন প্রচুর।
রাজার অমাত্যগণ বর্ণে সুন্দর।
কৌশল্যাদি রাজ্ঞী কথা অতি মনোহর॥

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] অনুসার কথা বিবিধ বিস্তার ॥
[illegible] পরি [illegible] ।
কৌশল্যার গর্ভে রামচন্দ্র উৎপাদন ॥
ভরত [illegible] হবে কেকয়ী জঠরে ।
[illegible] সুমিত্রা উদরে ॥
[illegible] ।
[illegible] রাজপুরে বিশ্বামিত্র [illegible] ।
[illegible] যজ্ঞ রক্ষণ [illegible]
বিশ্বামিত্র সহ রাম লক্ষ্মণ গমন ॥
বিশ্বামিত্র [illegible] ॥
জনক আশ্রমে যথা শ্রীরাম প্রবেশ ॥
তাড়কা [illegible]
[illegible] ॥
[illegible] কথা ।
[illegible] বিশ্বামিত্র বংশ [illegible] ॥
[illegible] সম্ভব ।
[illegible] কার্ত্তিক উদ্ভব ॥
[illegible] কথা ।
অহল্যার পতি [illegible] ॥
মিথিলা [illegible]
[illegible]

[illegible] কথন ।
[illegible] শ্রীরাম কীর্ত্তন ॥
[illegible] কন্যা সম্প্রদান ।
দশরথ জনক [illegible] সমাধান ॥
[illegible] জনক [illegible] সহোদর ।
[illegible] বিবাহ প্রসঙ্গ মনোহর ॥
[illegible] পূর্ব্বাপর ।
[illegible] দশরথ গমন বিস্তার ॥
[illegible] রাম [illegible] ।
[illegible] ॥
অযোধ্যাপুরী [illegible] প্রবেশ ।
অযোধ্যা [illegible] প্রকাশ ॥
[illegible] আদিকাণ্ড কথা ।
[illegible] তথা ॥
[illegible]
[illegible]
[illegible] বচন ।
দ্বিতীয় অযোধ্যাকাণ্ড [illegible] ॥
যে কাণ্ডে শ্রীরামচন্দ্র [illegible] ।
[illegible] বিস্তীর্ণ [illegible] ॥
কেকয়ীর [illegible] ।
[illegible] বিস্তীর্ণ [illegible] ॥
বনবাসে গমন লক্ষ্মণ অনুচর ।
শ্রীরামের শোকে বিষাদিত সর্ব্ব নর ॥
প্রকৃতিগণের [illegible] ।
[illegible] পিতৃ সত্য [illegible] গমন ॥
ভাগীরথী পারে [illegible] দর্শন বিস্তার ।
[illegible] মুনীন্দ্র দর্শন কথা সার ॥

ভরদ্বাজ অতিথত্বে শ্রীরঘুনন্দন।
সেইরূপে করেন চিত্রকূট প্রদর্শন॥
চিত্রকূট পর্বতে প্রভুর পরিভ্রমণ।
সুমন্ত্র সারথি আসি কহিল সত্বরে।
দশরথ নৃপতির দেহান্ত বিবরণ।
ব্রহ্মশাপ কথা আর ভরত আগমন।
অযোধ্যা কহিলে হরি দর্শন [illegible]
শ্রীরাম সদন হেতু ভরত [illegible]
ভরদ্বাজাশ্রম স্থানে ভরত [illegible]
শ্রীরাম দর্শন করি [illegible]
দশরথ নৃপতিকে [illegible]
শ্রীরামের [illegible]
জাবালি [illegible] রাম সনে বাক্যচয়।
ইক্ষ্বাকু বংশের কথা বলে [illegible]।
অযোধ্যাগমন প্রতি রাম অস্বীকার।
ভরতে বিদায় করা অতি সুবিস্তার॥
পাদুকা গ্রহণ করি নন্দিগ্রামে স্থিতি।
মাতৃগণে বিসর্জন অযোধ্যার প্রতি॥
অযোধ্যাপুরে প্রবেশ করেন অবিলম্ব।
ভ্রাতৃ বাক্যে মহামতি নৃপজ অগ্রজ॥
ইত্যাদি দ্বিতীয় কাণ্ড কথা সমাপন।
নামেতে অযোধ্যা কাণ্ড সম্পূর্ণ বর্ণন॥
অশীতি সংখ্যক সর্গ ইহাতে সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা নিরূপণ করিব পর্যাপ্ত॥
শতাধিক তাহে দেখ সহস্র [illegible]।
অধিক সপ্ততি শ্লোক জানিবে নিশ্চয়॥
তৎপরে তৃতীয় কাণ্ড আরণ্য আখ্যান।
যেখানেতে দণ্ডক বনে শ্রীরাম প্রস্থান।

[illegible]
[illegible]
বিরাধ [illegible]।
কহিল [illegible] তপস্বিনী সাধ্বীন॥
[illegible] অতি শতশত [illegible]
[illegible] সুতীক্ষ্ণ আশ্রমে॥
[illegible] সীতারাম ভ্রাতা সহ আশ্রমে।
[illegible] সুতীক্ষ্ণ কথন সংক্ষেপে॥
মন্দকর্ণি সুবর্ণ [illegible]
দুরাত্মা ইল্বল আদি অগস্ত্যের কীর্তন।
অগস্ত্য আশ্রম বাস কহিছে তথায়।
পঞ্চবটী জটায়ুর দর্শন যথায়॥
অবস্থান প্রেক্ষণাদি বিবিধ বর্ণন।
কৈকেয়ী নিন্দন আর ভরতে স্মরণ॥
শূর্পণখা সহ বাক্য বিরূপ আচার।
[illegible] খরদূষণ ত্রিশিরা নাশন॥
শূর্পণখা রাক্ষসীর লঙ্কায় প্রবেশ।
সীতার সৌন্দর্য বাক্য রাবণে আদেশ॥
[illegible] মারীচ [illegible]
মৃগরূপে [illegible]
সীতাদেবী [illegible]
সীতারে [illegible]
মারীচ বিনাশে আর লক্ষ্মণ নিন্দন।
কৌশলে রাবণ করে সীতার হরণ॥
পরে রাম লক্ষ্মণ সহিত সম্মিলন।
জটায়ু নিকটে সীতা বার্তা [illegible]॥
রাম সহ লক্ষ্মণের পরে [illegible]।
জানকী হরণ জন্য শ্রী রামের বিলাপ।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] সতী তারার [illegible]
রাম আর লক্ষ্মণের উপদেশ দান।
আরণ্যক কাণ্ডে কাণ্ড ক্রম সমাধান॥
চতুর্দশ অধিক শত সর্গ নিরূপণ।
সংকলন শ্লোক চারি সহস্র গণন॥
অপর চতুর্থ কাণ্ড কিষ্কিন্ধ্যা নামক।
শ্রীরামের পম্পাতীরে বিলাপ প্রাথমিক॥
[illegible] সহ সখ্যের উদয়।
কহিল তাহারে সীতা অপহৃতা [illegible]॥
[illegible] আলোচন করেন তখন।
সুগ্রীবের হিতে রামে মিলন হইল॥
বালি বধ পণ তার পৌরুষ কীর্তন।
[illegible] সপ্ত তাল [illegible]॥
বালি সুগ্রীবের যুদ্ধ রামের বিক্রম।
[illegible] বিলাপ প্রকাশ॥
[illegible] শ্রীরামের করুণা বিস্তার।
সুগ্রীবের অভিষেক পরে সুপ্রচার॥
বালি পুত্র অঙ্গদে সুগ্রীবে সমর্পণ।
লক্ষ্মণকে ভ্রাতা ভাবে তাহার রক্ষণ॥
[illegible] বিলাপ তথা বিভাব করিল।
[illegible]॥
[illegible] বিনাশ।
[illegible] তথা সুন্দর আভাস॥
শরৎকালে [illegible] রাম বিলাপন।
তাল সমাগম আদি বহিল কীর্তন॥
শ্রীরামের ক্রোধ তথা সুগ্রীবের প্রতি।
রাম ক্রোধ জানিয়া সুগ্রীব [illegible]॥
লক্ষ্মণের সুশব্দ কিষ্কিন্ধ্যা প্রয়াণ।
তত্কালে সমাগত সুমিত্রা নন্দন॥
[illegible] সুগ্রীব গমন।
[illegible] নিকটে গিয়া সুগ্রীব [illegible]॥
[illegible] বর্ণন বিস্তার।
[illegible] সুগ্রীব রাজার॥
[illegible] প্রস্থান।
[illegible] প্রধান॥
[illegible] সমস্ত [illegible]।
[illegible]॥
অপর [illegible] প্রবেশ।
[illegible] বিশ্রাম বিশেষ॥
[illegible] প্রবেশন।
[illegible] দর্শন॥
বিহগ বচনে বর্ণ লঙ্কা সমাচার।
এরূপ চতুর্থ কাণ্ড কিষ্কিন্ধ্যা প্রচার॥
সর্গ সংখ্যা সপ্তষষ্টি কিষ্কিন্ধ্যা বিধান।
দ্বিসহস্র শ্লোক নব শত পরিমাণ॥
অধিক অপর পাঁচ বিংশতি তথায়।
অতঃপর সুন্দর সংগীত কাণ্ড তায়॥
অঞ্জনা নন্দন পরে লঙ্কায় গমন।
সমুদ্র তরণ কালে সুরসা দর্শন॥
মৈনাকাখ্য গিরিবরে পরে দৃষ্টিপাত।
লঙ্কা লঙ্ঘন পূর্বে সিংহিকা নিপাত॥

নগরের সুশ্রুষণ [illegible]
বিভীষণে অ[illegible]
বিভীষণ, মদন [illegible]
সংযোগ রত্নাকর ভাবে [illegible]
পরে শরাঘাতে করে অনুক্ষে [illegible]
চতুর্দ্দশ সহ আগে বীর বিভীষণ।
সুগ্রীব পাশে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরি হরি।
গদাপাণি গতবার সভায় শ্রীহরি॥
লঙ্কা রাজ্যে নির্ধার্য্য করিতে বিভীষণে।
অভিষিক্ত করিলেন সকৌতুক মনে॥
যত্নকরি শ্রীহরি সাগর জল আনি।
তাহে অভিষিক্ত করি হরি রঘুমণি॥
সমুদ্র দর্শনে হয় সেতু সমারম্ভ।
সেতুবন্ধ সন্ধানে সমুদ্র হতদম্ভ॥
সাগর বন্ধনে যত্নে বিধি উপদেশ।
সমুদ্র তরণ শ্রীরাম লঙ্কায় প্রবেশ॥
আস্তচরে সাজা করে [illegible]
পরে শুকশারণের বাহিনী দর্শন।
রাবণের মন্ত্রণা রামের আগমন।
[illegible] মুনি [illegible]
[illegible] প্রাচীরেতে বানরসেনের আগমন।
লঙ্কাপুরী বেষ্টন [illegible]
[illegible] রাবণের [illegible] মন্ত্রণা।
[illegible] রাবণের [illegible]
সুবেলারোহণ আর লঙ্কাবলোকন।
[illegible] যুদ্ধ প্রবর্তন॥
[illegible] রজে রাতে [illegible]
[illegible] রাবণ সহ [illegible]

রাত্রি যুদ্ধ বিধান অপর সম্বন্ধ।
দর্পণ দর্শন তথা বিনাশ প্রবন্ধ॥
অস্ত্র বন্ধ বিমোক্ষণ ধূম্রাক্ষ নাশন।
পরে নষ্ট সেরূপে রাক্ষস অকম্পন॥
প্রহস্ত বিনাশ আর [illegible]।
প্রহস্ত উৎকট রণে [illegible]॥
[illegible] আরম্ভিত করি [illegible]।
[illegible] রাক্ষস [illegible]॥
[illegible] উক্তি।
[illegible] যুক্তি॥
কুম্ভকর্ণ [illegible]।
শ্রীরাম [illegible] চকিত॥
[illegible] কুম্ভকর্ণ বীর।
[illegible] সুধীর॥
[illegible] কুম্ভকর্ণ নাশ।
[illegible]॥
[illegible] মহাপার্শ্ব।
অতিকায় বিনাশে রাবণ হলো হর্ষ॥
মেঘনাদ [illegible] শ্রীরাম
[illegible] আদি বড় কার্য্য [illegible]
পরে [illegible] উল্কা প্রপাত সমর।
কুম্ভ নিকুম্ভের নাশ অজস্র দুষ্কর॥
মকরাক্ষ বীরবর রাবণ নির্গম।
মায়া সীতা বিনাশিত রামের সম্ভ্রম॥
ইন্দ্রজিতে বিনাশিতে কুপিত রাবণ।
বহুবিধ [illegible] করিয়া নিরীক্ষণ॥
সমরে সাজিল মহাবলী দশানন।
[illegible] বিরূপাক্ষ বীর বিনাশন॥

মন্ত্র আর উপবস্ত্র উভয়ে পাইয়ে বধে।
রাম বাক্যে রাবণ ভর্ৎসনা বহু করে।
অস্ত্রযুদ্ধ প্রথমে রাবন রঘুবরে।
লক্ষ্মণ পতনে রামে বিলাপ সমরে॥
ঔষধ আনিলে পরে লক্ষ্মণ উঠয়ে।
আসিল বাসব রথ রাম বিজয়ার্থ॥
মাতলি দর্শন ইন্দ্র বাক্য বিশ্বাসিয়া।
রাবণের যুদ্ধকথা পশ্চাতে বর্ণন॥
সারথির প্রতি রক্ষোকুলপতি ভর্ৎসন।
দানব লক্ষিতে অদ্য যত দেব পথ॥
মহাঘোর পথ যুদ্ধ যথা দশানন।
সশ্রাদ্ধ সত্তর হর্ষ পৃথিবী কম্পন॥
তৎপরে রাবণ বধ ত্রিলোক বিখ্যাত।
যুদ্ধকাণ্ড কথা ইতি সুধাসমন্বিত॥
পঞ্চাধিক শত সর্গ কাণ্ডে নিরূপণ।
শ্লোক সংখ্যা ইহাতে; করি সঙ্কলন
চতুর্থ সহস্র পরে পঞ্চাধিক শত।
অতঃপরে উত্তরকাণ্ডের কথা যত॥
যে কাণ্ডে প্রকাণ্ড কাণ্ড রাবণের দারা
পতিশোকে বিলাপ করিল কত তারা।
অনন্তর বিভীষণে অভিষেক রাজ্যে।
রাবণের সৎকার করিয়া শেষ কার্য্যে॥
হনুমান প্রবেশন মৈথিলী দর্শন।
জানকীর আনয়ন শ্রীরামে মিলন॥
রঘুবংশ বীর মুখে সীতার ভর্ৎসন।
পরিত্যাগ জানকীর অগ্নি প্রবেশন॥
অনল প্রবেশে তাঁর নাহি হলে ক্ষয়।
তথা ক্রম লোকত্রয় অদ্ভুত তরঙ্গ॥

ব্রহ্মাদি সকল দেবগণের দর্শন।
দেবগণ কর্তৃক দেব নিরীক্ষণ।
পিতামহ শাপাজ্ঞা অর্পিলেন ধন্য।
নিজ পিতৃ দশরথে দেখি রঘুবীর।
কৈকেয়ী জননী শাপ মোচন তখন।
দশরথ রাজার স্বর্গেতে প্রস্থান।
দেবেন্দ্র দেবতে বর প্রাপ্তি রঘুবরে।
মৃতদেহে প্রাণ পায় সমস্ত বানরে।
রাক্ষসেন্দ্র হইতে নিকৃষ্ট রক্ষগণ।
শ্রীরামের পুষ্পকাখ্য রথে আরোহণ।
পশ্চাতে পশ্চাতে সব বানর রক্ষোগণ।
যে রূপে রামের সঙ্গে করিল গমন।
ভরদ্বাজাশ্রম প্রাপ্তি কপীন্দ্র গমন।
নন্দিগ্রামে শ্রীরামের পরে প্রবেশন।
ভরতের সহিত অযোধ্যা গমন।
কৌশল্যা প্রবেশ পিতৃ সত্য সমাপন।
শ্রীরামের অভিষেক ভরতে আনন্দ।
যৌবরাজ্য ভরতে প্রকাশ ধন বৃন্দ।
মুনিগণ আগমন রাক্ষসোৎপাদন।
ত্রিলোক বিজয় কথা রাবণের তাবৎ।
অকস্মাৎ সীতা নির্বাসনে প্রেরণ।
তৎপরে করেন বাস সুমিত্রানন্দন।
যে প্রকারে জানকী রহিলা তথা বনে।
বাল্মীকি আশ্রম প্রাপ্তি নিবাস তাহে।
কুশীলব উদ্ভব ইক্ষ্বাকু বংশধারি।
লবণাখ্য বীর বধে শত্রুঘ্ন সারথি।
শম্বুক নিধন আর অগস্ত্যাগমন।
অলঙ্কার প্রাপ্তি শ্বেতনৃপ বিবরণ।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] অপার বর্ণন ।
[illegible] তপ্ত কুলাপা ছিল ॥
[illegible] পোষাকিন [illegible] ।
[illegible] তে [illegible] অনুগত ॥
[illegible] বিস্তারিত [illegible] ।
[illegible] বেদ [illegible] ॥
[illegible] ।
[illegible] ।
[illegible] ।
[illegible]
[illegible] পাইবে ।
[illegible]
[illegible] ।
[illegible] ॥
[illegible]
[illegible] ॥

ত্রিপদী ।

[illegible] কথা [illegible],
[illegible]
[illegible],
[illegible] ॥
[illegible],
[illegible] ॥

তপোবনে আছি মুনি, [illegible] চিন্তামণি,
[illegible] চরিত্র [illegible]
তনয়ার [illegible], যার [illegible] কথা [illegible],
[illegible] সর্ব্ব অনুকূল ।
[illegible] মুনি [illegible],
সত্য [illegible] সুবর্ণ [illegible] ॥
বিশ্বামিত্র [illegible],
দেখি [illegible] ।
[illegible],
[illegible] ॥
[illegible],
[illegible] ।
[illegible],
[illegible] ॥
[illegible],
[illegible] ॥
[illegible],
[illegible]
[illegible],
[illegible] ;
[illegible] করি, [illegible] গিয়া [illegible],
[illegible] ॥
[illegible],
[illegible]
[illegible], কবি তথা [illegible],
[illegible] ॥
[illegible],
[illegible] ।

অভিষেক পাদুকার, মন্ত্রিগণ পুরবাস,
ভরতের হইল মনন ।
দণ্ডক কানন পরে, রাইলেন রঘুবরে,
তথায় সুতীক্ষ্ণ [illegible] ।
অগস্ত্য [illegible] আশ্রমে, [illegible] সমাগম,
শরভঙ্গ গৃহে রঘুত্তম ।
[illegible] আশ্রমে বাস, অন্তঃপুর [illegible],
বিরাধ [illegible] সমর্পণ ।
শূর্পণখা [illegible] হরি, [illegible],
মারীচের [illegible] ।
জানকী [illegible] [illegible],
[illegible] ।
[illegible] [illegible] অর্থ, কবন্ধ [illegible],
[illegible] উক্তি [illegible] ।
শবরী [illegible] পরে, [illegible] রঘুবরে,
[illegible] বিলাপন ।
[illegible], [illegible] কাছে,
সুগ্রীবের সহিত মিলন ।
[illegible] প্রতীত [illegible] বালি সহ [illegible],
[illegible] সুগ্রীবের রাজ্য ।
[illegible] বিলাপন, [illegible] করি [illegible],
বর্ষাকাল [illegible] ।
বর্ষাকাল [illegible] শরৎ, [illegible] কপীশ্বর,
[illegible] ।
[illegible] তথা [illegible] কথা,
[illegible] ।
[illegible], [illegible],
[illegible] আয়োজন ।

[illegible],
[illegible] ।
[illegible],

[illegible],
[illegible] ।
[illegible] সীতা [illegible] ।
[illegible] ।
[illegible] ।
[illegible] ।
[illegible] ।
জানকী [illegible],
[illegible] ।
[illegible] [illegible],
[illegible] ।
[illegible] ।
[illegible] ।
[illegible] ।
[illegible] ।
[illegible] ।
[illegible] ।
[illegible] ।
[illegible] ।
রাক্ষসী [illegible],
[illegible] ।
[illegible] ।
[illegible] ।
[illegible] ।
[illegible] ।

[illegible], [illegible],
[illegible]
[illegible], [illegible],
[illegible]
[illegible], [illegible],
বিধিমত [illegible] ॥
[illegible], পরে তথা [illegible],
[illegible] কথা কথা ।
তদন্তরে সম্বাদয়, অভিষিক্ত রঘুবর,
[illegible] ভক্তি ভরে ॥
[illegible], করি পরে প্রত্যর্পণ,
[illegible] মন্ত্রিগণ [illegible]
[illegible] বাসী, রাম [illegible] আনি,
[illegible] উদয় ।
[illegible], প্রকৃতি রঞ্জন যথা,
[illegible] ।
[illegible], [illegible] হলে
তৎকথা [illegible] ॥
[illegible] বাণী, রচিলেন মহাজ্ঞানী,
[illegible] করি ।
[illegible], [illegible] নির্জন,
[illegible] সাধনী ॥
[illegible] বনে, [illegible] হলে,
[illegible] মন্ত্রী ।
[illegible], [illegible] আছে, [illegible],
[illegible] হেতু করি ।
[illegible], [illegible],
[illegible] ।

[illegible], নির্জন বনাঙ্গনে,
[illegible] সমর্পণ ॥
[illegible], [illegible] ইতি,
ত্রিলোক
[illegible], কহে [illegible],
যেথে যথা [illegible] ॥
এই রূপ যোগ যুক্তি, শ্রীরাম চরিত্র [illegible],
প্রকাশ করেন ঋষিরাজ ।
[illegible] পর্ব [illegible], [illegible] উক্ত,
[illegible] বিরাজ ॥
[illegible] কাব্য সিন্ধু, [illegible],
চতুর্বিংশ সহস্র [illegible] ।
[illegible] উক্ত, [illegible],
[illegible] পরিমিত ।
কাব্য [illegible] নাম, [illegible],
[illegible] চিত্তাকৃষ্ট মন ।
কে করিবে [illegible], [illegible],
[illegible] শিষ্য কে এমন ॥
[illegible] চিন্তাবান, [illegible] ভগবান,
নিকটে আসিয়া উপনীত
বাল্মীকি মুনীন্দ্র নিজ, [illegible],
[illegible] ॥
রূপবান [illegible], [illegible],
[illegible] কুশীলব ।
[illegible],
[illegible] ।
[illegible] মুনি শিরোমণি, বাল্মীকি [illegible],
[illegible] ।

মুনিবর এই কথা, শুনিয়া, কহিলা মুনি,
সুমধুর বাক্য মহাহ্লাদে।
ধর্ম্ম যুক্ত রামায়ণ, শুনিতে অতি সুশ্রাব্য,
সমুদায় রত্ন অলঙ্কৃত।
আমার নিকটে মুনি, গ্রহণ করেছ শুদ্ধ,
পুণ্যাশ্রিত অতি অমৃত।
বাক্য নির্ম্মল উক্ত, ধর্ম্ম কাম অর্থ যুক্ত,
পাঠে শ্রেয় অতি সুমধুর।
প্রমাণ নিরন্তর ভাবে, বীণা বাদ্যাদি প্রবাহে,
অতি বাদ্য সুন্দর অতুল।
সপ্তস্বরে সমন্বিত, সুশ্রাব্য সংযোজিত,
প্রকৃষ্ট গুণযুক্ত সুন্দর।
শৃঙ্গার বীর অদ্ভুত, রৌদ্র হাস্য ভয়ানক,
বীভৎস পূর্ণিত একে একে।
করুণ আদি রস আছে, কাব্য রসে সমন্বিত,
এই কথা কহিলা নারদে।
মহাঋষি বিচিত্রে, মহাকাব্য রামায়ণে,
রাম গুণ সমাধান যাতে।
এ তোমার কথা বিধান, শিক্ষা দিয়া তপোবান,
বিশেষ করিয়া মুনিবর।
পুণ্য কাব্য রামায়ণে, নিয়োজিত করেন,
সৌম্য মূর্ত্তে কহেন সত্বর।
কর পাঠ সমুদায়, বসিয়া ঋষি সভায়,
পুণ্যবৃদ্ধি হবে প্রমাণরে।
অবশ্য কাব্য সুন্দর, পরে মুনি রামায়ণ,
[illegible]
শ্রীরাম রামায়ণ সম্পূর্ণ,

শ্রীরামচন্দ্র অভিষেক, [illegible]
[illegible]
শব্দ বেদ [illegible], আর [illegible]
কথা [illegible] কহিলেন যাহা।
মুনিগণ আসিয়া, [illegible] পুষ্প দিয়া,
একবারি দিলেক আনন্দে।
উত্তম বীণাধ্বনি, স্বরলয় [illegible],
মহা প্রীতি আর সুসঙ্গীত।
অশেষ বিভূষণ, ইন্দ্র সহ প্রীত হল,
গন্ধর্ব্বাদি সঙ্গীত সমাধান।
প্রফুল্ল পঙ্কজ নব, মহা [illegible],
প্রীতমনা তৎকালে সমুদয়।
সেই [illegible] সবে, দেবকীর্ত্তি মহাভাবে,
সময় [illegible] করে।
রত্ন কাব্য রামায়ণ, ঋষি সবে [illegible],
বীণা [illegible] করিলেন সঙ্গে।
অতি হর্ষ উৎসাহে, [illegible]
[illegible]
অতঃ [illegible]
[illegible]
ধন্য এই [illegible]
[illegible]
[illegible], [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
সর্ব্বাঙ্গ [illegible] কর্ত্তিত হয়,
শ্রীকৃত্তিবাস [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible], কিন্তু এই কুলীনকুল,
[illegible] সেই উপযুক্ত ॥
[illegible] কলেবর, কিবা সুমধুর স্বর,
[illegible] ॥
[illegible], পূর্ণ শক্তি সমন্বিত,
তাঁরা আর [illegible] মিলনা ॥
[illegible], অদ্ভুত, অতিরিক্ত শক্ত যত,
[illegible] সম্পদা ॥
[illegible], শাস্ত্রযুক্ত [illegible],
কুলীনের [illegible] ॥
[illegible] অনুরক্ত, ব্রাহ্মণ [illegible]
[illegible]
[illegible] কুলীনের কোন মুনি,
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] অনাথ্যান,
[illegible] নিকটে প্রকাশি ॥
পরে বঙ্গদেশান্তরেতে, [illegible],
পাইয়া [illegible] পরিচয় ॥
করিয়া বহুসম্মান, প্রীতিযুক্ত ভগবান,
পাঠাইয়া আর [illegible] ॥
আনাইয়া অতি ত্বরে, [illegible] কুলীনকে,
আদেশ করেন নারায়ণ ॥
সেইকালে সেইস্থানে, [illegible],
[illegible] ॥
কর্ম মধ্যে [illegible], বিপ্রগণ শাস্ত্র শান্ত,
[illegible] শ্রীরাম [illegible] ॥
[illegible], বহু শত ব্রহ্মবাদী,
বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনিগণ ॥
সকলের সন্নিধানে, [illegible] হইয়া তারে,
[illegible] শ্রীরাম ॥
সভামধ্যে উপবিষ্ট, [illegible] অতিবিশিষ্ট,
[illegible] ॥
ভ্রাতৃগণ সহকারে, [illegible],
শ্রবণ করিলা নারায়ণ ॥
[illegible] গুণযুক্ত, সুকান্ত [illegible],
নিকটে আসিয়া [illegible] ॥
[illegible] সুকুমার, [illegible],
সুরূপ [illegible] ॥
[illegible] প্রভৃতি আর, [illegible],
[illegible] ॥
[illegible]
[illegible] ॥

বিচিত্র অর্থ মিলিত, ছন্দপদ সমন্বিত,
সুমধুর স্বরে গান সুখে।
শেষ এই শিক্ষায়, নৃপতি লক্ষণ সহ,
বিচক্ষণ নাম কুশীলব।
পরে তপোবনে বাস, জীবিতেন্দ্র মুনিবাস,
নিশ্চয় অদ্ভুত কথা সব॥
শ্রীবাল্মীকি তপোধন, কৃত এই রামায়ণ,
শ্রবণ সুন্দর মনোহর।
নভোপরে এই কথা, রচিলা পশ্চাতে তথা,
অনুজ্ঞা করেন রঘুবর॥
গাও রামায়ণ শ্রুত, অন্য ক্রম যথা মত,
এ রূপ কাব্য এক রীতি শুনি।
গান করে কুশীলব, শ্রোতাগণে হর্ষ সব,
সভায় সকল প্রশংসনি।
ঋষি উক্ত রামায়ণে, বাল্মীকীয় সংকলনে,
আদিকাণ্ডে কাব্য সংক্ষেপণ।
মধ্যাতে চতুর্থসর্গ, শান্ত গুণ রসবর্গ,
শ্রবণ মঙ্গল বিবরণ॥

পয়ার।

পূর্ব্বে এই সসাগরা সমস্ত অবনী।
যাহাদের নিজবীর্য্যে অর্জ্জিতা ধরণী॥
মনু আদি বহুরূপ নৃপতি কীর্ত্তন।
অপর্য্যাপ্ত বলশালী সেই রাজগণ॥
যাহাদের পূর্ব্বজন্মা নৃপতি সগর।
যাঁহার খনিত হয় সমস্ত সাগর॥
গমনকালেতে যাঁর সঙ্গেতে [illegible]।
চলিয়াছেন সঙ্গেতে ষষ্টি সহস্র কুমার।
বহুকাল গত যাঁরা নৃপতি বিখ্যাত।
সংক্ষেপেতে শুনিলাম [illegible] সকাশ।
গৃহে মধ্যে মহাশান্তি অতি মুক্তিমান।
শুন কহি বিশেষ তাঁহার উপাখ্যান।
ইক্ষ্বাকু বংশীয় যত নৃপতি প্রধান।
তাঁহাদের বংশে কীর্ত্তি বিস্তৃত আখ্যান।
বাল্মীকি কথিত কাব্য সংস্কৃত শ্লোকে।
সর্ব্বপাপ হর এই কাব্য শুনি লোকে।
শুন সব যত যত পাপ [illegible]।
পুনঃ এই গ্রন্থ আদি কাব্য বিশেষ।
ঋষি মুনি উভয়ের মধুপান হেতু।
শুন কহি আদ্যোপান্ত করিয়া বিস্তার।
কোশল নামেতে জনপদ মনোহর।
ধর্ম্মযুক্ত প্রফুল্ল সদা সর্ব্বজন।
সরযূ তটিনী তীরে পুরী অতি সুন্দর।
বহু ধনে ধান্যে পূর্ণ [illegible]।
অযোধ্যা তাহার নাম বিচিত্র নগরী।
ভুবন বিখ্যাত নাম সর্ব্ব শোভাকরী।
মনু নামা নরবর আপনি নির্ম্মাণ।
দ্বাদশ যোজন পুরী আয়ত প্রমাণ।
ত্রিযোজন বিস্তার শ্রীবৃদ্ধি সমাধান।
শোভাশালী পুরী তাহে নানা স্থান।
বিভক্ত উত্তম রাজপথ [illegible]।
পুনঃ ভূমি রাজপথ নিত্য বিস্তৃত।
অতিরিক্ত জলসিক্ত থাকে অনুক্ষণ।
বিকশিত পুষ্প [illegible]।
বহু [illegible] বণিক [illegible]।
[illegible]

উদ্যান বৃক্ষ শুভ পুষ্পময় তার।
অপূর্ব্ব উদ্যান বনে শোভা চমৎকার॥
পরিখা প্রচুর নীর প্রাচীর বেষ্টিত।
মহাপূর্ণ নানা অস্ত্র শস্ত্র সমন্বিত॥
উজ্জ্বল তোরণ তাহে কঠোর কপাট।
সুশোভিত বিরাজিত বিবিধ বিপাট॥
শোভিত নানা রাজা অট্টালিকা মহান।
যে পুরী পাইলেন কর্ত্তা তুল্য ভগবান॥
মধ্যে মধ্যে প্রাসাদিকা সুন্দর বিভাগ।
নানা যন্ত্র অস্ত্র শস্ত্রে থাকে অনুরাগ॥
[illegible] শিল্পকার্য্য শিল্প সদাকার।
[illegible] নিবিষ্ট পরকাশ॥
উন্নত তোরণে তুরঙ্গ করিবর।
রথবৃন্দ নানা বাহন আচ্ছন্ন নগর॥
মন্দির চত্বরে সদা সুশোভিত।
স্থানে স্থানে আছে বেদ বাদন পণ্ডিত॥
সুশোভিত বিস্তর বৃক্ষ বহু রত্নচয়ে।
নানাজাতি পক্ষ অমৃত দেবালয়ে।
সর্ব্বতুল্য সুশোভন গৃহ শোভান্বিত।
সভা উপবন পঞ্চপুরে অলঙ্কৃত॥
শ্রেণীবদ্ধ অট্টালিকা পৃথক পৃথক।
[illegible] প্রাচীর পাবক।
[illegible] বিমান বিশিষ্ট নরগণ।
[illegible] সুশোভিত যথা সুরেন্দ্র ভবন॥
[illegible] সুন্দর [illegible]।
[illegible] জ্ঞান হয়॥
[illegible] শিখরে শোভিত মহাপুর।
[illegible] সুশোভন প্রচুর॥

বিমান শ্রীধাম শস্ত্র শাস্ত্র সমন্বিত।
ইন্দ্র পুরী যথা দেবগণে প্রতিষ্ঠিত॥
চিত্রিত সকল সম অতি কমনীয়।
চিত্রকর চিত্রপ্রায় যথা রমনীয়॥
বহুবিধ রত্নচয়ে বিভূষিত নগরী।
হৃষ্ট পুষ্ট জনে তুষ্ট সৌম্য শোভাকরী॥
কোনস্থানে কোন গৃহ অন্তর রক্ষিত।
সমভূমি সর্ব্বভূমি কার্য্যার্থ নির্ম্মিত॥
সেনানীগণ সুদক্ষ নিনাদে নিনাদিত।
নিত্য মহোৎসব নিত্য হৃষ্ট জনান্বিত॥
বেদধ্বনি ধনুর্ধ্বনি প্রতিধ্বনি চয়।
বহুবিধ বিলাসীয় শব্দ পুরে রয়॥
প্রকৃষ্ট ধূপিত ধূপ ধূমাদি ধূসর।
সজ্জাযুক্ত বাসে অধিবাসিত নগর॥
লোক পাল তুল্য বর শূর সমন্বিত।
সর্ব্ব শাস্ত্র পারদর্শি পণ্ডিত মণ্ডিত॥
যোদ্ধাগণে রক্ষা সদা অযোধ্যা বসতি।
নাগপথ সুরক্ষিত যথা ভোগবতী॥
অমলা প্রতিমা পুরী পরম শোভনা।
মহীন্দ্র মহেন্দ্রগণে রক্ষিত লক্ষণা॥
সর্ব্বোত্তম নিরুপম অগ্নিহোত্রি যত।
গুণাকর জিতাধর দ্বিজগণ তথা॥
সর্ব্ব শাস্ত্র পারগ সত্য সত্যশীল।
জপ তপ যজ্ঞাদিতে অনুরাগে অখিল॥
মহাঋষি কল্প অতি মতি মধুরায়।
তাহাতে বেষ্টিত পুরী সদা শোভা পায়॥
রামায়ণ আদিকাণ্ডে অযোধ্যা বর্ণন।
[illegible] রচে কবি শুন সর্ব্ব জন॥

ইতি পঞ্চম সর্গ।

ঐরূপ অযোধ্যাপুরে, সুবিখ্যাত পুণ্যধামে,
বেদজ্ঞ বেদাঙ্গে সুপণ্ডিত।
দীর্ঘদর্শী তেজস্বান, জনপ্রিয় মূর্তিমান,
প্রচণ্ড দোর্দণ্ড প্রতাপান্বিত॥
বিখ্যাত ইক্ষ্বাকু কুল, অতিরথি সমতুল,
যজ্ঞকারী ধর্ম্মজ্ঞ প্রধান।
মহর্ষি সদৃশ কল্পে, সর্ব্বজনে যারে জল্পে,
রাজর্ষি অখণ্ডকলা ধাম॥
সমস্ত অমাত্য জিত, কীর্ত্তি শাস্ত্রসমন্বিত,
জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মপরায়ণ।
মহাঋদ্ধি, শুদ্ধিকর, ইন্দ্রকুবের অনুভব,
সহ ধনপতির সম্পদে॥
সংকুলা প্রতিষ্ঠিত, সর্ব্বদা ধর্ম্মে অবস্থিত,
সর্ব্ব প্রজাপালনে তৎপর।
রাজা দশরথ নাম, যেন কুবেরের ধাম,
উৎসাহে উৎপন্ন রূপবান॥
সদা সত্যানুসন্ধান, ত্রিবর্গ পালনে জ্ঞান,
পূর্ণ যেন তাঁর সন্তান।
সেই রাজ্যে প্রজা সব, ইষ্টপালনে সমান,
পরিপূর্ণ, ধনধান্য আয়তন॥
ধর্ম্মজ্ঞ সকল জন, ধর্ম্ম পালে সর্ব্বজন,
কেহ নাহি অর্থ লোভী।
না হতেন পর হিংসক, সর্ব্বদা তুষ্টচিত,
সুশিক্ষিত থাকে অধিকৃত॥
সেই পুরে ছিল যারা, নীতিশাস্ত্রে নিপুণ তারা,
অকৃতজ্ঞ নহে কোন জন।

কুণ্ডলাদি মুকুট সুসজ্জিত সকলে,
পুষ্পমাল্য ভূষিত সদা।
সকলের অলঙ্কারে, ভূষিত শোভিত দেহ,
শৌর্য্যহীন নহে কোন জন॥
অসত্য প্রতিশ্রুত বাক্য, হত যজ্ঞ না হয়,
নহে কেহ পাপেতে রত।
সংসারে বর্ণচতুষ্টয়, সবে নিজ ধর্ম্মে রত,
গুরুজন ভক্তিপরায়ণ॥
কোন জন নাহি দীন, অন্যায় চৌর্য্যে রত,
কেহ নাহি ছিল দুর্জ্জন।
কাহারে ছিল না সেথা, দরিদ্র অল্পায়ু কোন,
সকলেতে সমভাবে রত॥
নারীগণ পতিব্রতা, সর্ব্বদা পতিভক্তা,
হইত না কোন কালে অন।
সে নগরে শূদ্রজাতি, ব্রাহ্মণে সদা ভক্তি,
পূর্ণ সেবা ধর্ম্মে করি মতি॥
নাহিক অশ্রদ্ধা দীন, কুৎসিত মলিনবেশ,
নাস্তিক নাহি কোন জন।
নাহিক দুর্জ্জন দীন, অনশনে মৃত জন,
অকালে না ছিল সেই পুরে॥
কুৎসিত কুরূপ নর, নাহি সেথা কোন জন,
ক্লিষ্ট নহে কোন জন।
অকৃতার্থ দীন দুঃখ, নহে কেহ ক্ষুধার্ত,
অসদ্ভাব নাহিক ঘটন॥
অধিকারী নহে ক্ষুদ্র যথা হীন কর্ম্মে রত,
ইন্দ্রিয় পরাজিত জন।
অসদাচার্য্য অজিত বুদ্ধিহীন নহে,
নাহি ছিল সুখহীন জন॥

[illegible]

[illegible] দুঃখেরে কথা,
[illegible]
[illegible] বিদায়,
[illegible]
[illegible] অঞ্জ, [illegible] শুভ্র,
[illegible]
[illegible] দ্বারাদ্বারী,
[illegible] কথা।
[illegible] নিরন্তর বধূ।
[illegible] বুক, [illegible] মুক,
[illegible] কথায়।
[illegible] নিজে [illegible],
[illegible] পুষ্টি কায়।
[illegible] নিরবধি [illegible],
[illegible] শুভ্র।
[illegible] কোন মতে,
[illegible] বিচার [illegible]।
[illegible] দুঃখ [illegible],
[illegible] নয়নে [illegible]।

[illegible] দুলে দিতা,
[illegible] চাতুরী।
[illegible] মোহিলা অঞ্জবান,
[illegible] দুঃখালনে।
[illegible] হতে গিরিস্তন,
[illegible] সর্ব্বদা কাননে।
[illegible] বেশবিন্যাস, ছিল সৈন্যাধ্যদাসী,
[illegible] দেবতাগণে কত আসী।
[illegible] বাণীর [illegible] স্বর্ণ কুন্ত,
[illegible] কামী।
[illegible] অনুগত,
[illegible] আকৃতি।
[illegible] বাহুবান দোষ মুক্ত,
[illegible] সর্ব্বদা [illegible]।
[illegible] গ্যাড,
[illegible] কথার।
[illegible] ছবি নহ অপাপন,
[illegible] করিবর।
পর্ব্বত [illegible] বাহনে বাহিত প্রায়,
[illegible] পুরী সর্ব্বদা শোভনা।
হরি [illegible], সর্ব্বলোক রক্ষিত্ [illegible],
[illegible] স্বপ্নে [illegible]।
সেই পুরী [illegible] সম্পত্তি,
[illegible]।
[illegible] বনবাসবতী,
[illegible]।
[illegible] নগ,
[illegible]।

সূর্য্যকুল সম্ভূত, নৃপতি [illegible],
[illegible]
রামায়ণে [illegible] অযোধ্যা [illegible]
[illegible] নৃপতির বর্ণনা।
ষষ্ঠ সর্গে সাধুগণ, শুন কহি বিবরণ,
শ্রীরামকীর্ত্তন শুভক্ষণ।
ইতি ষষ্ঠ সর্গ।

পয়ার।

মন্ত্রিরূপে নিযুক্ত তথা দুইজন।
অপরেরা পৌরোহিত্য কর্ম্মে নিযুক্ত হন।
বিখ্যাত বশিষ্ঠ বামদেব মহাজন।
বেদান্ত বেদজ্ঞ বিজ্ঞ [illegible]।
অষ্টজন অপর অমাত্য নৃপতির।
গুণযুক্ত মহাবল সুবুদ্ধি সুধীর।
সর্ব্বজন প্রাণ প্রিয় হিতে অনুরত।
রাজকর্ম্ম ধর্ম্মজ্ঞ সমস্ত কার্য্যে দক্ষ।
নাম কহি সকলের করিয়া বিস্তার।
জয়ন্ত বিজয় ধৃষ্টি সিদ্ধার্থ অপার।
আখ্যাত অর্থসাধক অন্য ধর্ম্মপাল।
সুমন্ত্র অষ্টমে সুবেষ্টিত মহীপাল।
লজ্জাশীল বিনয়ী নীতিজ্ঞ জিতেন্দ্রিয়।
বুদ্ধিমান তেজবান সর্ব্বজন প্রিয়।
রাজাজ্ঞা সমস্ত কর্ম্মে সর্ব্বদা অধীন।
[illegible] রহেন প্রবীণ।
অপরূপ [illegible] আদ্য সুশোভন।
অপ্রমাদী প্রিয়বাদী সুশিষ্ট বচন।
সত্য ধর্ম্মপরায়ণ, অলস বর্জ্জিত।
অধিকৃত [illegible] সর্ব্বক্ষণে।
সকল [illegible] নিপুণ।
রাজ্য প্রজা [illegible]
উদাসীন [illegible] বিদেশী যাহারা তাও।
সকলের [illegible] নিপুণ।
ধর্ম্মাচার নিত্য [illegible]
সকলে [illegible]
অতীত কোটির [illegible]
সুশিক্ষিত যাহা যত [illegible]
পুত্র যদি অবিধি আচারে অনুক্ষণ।
হইত তাহারে প্রতি [illegible]
বৈরিকুল যদি [illegible]
ধর্ম্মের আজ্ঞায় প্রতি সাধি যথাবিধি।
নিত্য নিজ কার্য্যে [illegible]
[illegible]
বিষয়ে নিস্পৃহ যত গুণে ধর্ম্ম [illegible]
স্বধর্ম্ম সকলে করে সতত রক্ষণ।
সদাচার প্রবৃত্তে সর্ব্বদা নিরত।
সদাকাল ব্রাহ্মণ [illegible]
কদাচিৎ অন্যথা এই [illegible]
পরের নিমিত্ত সদা [illegible]
পরস্পর [illegible]
প্রীতি যুক্ত [illegible]
পর অপবাদ [illegible]
[illegible] কদাচ নহে [illegible]
অল্প মতি [illegible]
নহে [illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] যুক্ত উক্ত হৈল দেখি ।
তথাপি [illegible] সুকীর্ত্তি [illegible]
[illegible] তত্ত্বজ্ঞ ॥
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] কহিলা [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] নৃপদের [illegible] যেমন ।
[illegible]
সর্ব্বত্র সমান যার মিত্র শত্রুগণ ॥
সেই সব মন্ত্রী নৃপ হিতকারি যার ।
[illegible] ব্রাহ্মণ ।
এই মন্ত্রী সনে যুক্ত দশরথ রাজা ।
অনুক্ষণ নিরখিতে সুখীকৃত প্রজা ॥
ইতি কবি [illegible] রামায়ণ ।
আদিকাণ্ডে [illegible] ॥

ধর্ম্মশীল [illegible] শ্রেষ্ঠ মহীপতি ।
[illegible] মহামতি ।
নিজ কুলে বংশ হেতু তপস্যা তৎপর ।
তথাপি না জন্মিলেন অংশে বংশধর ॥
চিন্তাযুক্ত সতত হইলা মহীপতি ।
অকস্মাৎ উপস্থিত নৃপে এই মতি ॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ সর্ব্ব জন সংস্কার ।
অশ্বমেধ যজ্ঞ কেন না করি প্রচার ॥
যেথার্থ ঋত্বিক সব সুশিক্ষিত মতি ।
পূজিলেন সর্ব্ব দেবে ভাবিয়া ভূপতি ॥
এরূপেতে বিস্তারি যজ্ঞ [illegible] ।
আয়োজিলা [illegible] কহিয়া সহায় ॥
যজ্ঞমধ্যে [illegible] সুমন্ত্র মন্ত্রণায় ।
এই কথা [illegible] কহিলা তাহায় ॥
বশিষ্ঠ প্রভৃতি আর যত গুরুজন ।
শ্রীঅবধি [illegible] আর বিচক্ষণ ॥
নৃপ উক্ত এই উক্তি শুনিয়া সত্বর ।
সুমন্ত্র বলেন বাক্য শুন মহীশ্বর ॥
সমস্ত পুরাণ মধ্যে আছে ইহা জ্ঞাত ।
বলিয়াছিলেন পূর্ব্বে পদ্মযোনি সুত ॥
সনৎকুমারাদি [illegible] সন্নিধানে ।
ভবিষ্য তোমার পুত্র উৎপত্তি সম্বন্ধে ॥
বর্ত্তমান কশ্যপ সন্তান ঋষি হয় ।
মহাপ্রাজ্ঞ বিভাণ্ডক নাম মহোদয় ॥
হইবেন তাঁর পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি ।
বনমধ্যে রহিবেন তাপস প্রবাসী ॥
পিতা ভিন্ন অন্যকে না জানিবেন কভু ।
অবিচ্ছেদে ব্রহ্মচর্য্য সাধিবেন প্রভু ॥
লোকে শাস্ত্রে উভয় জ্ঞান হইবে তাঁহার ।
[illegible] নিরত সর্ব্বদাই ॥

ভগবান [illegible] বিপদের পারে।
রক্ষিবেন [illegible] রাজারে॥
সেইকালে লোমপাদ রাজা নৃপবর।
অঙ্গ দেশে প্রবল প্রতাপে মহেশ্বর॥
হইবেন সর্ব্বলোক মহা বলবান।
ব্যতিক্রম তাঁর পুত্র হইবে যখন॥
অনাবৃষ্টি হবে কাল হবে অকালে।
প্রজাগণে কোনরূপ শস্য প্রতিপালে॥
সেই অনাবৃষ্টি অত্যন্ত দেখিয়া।
পাইয়া অত্যন্ত পীড়া করিতে চিন্তিত॥
বহুশ্রুত বিপ্রগণে আনি যত্নেতে।
অনাবৃষ্টি প্রতিবিধি জিজ্ঞাসিল পরে॥
মন্ত্রণায় জানিলেন বহু বিপ্র যত।
বহুশ্রুত বটে ভূপ দেবেক বিশিষ্ট॥
সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞানী জানিয়া উপায়।
কি কর্ত্তব্য কর যাতে অনাবৃষ্টি যায়॥
আজ্ঞাদানে আজ্ঞা হয় করিব হে ভূপ।
দেশের মঙ্গল যাতে জিজ্ঞাসিলা ভূপ॥
বেদের বৃত্তান্ত জ্ঞানী যত বিপ্রবর্গ।
জানাইলা নৃপতিকে যাতে উপসর্গ॥
বিভাণ্ডক মুনিপুত্রে আনি নৃপবর।
যে উপায়ে আনিতে পারেন গুণধর॥
ঋষিপুত্রে কন্যাপুত্রে দিয়া সম্প্রদান।
শুভযোগে শান্তা সুতা করিয়া প্রদান॥
মুনিগণ মুখেতে শুনিলে চিন্তিত।
কি উপায়ে ঋষিপুত্রে করি উপস্থিত॥
আপনার অমাত্য আনিয়া বিচারণে।
কর্ত্তব্য জানাইলা নিজ মন্ত্রীগণে।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] করিয়া নিশ্চিত।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
চিন্তা করি [illegible]
আনাইব [illegible]
[illegible]
এই অলক্ষিতে বলিলা [illegible]
তাঁহাদের এই বাক্য শুনি নরপতি।
তৃতীয় দিবসে পরে কৃপা মহামতি॥
পূর্ব্বকার মন্ত্রিগণে জানিয়া অভ্যন্তর।
সুমন্ত্রণা নিশ্চিত করিলেন [illegible]
বারাঙ্গনা সুমন্ত্রা সুরূপা যতজন।
পাঠাইয়া আনাইতে ঋষিপুত্র ছলে॥
সেবাইয়া উপায়ে অনেক লোক তাহে।
পিতার নিকট হৈতে গেল কন্যাগণে।
বর্ষিলেন তবে মেঘ জল পুরে জল।
অনাবৃষ্টি নষ্ট হবে কহিবে সকল।
ঋষিপুত্রাগমনে উদ্যোগ হবে ভূমে।
সুবৃষ্টি সম্পদে সুখ লভিবে পরে।
সেই ঋষিপুত্র কন্যাগুণ বুঝি হয়ে।
কন্যাদান [illegible]

[illegible]

[illegible] কহিলা বিস্তার ॥

[illegible] মন্ত্রী অনুষ্ঠান,

[illegible] করিয়া বিস্তার ॥

[illegible] রামায়ণে শুনা আছি কাণ্ডে ।

[illegible] কীর্ত্তি অপূর্ব্ব কাণ্ড ॥

[illegible] উপাখ্যানে শুনি যেমন ।

[illegible] পর্ব্ব অনুক্রমণ ॥

[illegible]নী ॥

[illegible] সভা, কহিলেন মন্ত্রিবর,

[illegible] যে প্রকারে কহি ।

[illegible] অনুপায় নৃপবর,

[illegible] বিরুদ্ধ সমুদী ॥

[illegible] পাইবে, কহিলেন মন্ত্রিবরে

[illegible] বাক্য করিল প্রচার ।

[illegible] তায়, কামনীয় অনুপায়,

[illegible] চিন্তিয় চক্র কার ॥

ঋষ্যশৃঙ্গ, বনচর, তপোবনে নিরন্তর,

অধিমর বৃক্ষ করে জড় ।

রমণী সংসর্গ শূন্য, তাহে সদা বাহির্মুখ,

ইন্দ্রিয় সুখাদি ত্যাগ কত ॥

ইন্দ্রিয় কার্য্যে জ্ঞানী, তার অভিপ্রায়ে জানি,

মরচিত্ত হয়ে সদা যারা ।

তাহত্যুক্ত রত্নাকরে, কৌশলে কোন প্রকারে,

অবশ্য কুটিত আনে তায় ॥

মুনিজন ঋষি জ্ঞানী, দুইয়া কপটাচারী,

উপায় জানিছ কালগতি ।

যে জ্ঞানে বিষয় অর্থ, বিজ্ঞাত শব্দের অর্থ,

নির্দ্ধারণ প্রকাশ করে যতি ॥

এই ঋষ্যশৃঙ্গ বর, শাস্ত্র শুদ্ধ শুদ্ধ নর,

ছলে তাঁরে দেখাইয়া লোভ

যথা আসে সে উপায়, করিয়া আনিবে তায়,

কোন রূপে নাহি পায় ক্ষোভ ॥

মন্ত্রিবাক্যে মহীপাল, স্বীকৃত জানিয়া কাল,

অপায় জানিয়া দিশা সায় ।

বিচার করিয়া পরে, প্রতিবাক্য নৃপবরে,

মন্ত্রিগণ সাধিলা উপায় ॥

ফলযুক্ত বৃক্ষগণ, করি মূল উৎপাটন,

তরণী নির্ম্মাণ করে তায় ।

সুগন্ধ জলাদি যুক্ত, মনোজ্ঞের মনোগত,

স্থাপিলেক তাহা সে নৌকায় ॥

নানাবিধ সুগন্ধ যুক্ত, নানা জল উপবন,

সুস্বাদু সুখাদি ফলাদি ।

সুসজ্জিত নৌকোপরে, বারাঙ্গনা সঙ্গে করে,

যাত্রা করে যথা মুনিবর ॥

হারমুখা বেশ্যাগণে, ছাইয়া নির্জ্জন বনে,
নিকটে করিল অবস্থিতি।
মুনীন্দ্র আশ্রম যথা, বিশ্রাম করিয়া তথা,
মর্শ্মাকাঙ্ক্ষিণী যথা রীতি
বিভাণ্ডক মুনিত্রাসে, অশ্বত্থ তরুপাশে,
উদ্বেগ পূর্ব্বক আশ্রয়।
আশ্রম হইতে জ্ঞানী, বিভাণ্ডকসূত
অনুমানি বাগান [illegible]
একা দেখি ঋষিপুত্রে [illegible]
নিকটে করিল [illegible]
বহুবিধ ক্রীড়াবাদে, [illegible]
করে নানা ক্রীড়া বিহার।
কেহবা কন্দুক করে, [illegible]
কেহ কেহ মুখশ্রী গায়।
সুকৌতুক সুবচন, আত্র যাহে বহু মন,
কেহ নেত্র ভঙ্গিমায় চায়।
কেহবা বিহ্বলা মদে, আলিঙ্গ যবিরা ক্রুদে,
উঠে উঠে পুনশ্চ পতিতা।
নয়ন ভ্রুভঙ্গিমায়, মুনীন্দ্র চিত্ত ভুলায়,
কেহ পদ্মহস্ত সমন্বিতা॥
পুরুষের মহানন্দ, বুদ্ধি যায় যে প্রবন্ধ,
কুতসাধ্য করিছে প্রকাশ।
মধুর নূপুর রব, নিকটে সঞ্চারে সব,
শিক্ষকে জন্মায় উল্লাস।
গন্ধর্ব্ব নগর সমা, বনভূমি নিরুপমা,
গীত বাদ্যে উত্তমা অবনি।
শুভ্র শুভ্র সুবসন, আবৃত সকলে বন,
অঙ্গ বিভূষণে সুরঙ্গিণী।

পরস্পর [illegible] ছুটে [illegible]
[illegible] [illegible] তয়।
[illegible]
[illegible] মায়া [illegible]
[illegible] [illegible] সুরভিচন্দন [illegible]
কম্প [illegible] করে।
[illegible] মাধোয়র, কেশ করে বজ্জ্বর,
বনমালা অঙ্গে উপরে।
অপূর্ব্ব অদ্ভুত পূর্ব্ব, দর্শনে আঁখি [illegible],
বিষম্ভ মুনী [illegible] পরে।
নিরীক্ষণ করি [illegible], [illegible] [illegible]
অনুরাগে অতনু সঞ্চারে।
[illegible] চিত্রাঞ্চন, [illegible] বেশ [illegible],
মধুর [illegible] [illegible]।
আশ্রম হইতে মুনি, [illegible] সঙ্গীত [illegible]
নিকটেতে [illegible]
আকাশ অবধি মুনি, [illegible] না দেখি [illegible],
বামী [illegible] [illegible]।
সেই দেশ বাসী যত, [illegible]
গীত বাদে অনেকে বিস্মিত।
ঋষিপুত্র সেই স্থানে, বেশ্যাগণ নিকটেতে,
কৌতুকে মোহিত বিভ্রমে
পরম বিষয় যুক্ত, বিভাণ্ডকমুনি পুত্র,
গীত বাদ্য নাট্য বহুক্রমে।
বিমোহিত মুনি মন, নিরীক্ষণে বেশ্যাগণ,
মন্দ২ সুগন্ধীর প্রায়।
মধুর মধুর ভাষে, গান করে মৃদু হাসে,
আর্যা আবৃত চলে যায়।

[illegible] বিহ্বল মন [illegible] বেশ্যাগণ,
কহি [illegible]।
হে তুমি কাহার সুত [illegible],
আসিলে কানন [illegible]।
নির্জন কানন বন, [illegible]
কেমনে এখানে কর বাস।
জানিবারে ইচ্ছা হয়, সকলে বিনয়ে কয়,
কহ প্রভু যথার্থ [illegible]।
অপূর্ব্ব সুন্দরীগণে, [illegible]
[illegible]।
[illegible]
ভাবে মনে [illegible]।
[illegible]
[illegible]।
তাঁহার [illegible]
[illegible]।
আমার আশ্রম [illegible]
উপনীত তোমরা সকলে।
[illegible] কর শীঘ্র করি,
[illegible] কৌতুক।
[illegible] এই [illegible]
[illegible] খাদ্য মূল ফল।
[illegible]
[illegible]।
[illegible]
[illegible]।
[illegible]
[illegible]।

পরে তাঁরা মুনিধামে, বিশ্রাম করে আরামে,
সকলের সমাদর মন।
পাদ্য অর্ঘ্য সম্প্রদান, আসন করি প্রদান,
ফল মূল খাদ্য [illegible]।
করি পূজা সুগ্রহণ, কহি সর্ব্ব নারীগণ,
[illegible] হইল সকলে।
[illegible] অত্যন্ত উবিয়া হয়,
[illegible] চলে।
[illegible] বসিলে বলে,
[illegible]।
[illegible] আনমন,
[illegible]।
[illegible] ভগবান,
[illegible] মুনিবর।
[illegible] মুখ সেবা ও সকল,
[illegible] কর।
ঋষিবরে অনন্তর, কলাকার মনোহর,
অপূর্ব [illegible] করে দান।
এক করে উপলক্ষ, বিবিধ প্রকার ভক্ষ,
মধুস্বাদু মনোজ্ঞ বিধান।
তীর্থবারি বলে পান, এই বলি দিয়া দান,
ছলে কেহ করে আলিঙ্গন।
প্রমোদে বিহ্বলা হয়ে, সমুদায় বেশ্যাচয়ে,
করে গান ক্রীড়া আরম্ভণ।
ঋষিপুত্র করে ছল, কোন স্তন যুগল,
বারবার স্পর্শে হর্ষে [illegible]।
বদনের মধু গন্ধ, আঘ্রাণে করিতে অন্ধ,
[illegible]।

না জানেন মুনি সুত, ভাবিলেন বুঝি ফল,
উন্মাদক মোদক সুন্দর।
অস্থ ভক্ষ্য আস্বাদনে, আনন্দিত হন মনে,
ফলাকার দ্রব্য বহুতর॥
নহে আস্বাদিত পূর্ব্ব, অপার কহ অপূর্ব্ব,
সে সকল করিয়া ভক্ষণ।
সুমধুর মধু গন্ধি, হয়ে মুনি প্রীতমতি,
প্রবোধে প্রপূর্ণ তপোধন॥
সুকোমল নারী অঙ্গ, [illegible]
স্পর্শ করি হয়ে [illegible]
পুনঃস্পর্শে [illegible]
স্নিগ্ধ স্পর্শে [illegible]
মুনিপুত্রে করি স্পর্শ, [illegible]
অনন্তরে চলে [illegible]
স্বকীয় আশ্রম স্থানে, [illegible]
জানাইয়া নিকটে নিয়ত [illegible]॥
বেশ্যাগণ যত্নে পরে, আশ্রম যদ্যপি করে,
ঋষিপুত্র উদ্বিগ্ন নিতান্ত।
উন্মনা হইয়া ঋষি, ক্ষণে উঠি ক্ষণে বসি,
নিদ্রা নাহি হইল একান্ত॥
অনন্তরে নিকেতনে, বিভাণ্ডক তপোধন,
আইলেন তপস্যা বিরামে।
সুতে দেখি সমুৎসুক, ধ্যানযুক্ত বিকৌতুক,
জিজ্ঞাসেন স্নেহ পরিণামে।
কেন সুত ম্লান মুখ, দুশ্চিন্তা সাগরে ডুব,
পিতা দেখি না কর নর্ত্তন।
তপস্বি জনের নহে, এরূপ সন্তাপ কহে,
হইতে না পারে কদাচন॥

শীঘ্র কহ [illegible] কি অদ্ভুত,
[illegible] জানাও আমারে।
পিতাকে [illegible], প্রণাম করি তথা,
[illegible] উদ্বেগ হেতু পারে।
কহ পিতঃ অবধান, সাধু দৃষ্টি রূপবান,
দেখিলাম পরম সুন্দর।
[illegible] উরঃস্থলে, অদ্ভুত নীলবাসে,
ধরিয়াছে অতি শোভাকর।
এইরূপ বহুজন, অত্যাশ্চর্য্য তপোধন,
[illegible] সর্ব্ব অঙ্গে।
আমারে করিয়া স্পর্শ, হইয়া পরম হর্ষ,
সুমধুর সঙ্গীত সঞ্চরে।
[illegible] বিস্তার, মনোহর [illegible],
[illegible] অদ্ভুত আকারে।
[illegible], ভাবিলাম অপরূপ,
[illegible] আমারে।
মূর্ত্তিবান প্রকাশিছে, ভাবিয়া যদি [illegible]
করিলেন সম্যক প্রীত।
তপস্যা করিতে নাশ, রাক্ষস অথবা [illegible],
আসিয়াছে মুনি নরাকৃতি॥
বিলম্ব না কর তাতে, যদি জানা কিছু আছে,
এই স্থানে কহিয়া আকৃতি।
বিভাণ্ডক নিশাযোগে, [illegible],
চলিলা রজনী করি নাশ।
তাহার গমনান্তর, প্রকাশিলে [illegible],
অতঃপর মুনীন্দ্র কুমার।
বেশ্যাগণ সঙ্কেতিত, স্বকীয় স্থানে গত,
[illegible]

যথা সর্ব্বমনোহরা, [illegible] সুবেশ ধরা,
সুমধুরা [illegible] ।
বারাঙ্গনা গণ তথা, [illegible] যথা,
[illegible] মানে বিতা[illegible]
মুনি পুত্র নিরীক্ষণ, [illegible]
প্রফুল্ল [illegible]
মৃদুহাস্য পূর্ব্বক কয়, এই বাক্য [illegible]
এসো এসো পরম [illegible]
দেখিতে আশ্রম স্থান, সর্ব্বদা [illegible]
আমাদের পুরে [illegible] তুমি ।
পাইয়া কুসুমাঞ্জলি, দিয়া করে [illegible]
পূর্ব্ববৎ [illegible]
মনোহর [illegible]
[illegible] বিদায় [illegible]
সুখে লয়ে [illegible]
কৃত্তিবাস [illegible]

পয়ার ।

[illegible] আনিতে যেরূপে ।
[illegible] দেব করিলা বর্ষণ ॥
অনন্তর বিভাণ্ডক মুনি মহাব্রত ।
[illegible] আশ্রমে আগত পূর্ব্বমত ॥
বহু বন্যফল মূল লইয়া মহান ।
আনন্দেতে আশ্রমে প্রবেশি ভগবান ॥
জন শূন্য আশ্রম করিয়া নিরীক্ষণ ।
সন্তাপে [illegible] কাতর হইলা তখন ॥
পরিশ্রান্ত [illegible] তথাপি মুনিবর ।
না দেখিয়া পুত্রেরে চিন্তিত কাতর ॥
কোথা পুত্র কোথা পুত্র করি এই রব ।
নিরীক্ষণ করেন আশ্রম স্থান সব ॥
না দেখিয়া পুত্রে তথা কশ্যপ নন্দন ।
নিজাশ্রম হইতে করিয়া শিষ্য গণ ।
গমন করেন ঋষি আত্মজ সন্ধানে ।
[illegible] গ্রাম পর্যটি বহু স্থানে ॥
[illegible] গোকুলে গোকুলে ।
[illegible] অনুকূলে ॥
[illegible] হৃদে ।
[illegible] কহে ।
[illegible] দিবস ।
[illegible] কথা ॥
[illegible] কুশধর ।
[illegible] নিকর ॥
[illegible] নাম ।
[illegible] গোকুল গ্রাম ॥
[illegible] শুনি ঋষি গোপালক মুখে ।
[illegible] অতি মনোদুঃখে ॥
জানিয়া ভবিষ্য কথা বাধা গেল দূরে ।
প্রীতিযুক্ত মুনিবর চলিলেন পুরে ॥
পরম ধার্ম্মিকবর ঋষীন্দ্র নন্দন ।
আরোহণ করি তরী অপূর্ব্ব গঠন ॥
ঘন ঘন নাদে পূর্ণ করিয়া গগন ।
ঘোর বৃষ্টি সহিতে চলিলা মহাজন ॥
প্রবেশিতে রাজপুরী পরম সুশান্ত ।
মুনিবর শীঘ্রতর জানিয়া একান্ত ॥
বর্ষণ সহিত বিপ্র রাজপুরাগত ।
পাদোপান্ত করিয়া হইলা শিরোনত ॥

যজ্ঞ না করিয়া গৃহে [illegible] তাঁরা।
পুরোহিত অগ্রে করি ধরি মুনি [illegible]॥
মনুনাথ নরবরে [illegible] করিলেন।
শান্তিযুক্ত পুরজন সকল [illegible]॥
অত্যন্ত যতনে [illegible] ইচ্ছার [illegible]।
যোগ করে মুনিবরে ভোগ [illegible]॥
আপনি অবনিপতি [illegible]।
করিলেন [illegible]
[illegible] গোষ্ঠ [illegible]
সমর্পণ করিলেন [illegible]
শান্তমনে করিলেন [illegible]
কহিলেন [illegible]
মহাতেজা ঋষ্যশৃঙ্গ [illegible]
যথা নৃপ ভূপতির [illegible]
ঋষি প্রোক্ত রামায়ণ গাহে [illegible]
ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যান অমৃতের ভাণ্ড।
সংগ্রহ করিয়া তাহা যত সাধুবর্গ।
প্রীত হও ইতি হয় পরিগত সর্গ॥

আমার নিশ্চয় বাক্য করহ শ্রবণ।
সাবধান মনোযোগ অতি প্রয়োজন॥
পূর্ব্বে আমি শুনিয়াছি মুনিবর মুখে।
ঋষি মধ্যে ব্রহ্মসুত কহিলেন সুখে॥
যথা ক্রতু কহি শুন করিয়া বিচার।
হইবেন ইক্ষ্বাকু বংশেতে অবতার॥
জগতে যশস্বী রাজা দশরথ নাম।
বুদ্ধি সত্ত্ব পরাক্রম আদি গুণধাম॥

[illegible] সহিত।
[illegible] নিশ্চিত।
[illegible]
[illegible] নামে দুহিতা সুশান্তি।
[illegible] ভগ্নী বিলীন।
[illegible] অতি দীন।
[illegible] দশরথে ভূপতি প্রার্থনা।
[illegible] আমি আত্মার উপর।
[illegible] কর সখা যাতে বোঝ তুমি
[illegible] করিবেন পূজা মত তুমি।
[illegible] অনন্তর [illegible] কুলবর।
[illegible] শান্ততা।
[illegible] হইবেন ইক্ষ্বাকু ভূপতি।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
সেই [illegible]
ইহা ভিন্ন বৃষ্টি না দিবেন [illegible]
ঋষ্যশৃঙ্গ আশ্রমেতে প্রবুদ্ধিত হত।
সুবর্ণ বর্ষিবেন দেব [illegible]।
বিভাণ্ডক সুত ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিবর।
তার ভাগে হইবেন সুশান্ত ভর্ত্তার।
মুনির অযোধ্যার অবনি [illegible]।
যত [illegible] করিয়ে [illegible]
[illegible] করিবেন [illegible]
[illegible] সুরূপ [illegible]॥

যে ঋষি পুত্র [illegible] সুনয়নে।
করিবেন [illegible]
মুনি বলে [illegible]
পাইবেন [illegible]
হইবে প্রবল [illegible] পুত্র তুমি [illegible]
দশরথ নৃপতির [illegible]
[illegible]
ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত পুত্র [illegible]
এই কথা ভবিষ্যৎ কথা মুনি কহে।
কহিয়াছিলেন ঋষি সমক্ষে গোচর॥
সেই তুমি মহারাজ নৃপতি প্রধান।
ঋষ্যশৃঙ্গ আনিবারে [illegible]॥
[illegible] অঙ্গ সমীপে নৃপবর।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
এই কথা [illegible]
[illegible] নরপতি।
[illegible] জানিয়া তথায়।
[illegible] বসিল তখন॥
[illegible] প্রতি [illegible]
[illegible] সনে দেশাধীশ্বর।
[illegible] বচনে তুমি গমনে উদ্যোগ।
[illegible] সংযোগ॥
[illegible] পুরোহিত [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] শিরোমণি॥

ধন জনে [illegible] উত্তীর্ণ ব্রাহ্মণ।
অতিকে যৌবন রাজা লাগিবে বিশেষ॥
লোমপাদ [illegible] পুত্রে উপস্থিত।
[illegible] প্রতিষ্ঠে পূজিত॥
তোমার নৃপতি নিবাসে [illegible]।
[illegible] শীঘ্র [illegible]॥
[illegible] দিন দিন [illegible]।
[illegible] করিয়া [illegible]॥
[illegible] পাইয়া নৃপতি।
[illegible] আশ্রমে বসতি॥
[illegible]।
[illegible]।
[illegible] হইয়া সুস্থির।
[illegible] অন্তর্বেদী [illegible]॥
[illegible] শান্তাকে লইয়া যান আমি।
এই আজ্ঞা করিয়াছে যোগ্য পাত্র তুমি॥
প্রথমে জিজ্ঞাসা কর কন্যা জামাতায়।
স্বীকার করিয়া রাজা চলিলা ত্বরায়॥
ঋষিপুত্র [illegible] করি নিবেদন।
মম সখা দশরথ নৃপ এইজন॥
অপুত্র ছিলেন আমি ছিলাম যখন।
করিয়াছিলেন দান এই কন্যা ধন॥
পুত্রের আকুতি করি শান্তায় যাচিত।
প্রিয়তমা কন্যা রাজা দিলেন প্রার্থিত॥
সেই এই তোমার শ্বশুর মহীপাল।
যেরূপ আমি তোমার সম্পর্কে বিশাল॥
তোমার শরণাপন্ন সন্তান কারণ।
পুত্রার্থে যজ্ঞ নির্ব্বাহে যোগ্য তপোধন॥

[illegible]

শাস্ত্র মত করিয়া নৃপতি [illegible]।
চলিলেন [illegible] মহাভক্তি।
লোমপাদ [illegible] নৃপতি [illegible]
আসিলেন [illegible]
অনন্তর [illegible]
[illegible]
লোমপাদ [illegible]
[illegible]
[illegible]
আজ্ঞা [illegible]
নিজপুরে [illegible]
সমাচার [illegible]
[illegible] করিল [illegible]
পবিত্র করাতে [illegible]
নৃপতিকে অনুজ্ঞা [illegible]
পুরে গিয়া আজ্ঞা মত করে সর্বজন।
আদেশ করিল [illegible] যেমন যেমন।
অশেষ বিশেষ রূপে বর্ণিল তেমন।
পশ্চাতে [illegible] পতি অলঙ্কৃত পুরি।
অমাত্য [illegible] সহ [illegible] আদরে।
শঙ্খ ঘণ্টা নিনাদ [illegible] প্রভৃতি।
[illegible] করে [illegible]।
পরে [illegible] উল্লাস।
দেখিয়া নৃপতি [illegible] প্রকাশ।
উজ্জ্বল [illegible] অতি [illegible]।
তপস্বি তেজস্বি ঋষি [illegible] সহিত।

[illegible]

[illegible] নারী [illegible]
[illegible]
[illegible] ভুঞ্জে তবে।
[illegible]
[illegible]
[illegible] কন্যা।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] করিয়াছে [illegible]
[illegible]
[illegible] সহিত [illegible]
[illegible] করিয়া [illegible]
বীণার [illegible] বিদায় [illegible]
[illegible] আনিবারে [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] অনুসারে সর্বজন।
[illegible] করা আয়োজন॥
[illegible] আর সবে।
[illegible] অভাব না রবে॥
নির্ব্বাণে যেরূপে [illegible] অবিকল।
সেইরূপে সমাধান করিবে সকল॥
[illegible] করি অবিরল।
[illegible] বিহিত॥
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] হয় তাহ॥

[illegible] করিয়া [illegible]
তাহার [illegible] বিপু [illegible]
হব [illegible] [illegible] শব্দ [illegible]
ব্রহ্ম [illegible] আর অত [illegible]
যে যজ্ঞ [illegible] বিপ্র [illegible]
যজ্ঞ কর্তা [illegible]
[illegible]
[illegible] না [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
করিলেন [illegible]
[illegible]
করিয়া নির্বিঘ্ন [illegible]
এই কথা কহিয়া যমক বিজয় [illegible]
স্বর্গ গেলে করিলেন সকলে গমন।
[illegible] বিদায় করিয়া নৃপবর।
অন্তঃপুরে প্রবেশিলা প্রফুল্ল অন্তর।
ঋষি প্রোক্ত [illegible] সর্গ [illegible]
আদিকাণ্ডে [illegible] আরম্ভ কথায়।

ত্রিপদী।

পুনশ্চ [illegible], [illegible] পূর্ণ [illegible],
[illegible] করিয়া নিশ্চিত,
[illegible]
[illegible] পূজিয়া [illegible]
প্রণয় পূর্বক [illegible], কহিলেন [illegible]
[illegible] নিজ [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] যজ্ঞসেতু,
[illegible] সংযত।
[illegible] কহিল [illegible]
[illegible]
[illegible] পুজা [illegible]
[illegible]
[illegible] শর্মা [illegible]
[illegible]
[illegible] যুধিষ্ঠির
[illegible]
[illegible] গতি,
[illegible]
কর্ণের [illegible]
[illegible] নিজ [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
কহিলেন [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] নিয়োজন,
[illegible]
[illegible]
[illegible]
অনুষ্ঠান [illegible]
[illegible] কৌশল্যে।
সেই মত পরিজন, [illegible]
প্রবর্ত্তিয়া [illegible]
[illegible] যত, [illegible]
[illegible] হইয়া নির্ভয়।
[illegible], [illegible]
[illegible]
[illegible], [illegible]
[illegible]
সে আদি যতেক জন, [illegible] পূজন,
যেরূপ [illegible]
[illegible], [illegible]
[illegible]
[illegible] আদি, [illegible] পূজা করি,
যজ্ঞ কার্য্যে রাখ সব জন।
[illegible], [illegible] পুরস্কার,
যথাক্রমে করিবে পূজন॥
[illegible], [illegible],
[illegible] না হয়।
সেইরূপ সর্ব্বজন, করিবে সুশান্ত মন,
নৃপতি প্রতিষ্ঠা যাতে হয়॥
শুনে তাঁরা সর্ব্বজন, কহিলেন তপোধনে,
যথা উক্ত করিব সকল।

সেব যাহে পরিশ্রম, না হয় কর্ম্মে প্রকাশ,
সেইরূপ হইবে নির্ম্মাণ।
সুমন্ত্র মন্ত্রণাবরে, কহিলেন ততঃপরে,
উপদেশ মুনীন্দ্র বশিষ্ঠে।
যত দেশ নৃপগণ, কর সবে নিমন্ত্রণ,
অতি সর্ব্ব ধার্ম্মিক বিশিষ্টে।
[illegible], [illegible] বহু মনুষ্য,
[illegible] হিত।
[illegible], শীঘ্র আন সবাকারে,
[illegible] অধিক।
[illegible], বিক্রমে যিনি সুধীর,
[illegible] বেদে নিপুণ।
[illegible], আনাইয়া মতিমানে,
[illegible] করিবে আহ্বান।
[illegible] পূর্ব্ব সম্বন্ধ, [illegible] বাক্য প্রবন্ধ,
এই কথা জানিবে নিশ্চয়।
[illegible] নিরন্তর, কাশীনাথ নৃপবর,
[illegible]
[illegible] নৃপতিবরে, নিমন্ত্রণ দিয়া পরে,
[illegible] কুশলে অনন্তরে।
[illegible] নৃপবর, [illegible],
আর যাঁরা দেশদেশান্তরে॥
[illegible] যে যে জন, পৃথিবী ঈশ্বর হন,
[illegible] বান্ধব [illegible] গণে।
শীঘ্র আন [illegible], বিলম্ব না হয় পর,
পরে মন্ত্রী বশিষ্ঠ বচনে॥
পাঠাইলা নৃপবর, দ্বিজ দ্বিজ বহু নর,
নৃপগণ সবেরে আনিবারে।

আপনি ধর্ম্মাত্মা পরে, আনিবারে ঋষীশ্বরে,
প্রবৃত্ত হইলা ধর্ম্মাচারে ॥
তথন্তে আনীত যত, কর্ম্মযোগ্য অভিমত,
করিলা বশিষ্ঠে নিবেদন।
তিনিহ নাযোজেখে, ভূপতির অভিমতে,
সমাগত মহাজন গণ ॥
যজ্ঞ যোগ্য যত দ্রব্য, সুসজ্জিত ভব্য কব্য,
দেখ সব্ব সর্ব্ব [illegible]
পরে কর্ম্মকারি গণে, [illegible]
[illegible] বশিষ্ঠ [illegible]
কহিলেন তপোধন, [illegible]
যজ্ঞেতে [illegible]
না দিবে অশ্রদ্ধা দান, যতনে [illegible],
তবে হবে সুখ্যাতি প্রকাশ ॥
অবজ্ঞায় দান দিলে, নিজেহৃত বক্ষে দিলে,
কুপ্ত দোষে দাতা হন দোষী।
ইতোমধ্যে নিমন্ত্রিত, যত নৃপ প্রতিষ্ঠিত,
সকলে হইয়া পরিতোষী ॥
এক অশ্বের তেজনাসে, সবে নানারত্ন আনে,
মহীপালে তোষার কারণ।
নিরীক্ষণ করি পরে, কহিছেন নৃপবরে,
সত্বরে বশিষ্ঠ তপোধন ॥
শুন নৃপ মহাশয়, সমাগত অযোধ্যায়,
তব নিমন্ত্রণে নৃপগণ।
সকলের যোগ্য ভাগ, করিয়াছি মহাভাগ,
সাধিতে তোমার প্রয়োজন ॥
ক্রমাগতে আগমন, করিলে নৃপতি গণ,
কহিলা সুমন্ত্র মন্ত্রিবর।

[illegible]
[illegible] অনুসারে,
[illegible] ক্রম।
[illegible] জগতী পতি,
[illegible] সংযোজনে ॥
[illegible] আদি, [illegible] বেদবাদী,
[illegible]
অবশেষে অগ্রে করি, যজ্ঞ [illegible],
যজ্ঞস্থলে নির্ম্মল আশয়ে ॥
ঋষ্যশৃঙ্গ যথাবিধি, অনুসারে প্রজা নিধি,
হইলে কহেন কর্ম্ম পরে।
[illegible] আদিকাণ্ডে যজ্ঞস্থানে,
[illegible] ॥

[illegible]

পয়ার।

হইলে তুরঙ্গ প্রাপ্ত পুরোহিত গণ।
যজ্ঞভূমি প্রদক্ষিণ করিলা তখন ॥
সরযূ নিম্নগা ক্রোড়ে উত্তরাংশে স্থিত।
ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি যাজ্ঞিক গণ যত ॥
যজ্ঞ ভূমি কল্পনা করেন কুতূহলে।
নির্ম্মাণ নির্ম্মল স্থান রম্য স্থলে স্থলে ॥
অশ্বমেধ মহাযজ্ঞে অযোধ্যাপতির।
দেশ দৃষ্টে বিধান করেন সর্ব্ব ধীর ॥
কল্প সূত্র বিধানে করিলা আদি ক্রম।
প্রায়শ্চিত্ত বিধান করেন মহোত্তম ॥
যথাকালে কত কত সবন সমাপি।

[illegible] প্রাপ্তি ।
[illegible] ।
[illegible] ॥
[illegible]
[illegible] ॥
[illegible] ।
[illegible] আর কিবা [illegible] ।
নানা দেশ বিদেশ নিবাসি দ্বিজগণ ।
অনায়াসে স্বর্গে যজ্ঞে আইলা পূজন ॥
কোটি কোটি ব্রাহ্মণ অভ্যাগত বিপ্রগণ ।
তন্মধ্যে বিদ্যাবিশিষ্ট যাহে কোন জন ॥
অগ্নিহোত্রী সম্প্রদায় [illegible] ।
পণ্ডিত [illegible] কেহ নাহে [illegible] ॥
[illegible]
[illegible] ॥
ভক্ষ্য [illegible] ।
অন্নের [illegible] পূর্ণ [illegible] ॥
[illegible] সুন্দর আকারে ।
প্রতিদিন আহারেতে প্রীত দ্বিজগণে ॥
[illegible] অন্নের অগ্র রহিয়াছে বিকল ।
তাহাতে আপ্যুত কেহ না যায় নিষ্ফল ॥
[illegible] তুষ্ট তারা যে রূপ মনন ।
অনায়াস লক্ষ জনে প্রীত সর্ব্বজন ॥
তৃপ্তিযুক্ত যজ্ঞদিনে সমস্ত ব্রাহ্মণ ।
[illegible] কোভিত দৃষ্ট নহে একজন ॥
অধিক সহিষ্ণু কিবা প্রমত্ত কি মত্ত ।
নরমধ্যে মলীন ক্ষুধায় যথ অভিভূত ॥
কেনেক অনাথ আর সনাথ লোকেতে ।
মানবের অনুপান পায় যজ্ঞস্থলে ॥
তপস্বি তাবত ক্ষুধায় যাবত আশ্রমে ।
অনাথ সনাথ সর্ব্বে বাল বৃদ্ধ ক্রমে ॥
ক্ষুধিত দুঃখীন যত যজ্ঞ স্থল বাসী ।
অতৃপ্ত না ছিল কেহ নৃপালয়ে আসি ॥
দেখি দেখি ভুঞ্জ ভুঞ্জ পুঞ্জ পুঞ্জ রব ।
বেদ আর অপর সংগীত শব্দ সব ॥
[illegible] অন্নপূর্ণ অন্নের পর্ব্বত ।
[illegible] ব্যঞ্জনের [illegible] শত শত ॥
[illegible] অন্ন ।
[illegible] যজ্ঞ ॥
[illegible] নহে ।
[illegible] উপায় ॥
অভ্যাগত যত জন অলঙ্কৃত তথা ।
নৃপতির নিকটে স্বকৃতজ্ঞ হয় ॥
প্রণতি পূর্ব্বকে প্রতিদিন দান প্রায় ।
দক্ষিণেষ্টা পরিতোষে দ্বিজসমুদায় ॥
সেই কর্ম্ম মধ্যে তথা হয় হেতুবাদ ।
সংকথক সকলেতে করিছে বিসম্বাদ ॥
ঋষ্যশৃঙ্গ আদি যত ঋষি মন্ত্রধান ।
করিলেন দীক্ষা শাস্ত্রে ইন্দ্রাদি আহ্বান ।
উত্তম বিশুদ্ধ গণে শিক্ষ মন্ত্রধারী ।
আবাহনে বর্ষণ করিল হব্যধারা ॥
করিলেন প্রতিদিন যজ্ঞাংশ কল্পন
যজ্ঞ কর্ম্মে সুদক্ষ যাবত দ্বিজগণ ॥
যথা শাস্ত্র সর্ব্ব কর্ম্ম করেন সাধন ।
যেরূপ যেরূপ আছে শাস্ত্রীয় লিখন ॥
ষড়ঙ্গ বেদজ্ঞ ভিন্ন না ছিলা ব্রাহ্মণ ।

নিবিষ্ট মানস কার্য্যে বহুশ্রুত গণ ॥
সূত্র কল্পে অকুশল নাহি ছিলা তথা ।
বাক্য বিশারদ ভিন্ন সভ্যে নাহি যথা ॥
উক্তত্তর যজ্ঞ যূপ আছে তাহে সয় ।
বিল্ব বিনির্ম্মিত খটক খদিরের ছয় ॥
সে[illegible] ন্ত পলাশ সম্ভব অন্য ছয় ।
উডুম্বর নির্ম্মিত প্রভেদ আছে রয় ॥
কল্পিত নিহিত আর তথা সুশোভিত [illegible]
শ্লেষ্মাতক কৃত এক দেবদারু [illegible]
[illegible] উক্ত [illegible]
নির্ম্মিত [illegible]
বেদজ্ঞেরা করিলেন [illegible]
শিল্প [illegible]
অষ্ট পরিমিত কোণ [illegible] ।
শুক্লবর্ণ সমন্বিত সর্ব্ব শোভাময় ॥
শিল্পকার কল্পিত তাহার আচ্ছাদন ।
যথারূপ সাজে চিত্র বিচিত্র বসন ॥
যজ্ঞ কর্ম্ম নিপুণ ব্রাহ্মণ গণ যত ।
সর্ব্ব যূপোপরি উক্ত নানা অলঙ্কৃত ॥
একবিংশ সংখ্যা হয় কল্প বৃক্ষ প্রায় ।
শক্ত যূপময় যজ্ঞস্থল শোভা পায় ॥
যজ্ঞ কর্ম্ম যাবতীয় ব্রাহ্মণ সকলে ।
নির্ম্মাণ করিলা বেদী বিচিত্র কৌশলে ॥
সুবর্ণের সুপর্ণ রচিলা [illegible] ।
অশ্ব পশু কৃত্রিম করিলা সেই স্থানে ॥
প্রোক্ষণ করেন শাস্ত্র পাঠে দ্বিজগণ ।
উদ্দেশ করিয়া যথা উক্ত দেবগণ ॥
জলচর স্থলচর অন্তরীক্ষ চর ।

বনচর [illegible] ॥
নানা [illegible] ।
করিলেন [illegible] জ্ঞানী জন
বহুবিধ [illegible]
[illegible] সম্ভব ।
অশ্ব [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] এইরূপে রাখি [illegible]
[illegible] প্রোক্ষণ ।
দিলেন দেবতা তথায় ত্রিকণ ।
কৌশল্যা কুশল [illegible] রাজী [illegible]
[illegible] করিলেন [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
পুত্রকামা হইয়া কৌশল্যা [illegible]
অশ্ব সন্নিধানে [illegible]
অশ্ব ত্রিজগত [illegible]
আশীর্ব্বাদ করিলেন সর্ব্ব অধিকারী
যজ্ঞে প্রবেশিয়া [illegible] আকর্ষণ ।
দেবতাদি স্বর মন্ত্র করি উচ্চারণ ॥
করিলেন [illegible] হোতৃগণে ।
পুরোহিত মুখে মন্ত্র সকলে শ্রবণে ।
যজ্ঞধন আঘ্রাণ লইয়া মহীপতি ।
মহারাণী কল্যাণী [illegible]
সন্তান কামনা করি [illegible]

[illegible] যত ॥
কল্পিত [illegible] খা ।
আহুতি দিলেন [illegible] কথা ॥
[illegible] ভাগ [illegible]
[illegible]
ঋত্বিকেরে দিলা [illegible]
পূর্ব্ব দিক হোতারে [illegible]
অধ্বর্য্যে পশ্চিম দিক দিলা নরপতি ।
উদ্গাতায় উদীচি দক্ষিণা যথাবিধি ॥
অশ্বমেধে দক্ষিণায় পূর্ব্বে প্রজাপতি ।
করিয়াছিলেন দান সর্ব্ব বসুমতী ॥
সেই রীতি ক্রমে দান দিলা মহীপাল ।
[illegible] রাজা হইয়া [illegible] ॥
[illegible] যত ।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] দিলা ।
[illegible] সম্ভাষিলা ॥
অন্যপক্ষে সেই রূপ রাখিলা সম্মান ।
দ্বিজগণ পাইয়া দক্ষিণা বহু দান ॥
প্রীতমন সর্ব্বজন আহূত যাজক ।
ঋষি তপস্ব্যাদি যে যে পরম পারক
বিপ্রগণে নৃপতিকে কহিলেন পরে ।
নৃপতি প্রার্থনা কর ইচ্ছামত বরে ॥
সন্তুষ্ট হইয়া মনে দ্বিজগণ প্রতি ।
কৃতাঞ্জলি কহিলেন অযোধ্যাধিপতি ॥
ইচ্ছা করি পুত্র চারি বিখ্যাত বিক্রম ।
উদার চরিত্র মহী মধ্যে সর্ব্বোত্তম ॥
তথাস্তু বলিলা যত ব্রহ্মবাদি গণ ।
অচিরে অভীষ্টলাভ হইবে রাজন্ ॥
ঋষিকৃত রামায়ণে আদিকাণ্ড কথা ।
ত্রয়োদশ সর্গে যজ্ঞ কর্ম্ম উক্ত যথা ॥

ত্রিপদী ॥

[illegible] অন্তঃপুরে, কহিলেন নরবরে,
[illegible] পাইয়া সন্তোষ ।
[illegible] সন্তান পুষ্টি, করিব অপর ইষ্টি,
পুত্রেষ্টি করিলে যাবে দোষ ॥
[illegible] কাম্য সিদ্ধি, হেতুভূত মহাঋষি,
আকাঙ্ক্ষায় বিভাণ্ড নন্দন ।
আরম্ভ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ, করিলেন মহাবিজ্ঞ,
করি নৃপহিত অন্বেষণ ॥
বিধি দৃষ্ট কর্ম্ম কলে, মুনীন্দ্র মানস বলে,
জ্বলন্ত অনলে দিলা হব্য ।
সেই যজ্ঞে দেবগণ, গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ চারণ,
মুনিগণ মহাভাগ সভ্য ॥
স্ব স্ব ভাগ প্রতিগ্রহে, সকলে নরেন্দ্র গৃহে,
পূর্ব্বে আসি ছিলা উপস্থিত ।
ইন্দ্র চন্দ্র মহেশ্বর, পিতামহ পীতাম্বর,
লোক পাল সমস্ত সহিত ॥
যত দেবী মাতৃগণ, যজ্ঞে আসি সর্ব্বজন,
দেবগণ করিলা গমন ।
দেবরাজ সেই স্থলে, মরুদ্গণ সহ বলে,
[illegible] কারণ ॥

অশ্বমেধ যজ্ঞ ইষ্টি, মহাত্মা নৃপতি সৃষ্টি,
তাহে ভাগ অন্য সুরগণে।
যে যে তথা উপস্থিত, বাঞ্ছিত নৃপতি হিত,
মুনীন্দ্র কহেন সর্ব্ব জনে॥
এই রাজা দশরথ, তপস্যায় দৈব পথ,
প্রবিষ্ট পুত্রার্থী নরবর।
অশ্বমেধ যজ্ঞে রাজা, করিলা সকলে পূজা,
শ্রদ্ধাযুক্ত যুক্ত কলেবর॥
পুনর্ব্বার পুত্রকামে, নৃপতি অযোধ্যাধামে,
অন্য ইষ্টি করিতে উদ্যত।
পুত্রকামি নৃপবরে, এই হেতু সর্ব্বসুরে,
আশীর্ব্বাদ কর অনুগত॥
প্রভু ভূমি স্বামী, ইঁহার নিমিত্ত থাকি,
করপুটে প্রার্থক সতত।
তোমাদের সন্নিকটে, সরযূ তটিনীতটে,
ইষ্টি মধ্যে যে যে সমাগত॥
দশরথ নৃপতির, চারি পুত্র মহাবীর,
ত্রিলোক বিখ্যাত যথা হন।
সেইরূপ ঋষি বাক্য, শ্রবণে সকলে ঐক্য,
তথাস্তু কহিলা দেবগণ॥
একে রাজা মান্যবর, তাহাতে পূজনপর,
পাইবেন যথাভীষ্ট ফল।
অশ্বমেধ যজ্ঞবর, এই কথা বলি পর,
অন্তর্দ্ধান দেবতা সকল॥
সেই বিধি যুক্ত কার্য্য, নৃপতির কৃত সাধ্য,
মহর্ষি কর্ত্তৃক ক্রিয়মাণ।
মুনি বাক্য ঐক্যমতে, সুরগণ অভিমতে,
সপ্রশ্রয় তাহে সমাধান॥

ইন্দ্রাদি অমরগণে, উপস্থিত সন্নিধানে,
ব্রহ্মা প্রতি কহিলেন বাণী।
কৃতাঞ্জলি যুক্ত কর, যথা শঙ্কা সত্বর,
কহে বিধাতা মহা জ্ঞানী।
তোমার আদিষ্ট বর, প্রাপ্তি হেতু সুরেশ্বর,
রাক্ষসেন্দ্র নাম দশানন।
অবধ্য বাধ্য দেবগণ, ব্রহ্ম ঋষি তপোধন,
সকলের করিছে শাসন।
তুমি হয়ে মহাপ্রীত, দিলে বর মনোনীত,
ভয়ানক নিকষানন্দনে।
দেবতা দানবগণ, যে যে ভূত যক্ষ পক্ষ,
তার হন্তা নহে কোন জনে।
অতএব একারণে, কহিয়া তোমার বরে,
সেই বাক্যে করে মান্যমান।
উৎপাত অধিক যত, সহ্য করি শত শত,
সহজে হইয়া ক্ষিয়মাণ॥
রাক্ষসাধিপতি সদা, দর্পে গর্ব্বী সদা বাধা,
করিতেছে ত্রিলোক উর্দ্ধন।
সতত তাহার বাধ্য, সর্ব্বলোক সাধ্যাসাধ্য,
ত্রিভুবনে হইল দুর্জ্জয়।
বাধা করে দেবাসুরে, মহর্ষি বর্গ কিন্নরে,
নর দেব ঋষিবর্গে পায়।
অন্যায়ে পীড়ন করে, বর দর্পে নিশাচরে,
ত্রিভুবন জনে দেয় তাপ॥
রাবণের ভয়ে শান্ত, সদাকাল দিবাকান্ত,
পবন গমন হীন তথা।
না জ্বলে অনল ভয়ে, দৃষ্টি করে পাশাপায়ে,
বাস করে সশঙ্ক যথা॥

দর্পনে মনুষ্য [illegible] অধিবাস,
[illegible]
করিয়া কুবের [illegible] লঙ্কা,
[illegible]
অতএব ভগবান, আমাদিগে পরিত্রাণ,
কর প্রভু কমললোচন।
রাবণ লোকে দারুণ, তাহা হৈতে দেবগণ,
যে রূপে উত্তীর্ণ হব সব॥
কর প্রভু কৃপা দৃষ্টি, ভাবিয়ে উপায় সৃষ্টি,
আমরা কিঙ্করগণে তুমি।
অনন্য মনস্ক উক্তি, এতমাত্র পথা যুক্তি,
করুণা করিয়া কৃপা ভূমি॥
কহিলেন এই কথা, রাক্ষস বিনাশ যথা,
দূর আর কষ্ট এই চিত।
সেই হেতু ঋষিগণ, দেবতা গন্ধর্ব জন,
যক্ষ রক্ষ ভুজঙ্গ অবিহিত॥
মহাত্মা শঙ্করে জ্ঞান, [illegible] ভগবান,
এই স্তব করিল প্রার্থন।
ভুজঙ্গ লইয়া আর, [illegible] পরে দায়,
[illegible]॥
বহু কালে অবিনাশ, ছিল তার অপ্রকাশ,
কেন না থাকিল মহাসুরে।
অবজ্ঞা করিয়া রক্ষ, লঙ্ঘিল অন্তর্পক্ষ,
নর হৈতে মরণ অসুরে॥
অতএব মানব কায়, উত্তীর্ণ হইবা সুরে,
এই বাক্য ব্রহ্মার বদনে।
এতমাত্র দেবগণ, ইন্দ্র আদি সর্বজন,
[illegible] কহিলেন মনে॥

ইতো মধ্যে নারায়ণ, স্বয়ং বিষ্ণু সনাতন,
ভগবান আসি উপনীত।
ব্রহ্মার সমক্ষ যান, জিজ্ঞাসিত ভগবান,
অন্তর্যামী জানিয়া বিহিত॥
রাবণের বধ হেতু, পদ্মযোনি জ্ঞান সেতু,
এই বাক্য কহিলা পশ্চাতে।
সুরগণ সহযোগে, বিষ্ণু প্রতি মনোযোগ,
রাবণ বিনাশ হয় যাতে॥
তুমি দেব এক হরি, মধু হন্তা নরহরি,
লোক পীড়া নাশক ভুবনে।
জানিয়া নিশ্চয় রীতি, প্রার্থনায় জগৎপতি,
রক্ষিতা হইল সর্বজনে॥
ব্রহ্মাদির বাক্য শুনি, কহেন পরম গুণী,
কি করিব কহ এই বাণী।
বিষ্ণু উক্তি পরে উক্ত, প্রার্থনায় উপযুক্ত,
পালন করিলা পদ্মযোনি॥
অযোধ্যায় দশরথ, রাজা [illegible] নাম,
মহাতপ করিলা নৃপতি।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করি, এবে দক্ষিণা হরি,
অপুত্রক পুত্র কামে নতি।
ধর্মশীল গুণবান, সত্যবাদী বুদ্ধিমান,
ব্রতনিষ্ঠ প্রবিষ্ট সৎপথ।
আমাদের বাক্য ধরি, পুত্রত্ব স্বীকার করি
পূর্ণ কর নৃপ মনোরথ॥
ভার্যাত্রয় নৃপতির, রমোপমা জানি স্থির
অংশরূপে তুমি জনার্দন।
গর্ভে কর আবির্ভাব, নৃপতির পুত্রভাব,
চতুরংশে হয়ে বিভজন॥

ভক্তাধীন ভগবান, অমর কথিতাখ্যান,
শ্রবণ করিয়া নারায়ণ।
কহিলেন দেবগণে, স্বয়ং ব্রহ্ম সনাতনে,
অর্থ যুক্ত মধুর বচন।
বল কি মানস কথা, অবতীর্ণ হয়ে তথা,
কি কর্ত্তব্য কহ সর্ব্ব সুরে।
কি আছে সাধিব কর্ম্ম, কে করে কর্ম্ম অধর্ম্ম,
কার ভয়ে ভীত সুরপুরে॥
বিষ্ণু বাক্য [illegible], অমর কহিল [illegible],
এই বাক্য শুন হে সুধাম।
রাবণ নামে দুর্জ্জয়, রাক্ষস হইতে ভয়,
আমাদের নিবেদি চরণে॥
নর কলেবর যুত, দশরথ রাজসুত,
হইয়া উদ্ধার কর হরি।
দেব মধ্যে অন্য জন, শক্ত নহে নারায়ণ,
তোমা ভিন্ন নাশন অরি॥
দীর্ঘ কাল তপস্যায়, তুষ্ট করি বর পায়,
ব্রহ্মার নিকটে নরান্তক।
নির্ভয় সে সর্ব্ব ভূতে, শঙ্কা নাই যমদূতে,
নরমাত্র তার হন্তারক॥
বলেছেন প্রজাপতি, এই বর মূঢ়মতি,
প্রাপ্ত হয় রাক্ষসাধিপতি।
সেই হেতু তার নাশে, এ উপায়ে অবকাশে,
নর করে হবে অধোগতি॥
অতএব দণ্ড ধরে, নাশিতে না পারে পরে,
বিনা নরে দুরন্ত [illegible]।
অবতীর্ণ নর দেহে, হইয়া অমর স্নেহে,
নষ্ট কর নিশাচর কায়।

সেই দুষ্ট দশানন, দেবর্ষি গন্ধর্ব্বগণ,
তপস্বী দ্বিজ তথা সবে।
পীড়াবহ হয়েছে, [illegible] ভুজঙ্গ,
ত্রিভুবনে সে পীড়িত করে।
সপ্ত ঋষি মহাগুরু, তাঁহার [illegible],
[illegible] বিধা [illegible]।
বরদানে মৃত্যু হীন, হয়েছে অতি কঠিন,
লোকের বঞ্চক অতি দোষী॥
ভুবনে নৃপতি যত, সাধারণে বীর্য্যহত,
[illegible]।
অন্যায় দুরাচার, [illegible] নিরন্তর,
[illegible] সর্ব্ব [illegible]॥
দশ দিকে পলায়িত, অশক্ত সকলে স্থিত,
ঋষিগণ কম্পিত অন্তর।
প্রদীপ্ত হইয়া দুষ্ট, ত্রিভুবনে দিয়া কষ্ট,
ক্রীড়া করে রাক্ষস ঈশ্বর॥
এই হেতু নারায়ণ, রাবণের বিনাশন,
সংকল্পেতে হইল নিশ্চয়।
প্রকারে সবকার্য্যে, অবজ্ঞা করিয়া পূর্ব্বে,
হবে সর্ব্ব নাশ সুনিশ্চয়॥
দশানন মহোবল, রাবণ লোক পালনে,
উগ্রতেজা অতি বলবান।
প্রবল দাপিত হই, দেবতা [illegible],
তপস্বিকণ্টক [illegible]।
মনুষ্য শরীর ধরি, সংহার করিতে অরি,
তুমি হও যোগ্য ভগবান।
আদিকাণ্ড সায়াহ্নে, রাবণ [illegible],
চতুর্দশ সর্গ সমাপন।

পয়ার।

ব্রহ্মবাক্য শ্রবণে সন্তুষ্ট নারায়ণ।
বিষ্ণু লোকপিতামহ দেবের বচন॥
দশরথ নৃপতিকে পিতৃভাব করি।
দেব বাক্যে অঙ্গীকার করিলেন হরি॥
সেই দশরথ রাজা অন্য পুত্র আশে।
অশ্বমেধে পূজিলেন দেবে অনায়াসে॥
পুত্রেষ্টি শত্রু মর্দ্দন অযোধ্যাধিপতি।
যজ্ঞে দেব হুতাশনে অতি শুদ্ধ মতি॥
অনল প্রতিম রূপে মহা দীপ্তিমান।
জন্মিলা অদ্ভুত প্রাণী অতি তেজস্বান॥
কৃষ্ণচর্ম্ম পরিধান কৃষ্ণকলেবর।
হরিশ্মশ্রু আস্য কেশ দেব জটা ধর॥
আরক্তিম পদ্মোপম সুন্দর নয়ন।
ঘনতুল্য ধ্বনিমান গম্ভীর নিঃস্বন॥
সুলক্ষণে লক্ষিত উৎকৃষ্ট আভরণ।
তাহাতে ভূষিত অঙ্গ পরম শোভন॥
শৈলশৃঙ্গ সম উচ্চ সিংহোদর ধর।
জ্বলন্ত উজ্জ্বল তেজ দীপ্ত দিবাকর॥
অগ্নির অর্চ্চি শিখা দেহ মনোরম।
করস্থ কাঞ্চন পাত্র দর্শনে উত্তম॥
বাহুদ্বয়ে ধারণ করিয়া পূর্ণপাত্র।
পায়সে সম্পূর্ণ মহাপ্রীতি দৃষ্টি মাত্র॥
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিপ্রতি কহিলা বচন।
প্রজাপতি রূপে মম জান তপোধন॥
আজ্ঞাগত রূপে আমি অদ্ভুত উৎপন্ন।
ধর দ্বিজবর এই পাত্র দিতেছি অন্ন॥
মম দত্ত পাত্র নিয়া নৃপে কর দান।
করিয়াছি নৃপ হেতু পায়স বিধান॥
পত্নীর পায়স পান অন্তে অনন্তর।
নৃপতির পত্নীদিগে দেও মুনিবর॥
বুদ্ধিমান ঋষ্যশৃঙ্গ মুনীন্দ্র সত্তম।
প্রজাপতি প্রতি বাক্য কহিলা উত্তম॥
আপনি অদ্ভুত পাত্র নিয়া ভগবান।
প্রসন্ন বদনে কর নৃপতিকে দান॥
ঋষ্যশৃঙ্গ বচন শ্রবণে পিতামহ।
হইলেন মহামূর্ত্তি প্রজাপতি দেহ॥
পরম সুধাত্র পাত্রে করি সম্বোধন।
সুপ্রীতি তোমাতে আমি ইক্ষ্বাকু নন্দন।
সুধার তুলনা এই পাত্র মনোহর।
অন্ন সহ সংগ্রহণ কর নৃপবর॥
গ্রহণ করিয়া রাজা অদ্ভুত ভাজন।
প্রণমিয়া কহিলেন মধুর বচন॥
কি করিব অতঃপর বল ভগবান।
শুনিয়া কহিলা প্রজাপতি মূর্ত্তিমান॥
শ্রবণ কর হে নরপতি মতিমান।
তব যজ্ঞে এই দ্রব্য হইল উত্থান॥
দেখ এই পায়স পরমামৃত ময়।
প্রজাগণ বৃদ্ধিকর জানিবে নিশ্চয়॥
ধর্ম্ম অর্থ পরমায়ু আরোগ্য বর্দ্ধন।
ভক্তিভাবে কর রাজা ইহাকে গ্রহণ॥
কর গিয়া রাজ্ঞীগণে এই পাত্র দান।
ইহাতে অতুল প্রীতি পাবে মতিমান
যজ্ঞবিত্ত জনাধিপ মহাযজ্ঞোদয়।
ইহা শুনি নরনাথ কহিলা উত্তম॥
আত্ম হিত বাক্য নৃপ কহেন অদ্ভুতে

পরে অগ্নি সমুদ্ভূত অঙ্গীরাখ্য মূর্ত্তে ॥
অনল উঠিল চরু করিয়া প্রদান ।
নরেন্দ্রে সমর্পণ পোষে হল অন্তর্দ্ধান ॥
দেব দত্ত চরু প্রাপ্তে প্রীত নরেশ্বর ।
নির্ধন হইলে যথা ধনে ধনেশ্বর ॥
অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া নরপতি ।
বড়রাণী [illegible] কৌশল্যার প্রতি ॥
পুত্রার্থ পায়স কর সত্বর ভোজন ।
এই বলি [illegible] দিলা [illegible] ॥
[illegible] [illegible] ।
[illegible] কৌশল্যা [illegible] ॥
[illegible] ।
কৌশল্যারে দিলা অর্দ্ধ [illegible] ॥
[illegible] করিয়া দিলা কৈকেয়ীকে দিলা ।
সুমিত্রা [illegible] ॥
[illegible] ।
[illegible] সমর্পণ ॥
[illegible] ।
[illegible] ॥
[illegible] ।
গর্ভ প্রাপ্ত করিলেন জন্মিবে সন্তান ॥
তদপরে [illegible] ।
হইল সম্পূর্ণ গর্ভ যথা মনোরথে ॥
সন্তুষ্ট নৃপতি হৃষ্ট অমাত্য সজ্জন ।
যথা যোগি [illegible] নিরীক্ষণ ॥
কৃত্তিবাস রামায়ণে পণ্ডিত বিরচিত ।
আদিকাণ্ডে সমাপন পঞ্চদশ সর্গ ॥

ত্রিপদী।

অশ্বমেধ মহোৎসব, যজ্ঞ [illegible] পর,
[illegible] ।
ঋতিক যথা বহিঃ, [illegible],
[illegible] ॥
[illegible],
[illegible] ।
[illegible], [illegible],
[illegible] প্রবেশ ॥
দশরথ [illegible] হইয়া [illegible],
[illegible] করেন প্রণাম ।
নৃপতি [illegible] ॥
[illegible] ।
[illegible] ॥
[illegible] ।
প্রীত [illegible] ।
[illegible] ॥
[illegible] নিরীক্ষণ, [illegible] রাজা [illegible],
[illegible] ।
[illegible] ।
[illegible] ॥
[illegible] ।
[illegible] ॥
রাজ্য [illegible],
এই কথা জানিবে সুধীর ॥
[illegible] ।
সেইরূপ নৃপতির [illegible] ॥

[illegible] শুভক্ষণ [illegible] শান্তিমা প্রাঙ্গণে,
দিলা হবি [illegible]
হবিষ্যের উৎকৃষ্ট ধন, আগত ধর্ম্ম সাধন,
প্রকাশ করিয়া ক্ষীর চরে।
হাতেতে লইলেন, স্বধর্ম্ম দেখাতে,
স্বধর্ম্ম প্রকাশে দশা হবে॥
এইরূপে নৃপবর, আদেশ করিলে পর,
শ্রবণ করিয়া ভূপগণ।
পাকশাল সন্নিধান, প্রধান কণ স্থাপন,
করি দেখ দেখাহলে গগন॥
দীপ্তির নিকুঞ্জ হত, পাত্রীগণ সমন্বিত,
চন্দনেতে করি সমাপন।
রহিত নরপতি, প্রভাবে সর্ব্ব ভূপতি,
ভয়ে ভিন্ন ভূঞ্জিল বাহন॥
শোভিত বিশ্রুতে, পরম সন্তোষ মনে,
রূপসী হইল নরবর।
আদিকাণ্ড রামায়ণে, রাজা অগ্নিকরণে,
ভাষা শ্লোক সর্ব্ব মনোহর॥

পয়ার।

ঋষ্যশৃঙ্গ চিত্রকাল করি অবস্থান।
পুত্রেষ্টি যজ্ঞ শৃঙ্গ ঋষি মতিমান॥
শান্তা সহিতে শৃঙ্গ পরে করেন গমন।
সঙ্গেতে চলিলা বহু আত্মীয় ব্রাহ্মণ॥
হইয়া বিমোহিত পশ্চাতে ভূপতি।
অগ্রেতে চলিলা পুরোহিত বশিষ্ঠ সংহতি॥
সুবর্ণ কলস বেষ্টিত চতুর্দ্দিকে।
গোলাকার সজ্জিত শাস্ত্র আদি সহিতে॥
রোহিত বসনে স্থান করে আচ্ছাদন।
নিযুক্ত তাহাতে শত শাস্ত্র দ্বিজগণ॥
বহুতর সংগ্রহণ করিয়া কৌতুকে।
সমিধাদি আহা করি নরেন্দ্র কৌতুকে॥
বহুবিধ অলঙ্কারে শান্তা অলঙ্কৃতা।
স্বরূপে দ্বিতীয়া লক্ষ্মী মহীন্দ্র দুহিতা॥
পাইয়া পরম হর্ষ করিলা প্রকাশ।
মনোরমা প্রিয়তমা পূর্ণ চন্দ্রহাস॥
স্বামিসহ কিবা শোভা অতি মনোহর।
যথা শচী শোভে শুচি সহ পুরন্দর॥
সুখ [illegible] বহুকাল করি বাস।
ইচ্ছামত শাস্ত্রবিৎ আমোদে প্রকাশ॥
আপন কামনা মতে পাইয়া সাক্ষাৎ।
জ্ঞাতিগণ সমক্ষে লইয়া সাবধান॥
নারীগণ মধ্যে পূজা পাইয়া বিস্তর।
প্রকাশ করিয়া দেবী সুশ্রী মনোহর॥
সাধু জ্ঞানে সর্ব্বজনে জানে মুনিবরে।
শান্তা [illegible] কালে জানি পুরজনে॥
অন্তঃপুর বাসিনী বাসিনী [illegible]
নৃপতি সহিতে চলে সবে কৌতুকে॥
পরে ঋষিপুত্র বাক্যে নৃপতি সমস্ত।
ঋষ্যশৃঙ্গ সঙ্গে সবে গমনে নিরস্ত॥
ঋষ্যশৃঙ্গ কহিলেন শুন নরবর।
গমনে নিবৃত্ত হও কোশলা ঈশ্বর॥
বাক্য শুনি মুনিবর নমনে ভূপতি।
অন্তঃপুর সহিত হইয়া অর্দ্ধাকৃতি॥
উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া মানবেশ,
কহিলা নৃপতিগণে গুরু উপদেশ॥

পু কান্তা তোমা শাস্ত্র দুর্লভ করিলা।
দৃষ্টিকর সকলে হইয়া একমনা॥
রাজবাক্যে বাদ্যভাণ্ডে বাজে নানা তাঁর।
আলিঙ্গন করিলেন চক্ষে জলধারা॥
শাস্ত্র সহ সমাপ্ত গতি [illegible]।
রহিলেন কৌশল্যাদি সকল বহুরে॥
সাবিত্রী চন্দ্র পত্নী সূর্য্যাদির প্রিয়া।
দিগাদি বিখ্যাত যত সর্ব্ব দেব [illegible]॥
বন মাঝে [illegible] [illegible]।
সাধ্বী ভর্ত্তৃ অনুরক্তা সদা [illegible]॥
শুন শাস্ত্র বচন তোমার বিশেষে।
সেবা [illegible] সেই স্থলে সাবিত্রী নিশ্চিতে।
কদাচ বিপ্রতিকূলা না হইবে তাঁহে।
অগ্নি সুস্থান পূজা বহু উপচারে।
ভক্তি [illegible] সদা পূজিবে [illegible]।
সর্ব্বাবস্থা নমস্কারে পরম [illegible]॥
প্রিয়বাক্য দ্বারা দেখ ভর্ত্তা সম্ভ্রমে।
[illegible] সর্ব্বলোকে জানে॥
[illegible] তাহারে তুমি করিবে পূজন।
এই সর্ব্ব সুলক্ষণা বলিল বচন॥
নির্ভয়ে করিবে স্থিতি সদা নিজ স্থলে।
পোষণ করিবে ভৃত্য আপন সকলে।
[illegible] তোমার মঙ্গল কামনায়।
আশীর্ব্বাদ করিলেন জানিবে তথায়।
এইরূপ আশ্বাস মাতৃনা [illegible] রাণী।
পুনঃপুনঃ করিলেন আলিঙ্গন রাণী।
শিরোঘ্রাণ লইয়া রাণী রাজপুরে।
[illegible] লইয়া গিয়ে [illegible] রাজার॥

প্রদক্ষিণ করি [illegible] পরে [illegible]
বশিষ্ঠ [illegible]
[illegible] করিয়া [illegible]
বিদায় লইয়া [illegible]
[illegible] মুনিপত্নী সবার [illegible]
[illegible] করি [illegible]
[illegible] সবে [illegible]
[illegible] সমস্ত [illegible]
এই কথা কহিয়া [illegible]
আপনার বাসস্থানে চলিলা সত্বরে।
[illegible] [illegible] [illegible]
তৎক্ষণে সেই স্থানে [illegible]
বিদায় হইয়া পরে চলিলেন [illegible]
সবহু [illegible] চলিলা [illegible]
পুরীমধ্যে [illegible]
[illegible] প্রতীক্ষায় [illegible]
[illegible] সমারোহে [illegible]
ক্রমে ক্রমে [illegible] প্রবেশ [illegible]
[illegible] নগরে [illegible]
[illegible] পুরে [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] পুলকিত [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
তোমার মঙ্গলে [illegible] মঙ্গল।
[illegible] মুনিপত্নী [illegible]
[illegible] [illegible]

পিতা তব ভুলিলেন আমাকে নিরন্তর।
তোমার কুশলবার্ত্তা জানিবার তরে॥
অন্নাভাবে, কহিলেন পুত্রের কুশল।
নিষিদ্ধ নৃপতি প্রতি, নিষিদ্ধ সকল॥
কালিন্দী নদীতীরে তোমার কারণ।
নির্ম্মাণ করেন পুরী পরম শোভন॥
তব পূজা নিষিদ্ধ হইল চেষ্টা যায়।
তদ্বধি সুনীর কাঁদিলা নিয়ত॥
অনাহার কর প্রাণ মনি পরিবর।
মৃগ সম পুরোহিত অকৃত সত্বর॥
প্রবেশ করিলা পুরে পরম কৌশলে।
রাজপূজা প্রাপ্ত হই ঋষি পুণ্যবলে।
এইখানে সিদ্ধ হলি লোমপাদ সমর্পি
ঋষ্যশৃঙ্গ প্রতি শান্তা সম্প্রদান ধর্ম্ম॥

ত্রিপদী।

এই প্রতি হৈলকে, শান্তাপন হুতাশনে,
প্রকৃতি হইলা প্রকাশিত।
অতিথি সেবিল তার, বসন কর লহরে,
বিভাণ্ডক আশ্রমে বিদিত॥
তাহাঁর নিকটে গিয়া, এই বার্ত্তা নিবেদিয়া,
কন পুত্র আসিবে সত্বর।
অনাহারে প্রবৃত্তি হয়, আশ্রমে ঠিক হয়,
আমা হেতু অপেক্ষা বিস্তর॥
কহিল সংবাদ তারে, কশ্যপ ঋষি কুমারে,
কহিলা আপন নিবেদন।
তপস্যা উদ্যোগত, পূর্ব্ব অভিমত যত,
করি সুখের কার্য্য সাধন।
লোমপাদ নৃপবর, শ্রবণান্তে হৃষ্টমনে,
চলিলেন সত্বর গমনে।
গিয়া তথা বিস্তর, সাধনা করি বিস্তর,
যথামতে কশ্যপ নন্দনে॥
কহিলা অতিশয়, মুনি যাবে সুবচন,
রাজার কথিত কথা কয়।
তপস্বী মহাজ্ঞানী, প্রাপ্ত হন রাজধানী,
শোভমান হিয়া মহাশয়॥
নৃপবর সাধিয়া, যজ্ঞস্থান করি শীঘ্র,
চতুর্দ্দশ শাস্ত্রে আছে যার।
সেইরূপে সেই ঋষি, প্রণিপাত পূর্ব্ব কথা,
নিবেদন কি করিব তোমার॥
শান্তা সুখে সহিত, শশুরের মন্দিরে,
দৈবাধিক নৃপের তোমার।
হইয়াছে শত সুখ, জানি তুমি প্রফুল্লমুখ,
আমোদিত হইলা সবার॥
লোমপাদ নরপতি, তাঁর বাক্য মহামতি,
নিবেদন বিশেষ কথা।
বিশেষ ব্রাহ্মণ বাক্য, বেদতুল্য আর ঐক্য,
যখানে থাকে মুনি তথা॥
তার পুত্র গমিলারে, শিষ্যগণ সমভারে,
উপনীত লোমপাদ পুরে।
অতি রমণীয় পুরী, পুরন্দর প্রিয়করী,
বিস্ময়ে দেখিয়া অন্তরে॥
নৃপ নিমন্ত্রিত যত, পুরবাসী অবিরত,
বিভাণ্ডকে করেন পূজন।
গ্রাম ঘোষ সর্ব্ব স্থলে, অবিচ্ছিত্তি সুমঙ্গলে,
পূজা করি সসম্ভ্রম মন॥

ভক্ষ্য ভোজ্য নানাবিধ, সেবা এবা বিলা কুশ,
কয়ে জাঁকে করিল গমন।
রাজার কিঙ্কর যত, দিবা রাত্রি অবিরত,
নিযুক্ত রহিল সর্ব্বক্ষণ॥
প্রণমিয়া পদে পদে, শিরোযোগ করি পদে,
প্রতিপদে কহিছে কিঙ্কর।
আজ্ঞা কর অধিকারে, বহুবিধ আছি করে,
কি করিব তব মুনিবর॥
শুনি মুনি প্রতিধ্বনি, কহেন [illegible]
[illegible] নাহক কিঙ্কর॥
আমার নিকটাগত, শিষ্য দিক মনোগত,
অবিরত নত কেন কর॥
পুরীর কারণ যত, শুনিয়া ভূত সকল,
গুণাবাক্যে কহে সানন্দিত
কি আর কব আদর, নৃপ তব [illegible]
আমরা তোমার নির্দ্দিষ্ট
তাঁর আজ্ঞা অনুসারে, [illegible]
বসিতে তোমার মনোমত।
শুন প্রভু অপরাধ, মনোগত নিবেদন,
নিমিত্ত করিল হেতুতে।
কিঙ্করের কথা শুনি, সন্তুষ্ট মানসে মুনি,
সুপ্রসন্ন সুশক্তির প্রতি।
পুরের মঙ্গলার্থ, [illegible]
আশীর্ব্বাদ করিলা ভারতী॥
[illegible] চলিল প্রভু,
হাতে [illegible] আহ্নিক সব।
উপনীত রাজস্থানে, কহিতে [illegible]
করে নৃপ শ্রেষ্ঠ নিবেদন॥

কহিল কিঙ্কর যত, মুনিশ্রেষ্ঠ বিদিত হৈল,
শুনিল নৃপতি [illegible]
[illegible] হরষিত [illegible]
[illegible]
[illegible] তাঁহার, [illegible]
[illegible]
আজ কৈ অধম [illegible]
[illegible] তব পদতলে [illegible]
কহিলা মুনি [illegible] তোমার [illegible]
যথা তথা হইল উদয়।
[illegible]
[illegible] তোমারে [illegible]
[illegible]
আরো কহি [illegible]
সকল সম্পদ ভোগ, শোভিত হইবা [illegible]
এই চিত্ত প্রতিষ্ঠা নগরে॥
অসঙ্কোচ অন্তঃপুরে, [illegible]
প্রবেশ করে [illegible]
[illegible] উপচার,
অতি করে অর্চ্চনা কৌতুকে।
[illegible]
পূজা করি [illegible]
কৃতাঞ্জলি পুটে ঋষি, [illegible]
মানস করিয়া [illegible]
[illegible]
[illegible] করি [illegible]
[illegible]
[illegible] করি নিবেদন॥

শান্তা সহ ঋষি [illegible] তপোধন,
আলিঙ্গন [illegible] ভরে ।
বসাইয়া দোঁহে রাজ অযোধ্যা আলয়,
পরম বিনয়ে মানি লয় ॥
কৌতুকেতে নৃত্যগীত, মঙ্গলের বাদ্য,
পুরে শান্তা করিল উত্থান ।
প্রণমিয়া মুনিবরে, বিদায় বিনতি পরে,
ঋষ্যশৃঙ্গ গৃহে অবস্থান ॥
মুনীশ্বর তাহাপরে, কহিলেন নৃপবরে,
[illegible] পাইবে উৎসবে ।
আজ্ঞা দিয়া মুনিবর, প্রবেশ করে নগর,
সঙ্গে নৃপ সর্ব্ব নারী সনে ॥
বিধিমতে নিজপুরে, এক প্রাপ্তি [illegible],
করিলেন পরম পবিত্র ।
হয় মুনি সূক্ষ্মবান, চলিলা পরমস্থান,
সুকোমলে পুত্র সমন্বিত ॥
কৃত্তিবাস রামায়ণ, আদিকাণ্ড সুশোভন,
ঋষ্যশৃঙ্গ হন প্রবেশন ।
শুন [illegible] সর্গ, শুন সর্ব্ব সাধুবর্গ,
শ্রীরাম রাম সংকীর্ত্তন ॥

পয়ার ॥

[illegible] পরস্পরে মহামুনি বিজ্ঞাবন্ত
জিজ্ঞাসিলা সত্যের সমস্ত পূর্ব্বকাণ্ড ।
[illegible] আদিষ্ট হই বলা মুনিযুত
বিশেষ বৃত্তান্ত কথা কহিলেন অন্ত ॥
[illegible] এবার [illegible] মুনিবর ।
বহুতর বৃত্তান্ত কথা কহিয়া বিস্তর ॥
যেরূপে হইল যজ্ঞে চরু উত্থাপন ।
অনাবৃষ্টি ছিল হয় সুবৃষ্টি বর্ষণ ॥
লোমপাদ নৃপতির বিশেষ পূজন ।
যেরূপে পাইলা ঋষ্যশৃঙ্গ তপোধন ॥
শান্তা বধূ সুশান্তা পরম রূপবতী ।
যে প্রকারে পাইলেন ঋষ্যশৃঙ্গ পতি ॥
দশরথ নৃপতির বিশেষ প্রকার ।
লোমপাদ নৃপ সহ যেরূপে সম্বন্ধ ॥
পুত্রেষ্টি সমারম্ভ রাজা যজ্ঞ হয় ।
যে প্রকারে দশরথ করিলা সকল ।
[illegible] পুত্র শোক নৃপ অবগত ।
ভাগ্যে বর্ত্তে সদা হেন সত্যবাক্য যুত ॥
ভুবনে করিয়া জয় আর নৃপবর ।
জানিলা আপন কর্ম্ম জন্ম মুনিবর ॥
পাইয়া সুকৃত কর্ম্মফল নৃপবর ।
ধর্ম্মতঃ পালেন প্রজা হইয়া তৎপর ॥
ইক্ষ্বাকু নৃপতি বংশ বিখ্যাত সংসারে ।
নৃপতি বংশীয় [illegible] সুন্দর [illegible] ॥
যশোলাভ অনেক করিয়া এবে ।
কৃতজ্ঞতা ধর্ম্মজ্ঞানী সত্য পরায়ণ ।
ধর্ম্ম সত্য এই দুই জীবিতের সম ।
দর্শন করেন জ্ঞানে ভূপতি সকল ॥
পূর্ব্বে সমুদ্ভব তাঁর নারী তিন জন ।
গুণবতী রূপে স্বর্গ অপ্সরা গণন ॥
কৌশল্যা জননী রাজ মহিষী প্রধানা ।
কেকয়ী হইলা তাঁর গুণে সাধ্বী মানা ॥
[illegible] মানিনী সুমিত্রা ভাগ্যবতী ।
পাইলেন রূপবতী রূপবধূ পতি ।

[illegible]
মহাত্মা [illegible]
শত্রুঘ্ন ভরত [illegible]
জন্ম কথা বিস্তারিয়া কহিব এখনই।
প্রথম শ্রেষ্ঠ গুণ জ্যেষ্ঠ অতি তেজস্কর।
অনুপম বলবান রাম গুণধর।
বিক্রমে পরাক্রম যাঁর ত্রিভুবনে।
প্রধান [illegible] সে পুত্র [illegible]
[illegible] পুত্র হইলেন [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] সর্ব্ব [illegible]
[illegible]
[illegible] পুত্র দুই জন।
[illegible] গৌরবে [illegible]
সুমিত্রার গর্ভে হৈতে শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ।
শ্রীরামে [illegible] ভক্তি যুক্ত দুই জন।
[illegible] উৎসাহী সুখী [illegible]
[illegible] হইয়া [illegible]
[illegible] হইতে উদিত।
[illegible] হইতে [illegible] মনোহর।
কেকয়ী হইতে জন্ম [illegible]
ভরত নামক পুত্র [illegible] পরাক্রম।
ধর্ম্মাত্মা মহাত্মা [illegible] বিক্রম।
[illegible] সকলে [illegible]
[illegible]
[illegible] চারি জন।
সর্ব্বদা [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
না [illegible]
[illegible]
না [illegible]
[illegible] করিতে কিবা [illegible]
[illegible]
[illegible] করিয়া [illegible]
[illegible]
শ্রীরামের [illegible] লক্ষ্মণ [illegible]
শত্রুঘ্ন [illegible]
ভরতের [illegible]
শত্রুঘ্ন [illegible]
[illegible] সকল [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] পালনে রত ॥
[illegible] অর্থাদি [illegible]
[illegible] বাল্মীকি মুনীন্দ্র উক্তি যথা ॥
[illegible] পর্ব হৈল নিবসা।
[illegible] কথা অতি চমৎকার ॥

[illegible]

[illegible] সুপণ্ডিত, [illegible]
[illegible] কালে [illegible]

[illegible]

[illegible] নারী, [illegible] ইচ্ছাকারী,
সুত জন্ম দিয়া কী হিত। \
[illegible] গতি সুতোকালি, [illegible] হরি
অদ্যাও সন্তান সমুচিত ॥
কেহবা কিন্নরী কুলে, কিম্বা সুরনরকুলে
কর গিয়া পুত্র উৎপাদন।
হরিতুল্য পরাক্রম, তুমি হরি সুবিক্রম,
কহিলেন পঙ্কজ নন্দন॥
[illegible], বিশেষ উক্তি, সুরবর্গ করি যুক্তি
[illegible] করিল স্বীকার।
[illegible] তুল্য পরাক্রম [illegible]
[illegible] সকলে কুমার ॥
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] কহিত।

বানর সন্তান বীর, জন্মিল সংগ্রাম ধীর,
কামরূপি যাদৃশ বিদিত।
দশবৃক্ষ যথোচিত, দেবতা সুমেরু প্রায়,
যেচ্ছারূপি অপ্রমেয় বল।
বহুল সহস্র বীর, পর্ব্বতশৃঙ্গ তুল্য স্থির,
সিংহ সম বিক্রমে প্রবল॥
এই রূপে লক্ষ, বানর সকল জাত,
জন্মে রাম সাহায্য কারণ।
যে মেঘের মধ্য বল, সেই তেজ বিক্রম,
পুত্রগণে করিল অর্পণ।
কতক বানর জাতি, অদ্ভুত বিক্রমশালী,
গোলাঙ্গুল [illegible] সম্ভূত।
অপরে বানরীগর্ভে, কিন্নরীর গর্ভে পুনি,
জন্ম লয়ে হইল বিখ্যাত।
শৈল শৃঙ্গ প্রহরণ, বৃহৎ বৃক্ষ শাখা ধন,
তথা নখ দন্ত করে অস্ত্র।
যেচ্ছাক্রমে ধরে শক্তি, চালায় ভূধর পংক্তি,
উগ্র রণে তরু যবি শস্ত্র।
দুদ্রু জলে দৃপ্ত হয়ে, করি যেন মলাহাকার,
নাদয় গভীর জলাশয়।
বাহুবলে যথা যেন, বিদারণ করে যেন,
উল্লম্ফন করে মহোদয়।
করি লম্ফ প্রোল্লম্ফন, আকাশে ভ্রমিয়া কত,
জল ধরে যেন মেঘ কেলি।
প্রমত্তমাতঙ্গ দম্ভ, করিয়া নিজ আয়ত্ত,
ধরি যেন করিতেছে কেলি॥
শিখর দেশে তুষ্টি, আকাশের মধ্যে প্রতি,
সেই [illegible] অবতার যথায়।
হইয়াছে [illegible] কামরূপি শশি রূপ,
[illegible] কাননায়।
ইহারা জন্মগ্রহেণ, মহাত্মা গরিমা গর্ব্বে,
প্রকাশক শ্রীরামের সহায়।
বানর সহস্র জাত, বিশিষ্ট ধরিত্রী [illegible],
তাহারা যূথপ অভিধায়।
সেই সব লক্ষ চয়, যূথপতি নন্দন,
ঋক্ষরাজ যেমন যথা মতি।
অন্যে নানাবিধ বন, শিখরি গুহা ভবন,
যথা রুচি করয়ে চৌদিক।
কিন্তু সর্ব্ব কপিযূথে, বালি সুগ্রীবের সনে,
অনুরক্ত হইয়া রহিত।
হনুমান নল নীল, সুষেণ প্রমুখ দিলে,
হইল বিশ্ব বিদিত।
সকল বানর দল, কায়েতেজ তেজোবল,
মহাবল বৃষভ সহিত।
গাম্ভীর্য্যে পর্ব্বত, ধরে ভীমরূপ ছন্দ,
কেহ নাগ সাহায্য নিমিত্ত।
ঋষিপ্রোক্ত রামায়ণ, আদিকাণ্ড সুশোভন,
বানর উৎপত্তি প্রকরণ।
সাঙ্গ হৈল দ্বিতীয় সর্গ, শুন সর্ব্ব সাধুবর্গ,
রমণীয় যশ বিবরণ।

পয়ার।

এই অবসরে দেখ বিশ্বামিত্র মুনি।
অযোধ্যায় আসিলেন দেখিতে যা শুনি॥

অজীগর্ত্তেন হেতু তব [illegible] ।
যজ্ঞভাগ লয়ে [illegible] ॥
[illegible] ।
এই রূপে আত্মবীর্য্যে অনুপম তাপস ॥
অতএব কুশিকনন্দনে মুনিগণ ।
সপ্তর্ষি আখ্যা দিলেন যথায় বিহিত ॥
সেই ঋষি দিনা দিনে [illegible] ।
অশক্ত হইয়া হবে হবেষ্ট যতনে ॥
তদা সেই বিশ্বামিত্র সর্ব্বকাম হেতু ।
সমুদ্যত হইলেন রাক্ষিবারে ক্রতু ॥
গাধিসুত মহাতেজা অযোধ্যার পথ ।
দশরথ নৃপতি শ্রেষ্ঠে করিতে দর্শন ॥
দ্বারে আসি দ্বারীগণে কহিলা সন্দেশ ।
রাজাকে বলহ শীঘ্র আমার প্রবেশ ॥
শীঘ্র শ্রবণ শুনি ক্রত আসি গণ ।
নৃপস্থানে দ্রুত করি কহিল প্রথম ॥
ত্রিলোকীরক্ষক ভূপ সমক্ষ প্রণতি ।
বিশেষিক বিশ্বামিত্র যথা শাস্ত্রবর্তী ॥
একত্র হইয়া রহে গণ সাক্ষাৎ কাছে ।
গাধিসুত মহামুনি উপস্থিত দ্বারে ॥
শুনিয়া নৃপতি সহায় সপুরোহিত ।
চলিলেন মুনিবরে আনিতে ত্বরিত ॥
আনিবারে মুনি শ্রেষ্ঠে মনে শীঘ্রগতি ।
ব্রহ্মার দর্শনে যথা ইন্দ্র হয় মতি ॥
অনন্তর ভূপশ্রেষ্ঠ দেখি মুনিবর ।
তপস্তেজে সমুজ্জ্বল করে দিগন্তর ॥
প্রণতি করিয়া পুরে হয়ে কৃতাঞ্জলি ।
প্রদক্ষিণ করিলেন দিয়া পূজাবলী ॥

এইরূপে সর্ব্ব মতে হইয়া পূজিত ।
চলিলা নৃপতি সহ হরষে সংপ্রীত ॥
কুশল আরোগ্য প্রশ্ন করিলা নৃপেরে ।
সহাস্যাস্যে ঋষি শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠেরে পরে ॥
যথা যোগ্য পূজা করি শুধিলা কুশল ।
জিজ্ঞাসিলা পরস্পর উভয়ে মঙ্গল ।
অনন্তর দুই জনে করি আলিঙ্গন ।
পরস্পরে পূজিলেন অতি সুশোভন ॥
পরে সবে হৃষ্টমন হইয়া একান্ত ।
প্রবেশিলা দশরথ নৃপতি সভান্তঃ ॥
যথা যোগ্য আসনে বসিলা অতঃপরে ।
মহারাজ বিশ্বামিত্র তাপস প্রবরে ॥
দেখিয়া সহিত মহারাজ মহামনাঃ ।
পাদ্য অর্ঘ্য নিবেদিয়া করিয়া বন্দনা ॥
পূজা করি পরে করপুটে নৃপবর ।
প্রণত হইয়া বাক্য কহিলা বিস্তর ॥
সুধা পাইলে যথা হর্ষ মহাকায়ে জন ।
বর্ষণ হইলে যথা মরুত সকল ॥
যেমন সদৃশ দারে ইষ্ট পুত্র লাভ ।
নষ্ট ধন প্রাপ্তে যথা হয় মনে ভাব ॥
হইল তদ্রূপ হর্ষ তব সন্দর্শনে ।
মানিলাম মুনিবর অসংশয় মনে ॥
বাঞ্ছা কোন আপনার কিবা অভিপ্রেত ।
কি হেতু আগত শীঘ্র বল মহাব্রত ॥
সদাগতপূজ্যপাত্র বহুকাল পর ।
বিশেষে রাজর্ষি রূপে জন্ম শ্রেষ্ঠ তর ॥
তপস্যা নিয়ম করি ভুরি নিরন্তর ।
ব্রহ্মর্ষি পদ প্রাপ্ত তথা মহত্তর ॥

অতএব পূজ্যতম তুমি সেব্য মানি।
তব আগমনে সাক্ষাৎ ব্রহ্মাগম জানি॥
যথার্থতঃ অতি প্রীত অনুগ্রহে আমার।
মানিতেছি তবাগমে সকলি সম্ভার॥
অদ্য জন্ম সফল সুধন্য জীবনে।
যেহেতু দর্শন পাইলাম প্রত্যক্ষ তোমার।
যে বা বাঞ্ছা যেই কার্য্য করিয়া উদ্দেশ।
সিদ্ধ জ্ঞান মুনির বর্ণ্য প্রবেশ॥
অতএব ভগবান যে কার্য্য তোমার।
বল তাহা অবশ্য কি সিদ্ধ আমার॥
এবম্বিধ সুধাবাণী বাক্য মুনিবর।
শুনি মহা হৃষ্টমনা হইলেন পরে॥
আদিকাণ্ডে বাল্মীকি মুনীন্দ্র উক্তি যথা।
বিশ্বামিত্রাগমনৈক বিংশ সর্গ কথা॥

পয়ার।

রাজসিংহ বাক্য শুনি অদ্ভুত বিস্তর।
হৃষ্ট রোমা মহাতেজা তপস্বি প্রবর॥
কহিলেন সাধু ভূপ তব যুক্ত বটে।
সর্ব্ব বংশ্য রক্ষা স্বর বিনয় নিকটে॥
বশিষ্ঠের বশবর্ত্তী তুমি ভূপবর।
এরূপ কথন তব নহে মাত্র॥
যে নিমিত্ত আসিয়াছি তব সন্নিধানে।
জানিলাম সিদ্ধ তাহা হইল এক্ষণে॥
তথাপি সর্ব্ব মম অত্র আগমন।
বিস্তারিয়া বলি ভূপ করিবে শ্রবণ॥

যজ্ঞ সিদ্ধি করণ হেতু আমার।
সেই কর্ম্ম আরম্ভিয়াছি অনুক্ষণ।
তাবৎ না হয় সমাপ্ত যজ্ঞবর।
অবচ্ছিন্ন কার্য্য কীর্তি আচরণ।
না হইতে এথা আসে রাক্ষস বিঘ্নকারী।
নিরন্তর নিশাচর দুই মহাবলী।
আসিয়া রুধির বৃষ্টি করে পাপাশয়।
অভিভূত করিতেছে বহু অতিশয়।
নিয়মে বাধিত আছি ক্রোধ অশক্তায়।
সে কারণে আসিয়াছি নিকটে তোমার।
না হইবে তপ ছিদ্র ক্রোধে সম্বরণ।
উৎপন্ন হইতে ক্রোধ ত্রুত নিরাশ্রয়।
এইরূপ সমস্যা যে হয়েছে আমার।
নিবারিতে রাক্ষস প্রতাপে তোমার।
পরিত্রাণ করিবারে যোগ্য নৃপবর।
পীড়িত হইয়াছি অতি নিরন্তর।
নিকটে আগত তব নরেশ প্রধান।
তাহাদের দুষ্ট বেগ অতি বলবান।
সত্য পরাক্রম রামচন্দ্র প্রিয়সুত।
তাঁরে দান দিবা মান রাখ নর।
কাকপক্ষধারী রাম অপ্রমেয় বল।
রক্ষ কুলে হইবেন শ্রীরাম প্রবল।
আমার রক্ষিতা রাম রাজীবলোচন।
হইলে অবশ্য শ্রেয় হইবে যাজন॥
শত্রু সহ সমরে রাক্ষস কুল ধ্বংসে।
মহোৎসাহযুক্ত রাম পরাক্রম প্রকাশ।
তেজো বল সমন্বিত দিবা নিশ্বাস।
যে বিখ্যাত হইবেন ত্রিলোক প্রকাশ।

[illegible]
থাকিতে [illegible] ॥
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
তাহে [illegible] হবে ত্রাণ ॥
[illegible] তুমি না হইবে রাম ।
আমি জানি নরান্তকপতিত সংগ্রামে ॥
[illegible] রাম সংগ্রামে [illegible]
[illegible] আছে পূর্ব্বে [illegible] ॥
[illegible]
[illegible]
[illegible]
শ্রীরামে [illegible] ॥
[illegible] প্রতি [illegible] ।
[illegible] শ্রীরামে প্রণাম ।
রামহাতে নরান্তক হইবে নিধন ।
[illegible] হবে মম যজ্ঞ সমাপন ॥
আমাকে জানেন ভাল তব গুরুগণ ।
বশিষ্ঠাদি সুবিখ্যাত বিজ্ঞ তপোধন ॥
[illegible] সাথে তুমি করিবে প্রমাণ ।
ইহাতে বিলম্ব নাহি সহে মতিমান ॥
[illegible] আমারি যজ্ঞ কর্ম্ম ।
[illegible] শীঘ্র [illegible] নৃপধর্ম্ম ॥
ইহাতে হইবে তব পরম মঙ্গল ।
[illegible] না কর [illegible] করিবে কৌশল ॥

যদি [illegible] শুনি মুনি মুখে ।
বাধিত হইয়া [illegible] অতি মনোদুঃখে ॥
সিংহাসন হইতে চলিত নৃপবর ।
[illegible] রামে ভাবিয়া কাতর ॥
আদি [illegible] রামায়ণে [illegible]বিংশতি সর্গ ।
[illegible] সাধুবর্গ ॥

ত্রিপদী ।

বিশ্বামিত্র বাক্য শুনি, [illegible],
[illegible] ।
কিছুকাল [illegible], কহিলেন বুদ্ধিমান,
বিশ্বামিত্রে [illegible] ॥
[illegible] মম পুত্র,
[illegible] অস্ত্র উপদেশ ।
[illegible] ভাবিলাম যদি ক্ষীণ,
কেমনে যাইবে শত্রুদেশ ॥
নিশাচর সহ রণ, অসম্ভব তপোধন,
যাহা বলি কর অঙ্গীকার ।
মহাবল সুবাহিনী, আছে মম অক্ষৌহিণী,
দৃষ্টি কর সম্মুখে তোমার ॥
তব যজ্ঞ বিঘ্ননাশে, যোগ্য হবে অনায়াসে,
আমিও [illegible] যাব রণে ।
সমরে তোমার ভক্ত, রাম শিশু নহে শক্ত,
[illegible] বিবেচিয়া মনে ॥
একেত বালক রাম, জানেনা তাহে সংগ্রাম,
[illegible] রণাবল ।
অস্ত্রশস্ত্রে নাহি জ্ঞান, জানেনা যুদ্ধসন্ধান,
[illegible] না হবে মঙ্গল ॥

কূটযোদ্ধা নিশাচর, মায়াত্মক ভয়াবহ,
কেমনে পাঠাব রক্ষোরণে।
রামচন্দ্র বিনা আমি, ক্ষণমাত্র সুখকামী,
কখনও উৎসাহী নহি মনে ॥
আমার জীবন রাম, সদা করিয়াছি ধ্যান,
ইহাকে [illegible] ।
এতেক কহেন রাজা, প্রাণ যদে হায় ঋষি,
নয়নে বিগলি নিরন্তর ॥
নবম সহস্র বর্ষ, পরে আমি [illegible] হর্ষ,
পাইয়াছি অতি বৃদ্ধকালে।
বড় কষ্ট পাইলাম, হইয়াছে পুত্র চার,
প্রাণাধিক [illegible] ।
দেবরূপী চতুষ্টয়, পুত্র মম গুণময়,
বিনা পুত্র না রবে জীবন।
এরূপ আমার মতি, সুনিশ্চিত মহামতি,
রাম এই মম নিরূপণ ॥
সর্ব্ব অস্ত্র সুতভাগ, অধিকাছে অনুরাগ,
অধিক আমার রামচন্দ্রে।
রামে গত পঞ্চপ্রাণ, জন অভিরাম ধাম,
লোকপ্রীতি করে গুণচন্দ্রে ॥
যাতে সর্ব্ব গুণগণ, চিত্তানন্দ প্রয়োজন,
হৃদয় নন্দন রঘুপতি।
প্রাণাধিক প্রিয়তর, রঘুবংশ বংশধর,
লইতে অযোগ্য মহামতি ॥
করি বহু প্রণিপাত, ভিক্ষা চাহি রঘুনাথ,
আমি তুমি অত্যন্ত কৃপণ।
[illegible] বালক বান, তাহাতে জ্যেষ্ঠ সন্তান,

[illegible], অকস্মাৎ তাহে রাখে,
[illegible] যাইব।
চতুরঙ্গ বল [illegible] সঙ্গে অতি দুর্জয়,
[illegible] সংগ্রামে যাইব,
[illegible], দুর্জয় [illegible],
[illegible] করিলে ত্রাস হয়।
কি কব রাক্ষস এক, তীর্থপুরী [illegible],
[illegible] পুত্র কেবা মহাশয়।
কি নাম কি দেহপাত, কুলপরিমাণ কত,
দেহ দুই রাক্ষসের মুনি।
দুই রক্ষঃ মহাবল, রামচন্দ্র সুকুমার,
[illegible] কিসে কহ শুনি ॥
আমার যে সৈন্যগণ, কিম্বা আমি তপোধন,
[illegible] রাক্ষসের সনে।
কিরূপে [illegible] বীর্য ভয়ানক,
কিরূপে [illegible] রাম রণে ॥
তব যজ্ঞে মহাশত্রু, কহিলে কি প্রাপ্তি কথা,
কেবা তারা কহ দুই জন।
শুনিয়াছি তপোধন, মহাবীর দশানন,
রাবণ ত্রিভুবনে দুর্জ্জন ॥
বিশ্রবা মুনির সুত, মহাক্রূর নামে খ্যাত,
দৈত্যগণ ত্রাসে ভয়ঙ্কর।
নীতিযুক্ত তপোধন, তব যজ্ঞ বিনাশন,
করণে উদ্যত লঙ্কেশ্বর ॥
সে অতি দুরাত্মা পাপ, বিখ্যাত বলপ্রতাপ,
থাকিতে তাহার সন্নিকটে।
অন্য জনে প্রাণ যাবে, অমঙ্গল [illegible],

অতএব শ্রীরামেরে, অপেক্ষিত মন, রাজন,
তারে তুমি করহ প্রদান।
না করিবে অতিক্রম, শ্রীরাম নরোত্তম,
পূরিবেক মম অভিপ্রায়॥
দেবতা দানব সর্প, যক্ষ রক্ষ কি কিন্নর,
ভুবনে না দেখি কোন বীর।
রাবণের সম শূর, প্রতাপেতে জিনি সুর,
রাবণে বিজয় করে রণে॥
বীর্য্যে ইন্দ্র সমান, তাহার সহিতে রণ,
অসমর্থ অশক্ত সতত।
তার বীর্য্য নিবারণ, করিতে নাহি কোন জন,
সন্মুখে যাইতে নহে রত॥
কিম্বা তব যজ্ঞ হারী, মহাবল দুরাচারী,
সুবাহু নামেতে নিশাচর।
তথাপি তাহার রণে, রামচন্দ্রে সম্বোধনে,
শক্ত সহিত রণ করিবর॥
কিম্বা সুন্দ উপসুন্দ, নিশাচর রাক্ষস বৃন্দ,
তার সুত মারীচ সুবাহু।
তব যজ্ঞ বিঘ্ন করে, তথাপি তাহার সনে,
নিস্কৃতি না দেখি মহাবাহু॥
তাড়কী কন্যা খ্যাত, মায়াবী রাক্ষস খ্যাত,
তার যুদ্ধে ক্ষমা কর মুনি।
এই সর্ব্ব পরিহরি, কহ তবে যুদ্ধ করি,
কম্প দেহ তার নাম শুনি॥
রামায়ণে আদিকাণ্ডে, অনুপমামৃত ভাণ্ডে,
শ্রীরামের বালক চরিত।
দশরথ নৃপ বাণী, ত্রিবিংশতি সর্গ জানি,
শুন তাহা কবিতা বিরচিত॥

২৩ সর্গ।

পয়ার।

শোক কম্পান্বিত নৃপ সম্বাকুল বাণী।
শ্রীরামে বাৎসল্য স্নেহ দেখে মহাজ্ঞানী॥
কহিলেন মন্যু সহ বাক্য মহামতি।
কৌশিক নন্দন ক্রোধে মহীপতি প্রতি॥
পূর্ব্বে তুমি কহিলে করিব উপকার।
এক্ষণে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ বাসনা তোমার॥
রঘুবংশে অবতীর্ণ যত নরোত্তম।
তাহাদের কুল নহে সত্য ব্যতিক্রম॥
যদ্যপি তোমার হয় এইরূপ গতি।
মিথ্যা বাক্যে সুখী হও সপুত্র ভূপতি॥
রোষগ্রস্ত বিশ্বামিত্র মহাতেজবান।
দেখিয়া পৃথিবী জন হয় কম্পবান॥
সমাগত হইলেন দেবগণ তথা।
কহিবারে বিশ্বামিত্রে কোপশান্তি কথা॥
জগতের মিত্র শ্রীবশিষ্ঠ ভগবান।
কহিলেন ভূপতিকে হিত উপাখ্যান॥
ইক্ষ্বাকু নৃপতি কুলে জন্ম নরপতি।
অনুপম ধর্ম্ম তুল্য তুমি মহামতি॥
নিরন্তর সত্যবাদী অসত্য বচন।
কহিতে অযোগ্য তুমি সর্ব্বথা রাজন॥
ত্রিভুবনে খ্যাত ধর্ম্মবান অগ্রগণ্য।
মিথ্যাবাদী হইতে না পার পুত্র জন্য॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া পূর্ব্বে কর্ত্তা আমি বুঝে।
না কর যদ্যপি কৃতকর্ম্ম সিদ্ধি উভে॥

সত্যভ্রষ্ট হবে কষ্ট পাইবে রাজন।
বিশ্বামিত্র স্থানে পাপ পাবে বিলক্ষণ॥
না কহিলে অসত্য জন্মিয়া দুর্ভগণ।
লোকত্রয়ে বিখ্যাত ধর্ম্মাত্মা রঘুকুল॥
চলিলা নিবৃদ্ধ মতে যেই হবে গত।
সর্ব্বদা সাধিতে কীর্ত্তি হইয়াছ রত॥
বাধ সত্য প্রতিজ্ঞাতো মনস্তা করব।
আজ্ঞা কর মুনিসঙ্গে শ্রীরামগমন॥
কৃতাস্ত্র বা অকৃতাস্ত্র যথাকর্ম্ম রাম।
সর্ব্বথা রাক্ষস কুল হারি বলবান॥
পারি পুত্র অত্রসঙ্গ পাবে সুপণ্ডিত।
গোপনে রাখিলা অস্ত্র বিদ্যা অর্জ্জিত॥
ধর্ম্মরূপে অবতীর্ণ ধর্ম্মপাল শ্রেষ্ঠ।
বীর্য্যবান মধ্যে মুখ্য শস্ত্রজ্ঞান বিষ্ঠ॥
বিদ্যা তপঃসমুদ্র অমুদ্রে বলবান।
দিব্য অস্ত্র সমুদয় আশ্রয় নিধান॥
দেবে না জানেন কিবা জানিবে মানব।
পাইবেন মুনিস্থানে সর্ব্বাস্ত্র রাঘব॥
এই রামে দিয়া দান মুনিবর স্থানে।
পালিলেন মহী পূর্ব্বে সর্ব্ব নিজ মানে॥
কৃশাশ্ব অনেক অস্ত্র দেন পূর্ব্বে দান।
কৃশাশ্বের পুত্র ব্রহ্মপুত্রের সমান॥
বহুরূপ মহাত্মা সকলে দীপ্তিমান।
জয়াশ্বিত সদা কাজ জগতে ব্যাখ্যান॥
জয়া আর বিজয়া দক্ষের দুই সুতা।
অস্ত্র শস্ত্রে সুনিপুণা বলগুণ যুতা॥
তাহাদের অশেষ বিশেষ অস্ত্রগণ।
বিশ্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র করিলা গ্রহণ॥

গঙ্গাশত্রু তথা মুখ্য জন্মাইল এবে।
তারও সংহারক পুত্র আমার বিনয়।
রিপু দৈন্য বিনাশিতে যাইতে সময়॥
তাহাদের আশ্রিত অস্ত্র সমুদয়।
এই সব অস্ত্রগণ জ্ঞাত মহামুনি।
বিশ্বামিত্র মহাবল পূর্ব্ব হৈতে গুণী॥
সপ্রপ্রাপ্ত মহাযশা সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞান।
সেই সব অস্ত্রগণে করিবেন দান॥
যে সকল অস্ত্রে রাম রাক্ষসের কুল।
হইবেন জয়ী নাশ করিয়া সমূল॥
ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাহি নৃপবর।
রাম প্রতি অনুগ্রহ করি মুনীশ্বর॥
রাক্ষসাদি প্রত্যাগতি কর অসম্ভব।
যজ্ঞ সহ রাম পুনঃ আসিবে বিভব॥
প্রাণের প্রিয়কে বর শ্রেষ্ঠ এই বারে।
যোগ্য হও করিবারে তুমি সুবিচারে॥
ঋষি শ্রেষ্ঠ রাঘবে আজি বারো লভিলা।
বশিষ্ঠের বাক্য তাহে মুক্ত যশোধা॥
সমাপ্ত হইল আর চতুর্ব্বিংশ সর্গ।
পড়িয়া পবিত্র যারা সুপাঠক বর্গ॥

২৪ সর্গ।

ত্রিপদী।

এই বাক্য যুক্তি যুক্ত, বশিষ্ঠ মুনীন্দ্র উক্ত,
শুনিলাতে হৃষ্ট নৃপবর।
দশরথ হৃষ্ট মনা, করি দেন আমন্ত্রণা,
পুত্র দেন আনন্দ অন্তর।

যথে ক্রুদ্ধ পঞ্চানন, করি যজ্ঞ আচরণ,
পুত্রশোকে মৃত্যুযজ্ঞ পরে।
শ্লোক মধ্যে শিরোভাগ, গাধিপুত্রে দেন দান,
সকম্পন রাখে অকাতরে॥
নৃপ দিলে পুত্রদান, সেই পুণ্যে পুণ্যবান,
শুচি বায়ু বহে হর্ষহীন।
বিশ্বামিত্র প্রাপ্ত রাম, কমলাক্ষ গুণধাম,
পূর্ণব্রহ্মী বালক প্রবীণ।
এই কালে সেইস্থলে, হইল নভোমণ্ডলে,
মঙ্গলগীত দর্শন শ্রবণ।
পুষ্পবৃষ্টি জয়বাদ, শঙ্খাদি দুন্দুভি নাদ,
শ্রীরামের মঙ্গল গমন॥
বিশ্বামিত্র অগ্রভাগে, পাছে রাম অনুরাগে,
রামের পশ্চাতে গতিমান।
ধনুর্দ্ধারী রঘুবর, দুষ্টকাকপক্ষধর,
শুভদৃশ্য সুমিত্রাসন্তান॥
চন্দ্রচূড়া দুই জন, পৃষ্ঠে করে শরাসন,
শোভমান দেখি মহাপথে।
বিশ্বামিত্র সহ রাম, সবাসব সুরগ্রাম,
হর্ষযুক্ত দৃষ্টে দাশরথে॥
রাবণ নিধন বাঞ্ছা, মনোগত অভিপ্রায়,
দিব্য দৃষ্টে দেখিলেন সুর।
বিশ্বামিত্র মুনিবর, মহাত্মা সর্ব্বতোপর,
অস্ত্র শাস্ত্র শিক্ষিত প্রচুর॥
তাঁহার পশ্চাৎ ভাগে, রামচন্দ্র অনুরাগে,
সলক্ষ্মণ করেন গমন।
ইন্দ্রদেব অগ্রে করি, মনোহর মূর্ত্তি ধরি,
যান ব্রহ্মা অশ্বিনী নন্দন॥

অনন্তর ধনুর্ব্বাণ, খড়্গ ধারী তেজস্বান,
নরেন্দ্র সন্তান দুই জন।
মুনি পৃষ্ঠে পাবমান, মহাকায় বীর্য্যবান,
শিব সহ গুহ গজানন॥
অর্দ্ধাধিক গিয়া পরে, যোজন সভাতুবরে
সরযূ দক্ষিণ তীরে রাম।
দক্ষিণে বাসের জন্য, রঘুকুল অগ্রগণ্য,
পরে উর্দ্ধ গত জগনাথ॥
রাম প্রতি মধুবাণী, উচ্চারণ করি জ্ঞানী,
করিলেন মুনি সম্বোধন।
রামে পূত আমন্ত্রণ, কহিলা হিত বচন,
অর্দ্ধ অনুযুক্ত তপোধন॥
হে বৎস রঘুনন্দন, স্নিগ্ধ বারি সংস্পর্শন
করিবার যোগ্য হও তুমি।
দিব দিব্য উপদেশ, তোমাকে মন্ত্র বিশেষ
যাহে হবে অস্ত্র প্রাপ্ত তুমি॥
উত্তম এ অবসর, ধর রঘুবংশ ধর
দুই বিদ্যা বলা অতিবলা।
উভয়েই প্রসন্নতা, অঙ্গ গাত্র তাপ হরা
দুর্ব্বলের বলদা প্রবলা॥
কি সুপ্ত প্রমত্ত কালে, অশেষ রাক্ষস জালে
না পারিবে করিতে ধর্ষণ।
তোমার সমান রাম, বীর্য্যবন্ত গুণধাম
না হইবে কেহ অন্য জন॥
সুর নর নাগলোকে, থাক এই কোন লোকে
সৌভাগ্যে না হইবে সমান।
ত্রিভুবন মাঝখানে, রঘু কুল বংশ ধর
নিশাচর [illegible]নে প্রধান॥

শিক্ষা বুদ্ধি আর শক্তি, তব তুল্য রঘুপতি,
প্রতিপক্ষ নাহিক উত্তরে।
ক্ষুধায় এ বিদ্যাবশ, যশস্বী হবে অশেষ,
বলা অতিবলার সঞ্চারে॥
জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসূ, এই দুই বিদ্যা শিশু,
যদি কর একান্তে গ্রহণ।
ক্ষুধা পিপাসা অসময়ে, পীড়া না করিবে তবে,
অনায়াসে হইবে দমন॥
[illegible] ভুবনে রাম, অপূর্ব বিদ্যা [illegible],
ত্রিলোকে হবে তুমি সার।
পিতৃ [illegible], দুই বিদ্যা রঘুকুল,
[illegible] বুদ্ধি [illegible]॥
এই বিদ্যা সংগ্রহণে, তুমি পাবে ত্রিভুবনে,
কাকুৎস্থ নির্মল যশ [illegible]।
[illegible] সুন্দর [illegible], কামনা সম্পূর্ণ হবে,
অতুল্য ভুবনে তুমি খ্যাত॥
এই বিদ্যা [illegible], [illegible] সকাশ,
করিবে শ্রীরাম তব প্রতি।
মুনি বাক্যে [illegible], জলস্পর্শ করি রাম,
যুক্তকরে স্থিত রঘুপতি॥
বিশ্বামিত্র মুনি স্থানে, দিব্য অস্ত্র [illegible],
যথা বিধি করিলা গ্রহণ।
করিয়া বিদ্যা [illegible], আজ্ঞা [illegible] নারায়ণ,
[illegible] সহিত লক্ষ্মণ॥
[illegible] সরযূর তটে, [illegible],
এক রাত্রি করিলা প্রবাস।
আদিকাণ্ড রামায়ণে, [illegible] বিদ্যা [illegible],
[illegible] কৃত্তিবাস॥

[illegible] সর্গ।

পয়ার।

সেই [illegible] সর্বলোক হইতে [illegible]।
[illegible] শুনহে কাকুৎস্থ কুলনাথ॥
বিশ্বামিত্র মহাতপা আসিয়া [illegible]।
[illegible] কৌশল্যা সুত [illegible]॥
প্রাতঃসন্ধ্যা উপাসনা করি রঘুবীর।
[illegible] শ্রীরাম [illegible]॥
[illegible] [illegible]।
[illegible] দুই ভাই [illegible]॥
[illegible] করি [illegible]।
[illegible] মুনি [illegible]॥
[illegible] কিনারে দুই সহোদর।
বিশ্বামিত্রে [illegible]॥
[illegible]।
[illegible] কৌতুক [illegible]॥
[illegible] নদী দেখিয়া [illegible]।
[illegible] দুই [illegible]॥
দর্শন করেন দিব্য [illegible]।
[illegible]॥
[illegible]।
অতি [illegible] দেখিয়া প্রকাশ॥
করিতেছিলেন [illegible]।
[illegible]॥
[illegible] জিজ্ঞাসা করিলা [illegible]।
কৌতুক [illegible]॥

এ আশ্রমে কামমূর্তি দেখে মুনিকুলে।
যোগ কুশলজন করিছে মঙ্গলে।
হরিষবদনে মুনি কহেন কৌতুকে।
শুনিয়া রামের বাক্য গাধির নন্দন।
একমন করিয়া আস্য হাস্য মুখে মুনি।
কহিলেন কৌতুকে মধুর এত শুনি॥
অবধান কর রাম পুরাতন কথা।
কন্দর্প থাকেতে এই অতি রম্য স্থান॥
মূর্তিমান মদন বিখ্যাত অনঙ্গ।
থাকে কর শিবতপ ভাঙ্গিবারে রঙ্গ॥
মহাতপে তপস্বী ভবে কারে নাহি।
পার্বতী বিবাহ হেতু সবার অভীষ্ট।
ধ্যানভঙ্গে শিব অস্ত্রে হরিষে উন্মত্ত।
ক্রোধ করিয়া রুদ্র দিলা অভিশাপ।
রুদ্রনয়নে সহসা দগ্ধ তার অঙ্গ।
নির্দগ্ধ হইল দিব্য শরীর সর্বাঙ্গ॥
এই স্থানে অশরীরী হৈল সেই কাম।
সে কারণে অনঙ্গ বিখ্যাত তার নাম॥
[illegible]
তাহার আশ্রম এই মহা পুণ্য দেশ॥
[illegible] বসে অত্র মহা পুণ্যবান।
ঋষিগণ আনন্দে দেখহ বিদ্যমান॥
[illegible] উপদেশে নিরত সর্ব জন।
[illegible] পুরাতন ব্রহ্ম ঋষিগণ॥
[illegible] তিন দিন দৌত পাপ [illegible]।
[illegible] হৈতে সুরধুনী স্নানী॥
অদ্য রজনী [illegible] কৌশল্যা নন্দন।
এক রাত্রি বঞ্চিয়া করিল সর্ব জন॥

স্থিত হইয়া সরযূ গঙ্গার মধ্যদেশে।
শোভন দর্শন কল্য করিব বিশেষে॥
পরদিন পার হইয়া পবিত্র পাবনী।
সুন্দর শুভদ জলে স্নানান্তে সংজ্ঞানী॥
পুণ্য আশ্রমে শুচিস্নানে করিল গমন।
এই কাম আশ্রমে [illegible]।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্র মুনি [illegible]।
তপস্বী যত তাঁরা দীর্ঘ [illegible]॥
বিদিত হইয়া সবে [illegible]।
হর্ষিত সুপ্রীত সব মহাতপাগণ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তবে কুশিক নন্দনে।
পূজা করি পূজিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণে॥
অতিথি সৎক্রিয়ায় তুষ্ট করেন সকলে।
পরম সৎকারে প্রাপ্ত রাঘব সে স্থলে॥
[illegible] অনঙ্গ আশ্রমে।
সুখে প্রাপ্ত মুনি সহ রঘুকুলে॥
কবি প্রোক্ত রামায়ণ পবিত্র রসাল।
আদিকাণ্ডে গায়ক [illegible] সুবিশাল॥
কামাশ্রমে শ্রীরামের বসতি সংবাদ।
বড় [illegible] সাধুবাদ॥

[illegible] সর্গঃ।

ত্রিপদী॥

অনন্তর রঘুবর, [illegible], [illegible],
[illegible] আজ্ঞাধর।
[illegible] বিশ্বামিত্র অভিমতে,
[illegible]॥

নির্ম্মল সরযূ তীরে, রঘুবংশ দুই বীরে,
উপনীত রাম গুণাকর।
সকলে মহাত্মা বীর, পরিহরি স্বকুটীর,
বিশ্বামিত্র সহিত সত্বর॥
সম্মুখে সংস্থিত করি, আনি উত্তম তরি,
বিশ্বামিত্রে কহেন বচন।
রাজপুত্র পুরঃসরে, মুনিবর ত্বরা করে,
তরী মধ্যে কর আরোহণ॥
রঘুনাথে সঙ্গে করি, আরোহণ করি তরি,
ইষ্ট পথে কর সুগমন।
বিলম্ব উচিত নহে, শুভকাল পথে বহে,
সত্বর হইবে সংশোধন॥
মুনিগণ বাক্য শুনি, বিশ্বামিত্র মহামুনি,
তরী আরোহে করি অঙ্গীকার।
পূজিয়া সম্পূজ্য গণে, তারপর তপোধনে,
পুণ্য নদী তরণে সঞ্চার॥
বাহিনী বিমল নীর, বহনে পবন স্থির,
নদী মধ্যে নব ঘন প্রায়।
বিশ্বামিত্র মুনি প্রতি, জিজ্ঞাসিলা মহামতি,
রঘুবংশ শ্রেষ্ঠ গুণধাম॥
শুনিয়া নদীমধ্যে শব্দ, রঘুবংশে বীর বর,
জলাভেদ … উচ্চ রব।
কিবা শব্দ এ কারণ, ভয়ঙ্কর এই স্থান,
কহ মুনি শুনি হেতু …॥
শ্রীরামের বাক্য শুনি, মহা রঙ্গে মুনি,
উত্তর সুকৌশলে করি।
কহি রাম তব প্রতি, এ হেতু মহামতি,
রঘুপতি কর বিস্তর।

কৈলাসপর্ব্বত শিরে, প্রজাপতি অভিপ্রায়ে
নির্ম্মিলা মানস সরোবর।
হইল মানসোদ্ভূত, এই হেতু সর্ব্ব পূত,
মানসাখ্য নাম মনোহর।
মানস সরোবরে, অযোধ্যার কোলে করে
প্রবাহিতা সরযূ তরঙ্গিণী।
ব্রহ্ম সরোবর হতে, অবতীর্ণা অবনীতে,
জাহ্নবীর সঙ্গে সংযোগিনী।
সেই শব্দ এই রাম, প্রকাশিয়া অভিরাম,
বারি সংঘর্ষণে শব্দ হয়।
প্রণত হইয়া ভাবে, চল তাত জলাধারে,
প্রণাম করিয়া নদীদ্বয়॥
উত্তীর্ণ হইয়া তীরে, রঘুবংশ দুই বীরে,
চলিলেন কানন দর্শনে।
নব প্রতি ঘোরতর, অরণ্য দেখি রঘুবর,
জিজ্ঞাসেন তবে তপোধন।
কার এই বন স্থান, মেঘাকার দীপ্তিমান,
ঘোরতর প্রকাশে প্রবল।
অতি দুর্গম বন, নানা বৃক্ষ পরিপূর্ণ,
ঝিল্লিরবে রবময় স্থল॥
অগণন মৃগদল, কাননে করে বিচরে,
সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক বরাহ।
গহ্বরে গহ্বরে চলে, অতি ভয়ঙ্কর স্থলে,
পক্ষিকের বহুল প্রবাহ॥
খদির ধব পলাশ, শাল্মলী পুষ্প বিকাশ,
কুম্ভ বিল্ব কুটজ বিকাশে।
অশেষ কণ্টক গ্রাম, ব্যাধ অগণিত ভূম,
জিজ্ঞাসিলা অতি সুপ্রকাশে॥

শ্রীরাম লক্ষ্মণ প্রতি, কহি মুনি শীঘ্রগতি,
কহিলেন শ্রীরাম সুধাবে ।
সাবধানে হও শান্ত, কহি পূর্ব্ব পরিক্রান্ত,
এই জনপদ সুশোভনে ।
মুনি কহে মনোলোভা, পূর্ব্বে কিবা পূর্ব্বশোভা
ছিল স্থান এখানে শ্রীরাম ।
মলদ করুষ নাম, লোকালয় দুই গ্রাম,
সুখের নিমিত্ত অবধান ॥
বৃত্র নিশাচর হতে, রণযুক্ত কলেবরে,
ক্ষোভ হেতু সহস্র লোচনে ।
ব্রহ্মহত্যা কলুষ পাপে, দেহ পূর্ণ পরিতাপে,
দেখি ইন্দ্র দেব ঋষিগণে ।
অঙ্গুরে অভিষিক্ত নীরে, গঙ্গাজলে সুগন্ধীরে,
নিষ্পাপ করিল শুদ্ধ স্নান ।
এই দেশে সুরপতি, শুদ্ধ মন হৃষ্টমতি,
নিষ্পাপ হৈলেন ভগবান ।
নির্ম্মোক সুচারু কান্তি, পরিহরি ক্ষুধা ভ্রান্তি,
মহা হর্ষ প্রাপ্ত পুরন্দর ।
নির্ম্মল নিষ্পাপ তনু, শুচি ইন্দ্র মুনিজন,
এই স্থানে শুদ্ধ কলেবর ॥
প্রীত হয়ে পুরন্দর, স্থানদ্বয়ে দিল বর,
হবে জনপদের প্রধান ।
মলজ করুষ নাম, হইবে উত্তম ধাম,
মমাঙ্গ মলিন চিহ্ন স্থান ॥
ইন্দ্রবাক্যে ব্রহ্মাদেবে, তথাস্তু বলিলা পরে,
ইন্দ্রপ্রভু গেলা স্বর্গ পুরে ।
শুনি দেবগণে কহেন, এই নামে দুই গ্রাম,
হইবে ঘোষিত তিন পুরে ॥

এই রূপ সুবিশদ, পূর্ব্বে দুই জনপদ,
ছিল মহাঋদ্ধি যুক্ত স্থান ।
মলজ করুষ নাম, তব রাম গুণধাম,
প্রকাশিত এই অভিধান ॥
অনন্তরে রঘুবীর, কিছু কাল পরে বীর,
সেই স্থানে দুরন্তা যক্ষিণী ।
কামরূপা বলবতী, সহস্র কুঞ্জর শক্তি,
ধারিণী সে কামনা রূপিণী ॥
দশ শত হস্তিবলে, তাড়কা নামেরে বলে,
সুন্দ দৈত্য ভার্য্যা ভয়ঙ্করী ।
ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম, পুত্র মহাবীরত্তম,
মারীচ প্রসূতি নিশাচরী ॥
নষ্ট করি জনপদ, এই স্থানে প্রাপ্তপদ,
অদ্যাপি তাড়কা করে বাস ।
তাড়কা যক্ষিণী খ্যাতা, মারীচ রাক্ষস মাতা,
এই পথে চল অক্লেশ ॥
গিয়া দুই ক্রোশ পথ, পূর্ণ কর মনোরথ,
তাড়কা কাননে রঘুবর ।
নিজ বাহু বলাশ্রয়, করিয়া রাজতনয়,
যক্ষিণী বিনাশ জলধর ॥
আমার আদেশে বীর, মুনিগণে রাখ স্থির,
নিষ্কণ্টক কর এই স্থান ।
কোন জন এই পথে, আসিতে না পারে ক্লেশে
ক্রোধ জ্বলন্তী বিদ্যমান ॥
এই সর্ব্ব স্থান, কহিনু তব সন্নিধান,
যে রূপে আছয় এই বন ।
যক্ষিণীর অধিকার, পূর্ব্বাবধি অবতার,
অদ্যাপি তা… গিত কানন ॥

তুমি কর প্রণয়ন, রাক্ষসী বধের শাসন,
শ্রীরঘুনন্দন কর জ্ঞান।
রামায়ণে আদিকাণ্ডে, নানা কথা এ প্রকাণ্ডে,
সুধাময় সাধু কর পান॥
তাড়কা বন প্রবেশ, নদ্ধবিশেষ সর্গ শেষ,
পুণ্য কথা অত্র সমাপন।
পরে বিশ্বামিত্র মুনে, প্রবেশ দুর্জয় বনে,
তাড়কার উৎপত্তি কথন॥

২৭ সর্গ।

পয়ার।

অপ্রমেয় মুনীন্দ্রের বচন শুনিয়া।
সংশয়ে আকুল রাম জিজ্ঞাসেন এত॥
বারম্বার রঘুবর করেন জিজ্ঞাসা।
অল্প বীর্য্যবান যক্ষগণ অল্প আশা॥
শুনু আছে এই রূপ মুনীন্দ্র প্রবন্ধ।
বিস্তার করিয়া কহ শুনিব সম্বন্ধ॥
অবলা সহস্র হস্তি বলবিধারণ।
কি রূপে সম্ভব কহ শুনিব কারণ॥
রামবাক্যে বক্তা বিশ্বামিত্র তপোধন।
বিশেষ কৌশল্য শুন কৌশল্যানন্দন।
যেহেতু অবলা করে এ বল ধারণ।
প্রকাশ করিয়া কহি করিবে শ্রবণ॥
পূর্ব্বেতে ছিল মহাযক্ষ [illegible] সুকেতু।
করিল ঘোর তপস্যা [illegible] কামহেতু॥
আপুনি দর্শন দিয়া পদ্মযোনি।
তপস্যায় তুষ্ট হয়ে দিলেন শক্তি॥
কন্যা এক অতুলনী তাহাকে দেন দান।
সহস্র মাতঙ্গ তুল্য দিলা বলদান॥
পুত্র আকাঙ্ক্ষী যক্ষ মাগে পুত্রবর
না দিলেন ব্রহ্মা ভাবিয়া অন্তর।
দেখিয়া তাড়কার রূপ যৌবন কামিনী।
দিনে দিনে বৃদ্ধি হয় চন্দ্রকলা জিনি।
সুন্দ অসুরের পুত্র নাম তার সুন্দ।
দান দিল কন্যা তারে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
কিছুকাল মধ্যে যক্ষী প্রসবে সন্তান।
মারীচ নামেতে খ্যাত মহা বলবান॥
অভিশাপে মহামুনি হইল নাশ।
অগস্ত্য মুনীন্দ্র হতে সুন্দের বিনাশ।
সুন্দ দৈত্য বিনাশ করিয়া মুনি দেহ।
সপুত্র তাড়কা যায় ক্রোধিতা হৈয়া॥
কোপরূপে ধরিয়া ভক্ষিতে চাহেন।
সকোপে মারীচ প্রতি কহিল বচন॥
এখনে রাক্ষস হও যক্ষিণী সন্তান।
তাড়কারে অভিশাপ করিল প্রদান॥
রাক্ষসী হইবে হয়ে পুরুষ ভক্ষণ।
ভয়ঙ্কর মুখ হবে ঘোর দরশন॥
এইরূপ পরিত্যাগ করিয়া যক্ষিণী।
হইলে বিকৃতাকৃতি নিবাসিত প্রাণী॥
সেই এই অভিশপ্ত অগস্ত্য হইতে।
তাড়কা দুষ্ট যক্ষিণী বিখ্যাত জগতে॥
এই দেশে আসিয়া দক্ষিণীগণে রাম।
অগস্ত্যের অভিশাপে আসিলে নিবাস॥
এ রূপে রাক্ষসী নাম দুষ্কৃতা দারুণী।
গো ব্রাহ্মণ রক্ষা কর তাহাকে সংহারি॥

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] নিশাচরী [illegible]
[illegible]
[illegible] নাহি পায় [illegible] কভু [illegible]
[illegible]
এই ধর্ম পুরাতন মুনি বাক্য মর্ম॥
রাজবংশে জন্মিয়াছ তুমি মহা মতি।
অধর্ম রূপিণী নাশ কর রঘুপতি॥
কাকুৎস্থ বর্দ্ধ পালন প্রজাগণ হিত।
নিন্দিত কি অনিন্দিত [illegible] সমুচিত॥
প্রজা রক্ষা হেতু রাম করিবে [illegible]।
[illegible] কি [illegible] কর [illegible]॥
[illegible]
[illegible] বিরোচন।
[illegible] তার সুতা।
[illegible] বলবতী ধর্ম পরিচ্যুতা॥
[illegible] করিয়া প্রকাশ।
[illegible] পৃথিবী নাশ করিবারে আশ॥
[illegible] তারে অস্ত্রাঘাতে করিলা নিপাত।
[illegible] আরো কহ শুন কহি তাত॥
[illegible] বিষ্ণু মন্দাকিন [illegible] প্রবল।
[illegible] পরাক্রম ধারিণী অবলা॥
[illegible] ইন্দ্রলোক প্রাপ্তি ইচ্ছা করে।
[illegible] করিলা তারে বিষ্ণু [illegible]॥
[illegible] হইল নির্ব।
[illegible] হারী [illegible]॥

অধর্মচারিণী নারী বধে নাহি পাপ।
বধিলা তাড়কা [illegible] মনস্তাপ॥
ঋষি [illegible] রামায়ণে আদিকাণ্ড কথা।
শ্রীরামের বালক চরিতামৃত যথা॥
তার মধ্যে মিষ্টতর তাড়কা উৎপত্তি।
[illegible] বিংশ সর্গ হইল নিষ্পত্তি॥

ষষ্ঠ সর্গঃ।

ত্রিপদী।

[illegible] মুনি বলে, শুনিয়া নৃপ নন্দন,
[illegible] তারে রঘুপতি।
[illegible] ব্রতধারী জলধর,
[illegible] মুনিবর প্রতি॥
পিতৃবাক্যে উপদিষ্ট, ঋষি তব মনোভীষ্ট,
[illegible] মুখে শুনি মহামুনি।
বিশ্বামিত্র মুনি বাক্য, করিবে আপনি রক্ষা,
প্রভু সর্ব্ব সুবিজ্ঞ আপনি॥
সেই আমি পিতাদেশে, আছি তব পৃষ্ঠদেশে,
করিব সে যক্ষিণী বিনাশ।
তাড়কা দুষ্ট রূপিণী, গো ব্রাহ্মণ বিঘাতিনী,
যাবে তার জীবন প্রয়াস॥
গো ব্রাহ্মণ হিত হেতু, তব বাক্য পুণ্য সেতু,
সর্ব্ব জনে অতি হিতকর।
দেশের [illegible] সকল, কর্ত্তব্য কর্ম্ম দুষ্কর,
[illegible] পালন [illegible]॥
এই বাক্য [illegible], রঘুবর ধনুর্দ্ধারী,
[illegible]।
[illegible] সমান [illegible],
পূর্ণ করি [illegible]॥

সেই শব্দে [illegible], শৈলপ্রান্ত বন ভূমণ্ড,
তাড়কা সন্ত্রাসী অতিশয়।
অন্যপক্ষে চৈতন্য পায়, ঘোরশব্দে জানা যায়,
ক্রোধে মূর্চ্ছা নাশিতে আশয়॥
চীৎকার করিয়া ধায়, ক্রোধে লম্ফ দিয়া যায়,
ভয়ঙ্করী বিকৃতবদনা।
ধনুঃশব্দ যেই ভাগে, লক্ষ্যে যায় যথা রামে,
দেখি তারে রাম [illegible]॥
বিকৃতা বিকৃতানন, অতি উচ্চ [illegible],
আগতা দেখিয়া রাক্ষসীরে।
কহিলেন রঘুপতি, সৌমিত্রি লক্ষ্মণ প্রতি,
দৃষ্টি কর আসিয়া অচিরে॥
বিকৃত দারুণ আস্য, ক্রোধে [illegible]
ভয়ঙ্কর অতি উচ্চতর।
এই দুষ্ট রাক্ষসীর, এইক্ষণে দেখ বীর,
বিক্ষত হৃদয় করে শর॥
মম বাণে হতপ্রাণা, ভূমি গতা ম্রিয়মাণা,
রুধিরে আপ্লুতা প্রতাপিনী।
এই যে রাক্ষসী ঘোরা, ভীমরূপা ভয়ঙ্করা,
উচ্চতরা উৎকট পাপিনী॥
মম বাণ হুতাশনে, নির্দ্দগ্ধ হইয়া বনে,
নিষ্পাপা হইবে পাপিনী।
এই বাক্য রঘুপতি, কহিলা লক্ষ্মণ প্রতি,
অন্তরাত্মা কোপেতে অতি॥
[illegible] লক্ষ্মণেরে [illegible],
[illegible]।
[illegible] রঘুপতি,
[illegible]

দেখিয়া [illegible], মধ্যে এই বজ্রাকার
অতিশয় বিকৃত দর্শন।
তাড়কা [illegible] মহামেঘ চন্দ্র [illegible]
আচ্ছাদিতে যেন সুধাকর॥
উচ্চ [illegible] ভুজদ্বয়, হিংস্র পূর্ণ [illegible],
[illegible] কুপিত রঘুবর।
অতি অর্দ্ধচন্দ্র বাণ, রাক্ষসী হৃদি সন্ধান,
কালান্তক রাঘবের শর॥
বজ্রতুল্য সেই শরে, বিকুলিতা হয়ে পরে,
মুখে করে রুধির বমন।
পড়িয়া মরিল তথা, রাক্ষসীরে দেখে যেথা
ভূমিগতা বিকৃত দর্শন॥
তুষ্ট হয়ে সুরপতি, পরে দেবগণ প্রতি,
সাধু সাধু উক্তি অনিবার।
[illegible] সুখকর, কহে [illegible],
রামচন্দ্র [illegible]।
পুনঃ পুনঃ পুরন্দর, প্রীতিযুক্ত [illegible],
অম্বরে সহস্র চক্ষুধর।
বেষ্টিত অমর গণে, সংস্থিত হয়ে গগনে,
বিশ্বামিত্রে কহিলা উত্তর॥
মুনিবর দেখ চক্ষে, সর্ব্ব সুর তব পক্ষে,
সবকেতে ইন্দ্রাদি সংস্থিত।
তোমার আনীত রাম, অক্লেশে গুণধাম,
তাঁর কর্ম্মে সবে সন্তোষিত॥
আমাদের সমাদেশে, [illegible] পরিশেষে
রঘুনাথে দেহ অস্ত্র মুনি।
তপস্যাদি যোগবলে, সর্ব্ব অস্ত্রে সুমঙ্গলে,
সর্ব্বদাতা সুপাত্র আপনি॥

প্রজাপতি কন্যাদিগে [illegible] যেই যাগে,
কৃশাশ্ব [illegible]।
পাইয়াছি যত পরে, [illegible] হৃদয়ে,
পুত্র তুল্য কোশলনন্দন॥
তব শিষ্য এই রাম, [illegible],
ইহাঁ হতে হইবে বিস্তর।
আমাদের মহৎ কার্য্য, জানিলে ঋষি [illegible],
হিতকারী রঘুবংশবর॥
মুনিবরে এই বলি, পূর্ব্ব পথে যান চলি,
গগণ মণ্ডলে সুরবর্গ।
পরে সন্ধ্যা উপস্থিতি, বিশ্বামিত্র মহামতি,
তাড়কা বিনাশে হৃষ্ট দুর্গ॥
হয়ে মুনি তুষ্টতর, কহিলা বাক্য সুন্দর,
শিয়া রামচন্দ্র শিরোঘ্রাণ।
হে বীর [illegible], এইক্ষণে সাধারণ,
উচিত রজনী অবস্থান॥
[illegible] সুপ্রভাতে, সাবধানে দুই ভাতে,
[illegible] আশ্রমে করিব গমন।
[illegible] রামায়ণে, তাড়কার বিনাশনে,
ঊনত্রিংশ সর্গ সমাপন॥

২৯ সর্গঃ।

পয়ার।

রজনী প্রভাতে বিশ্বামিত্র তপোধন।
[illegible] রামচন্দ্রে কহিলা বচন॥
অলৌকিক কর্ম্মে [illegible] তোষিলে আমারে।
প্রীতিচিত্তে অস্ত্রদান করিব তোমারে॥
সেই [illegible] অশেষ প্রকার।
যে যে অস্ত্র জানি মহাজ্যোতি রঘুবর।
তুমি তাহা প্রতিগ্রহ পাত্র গুণাকর॥
ব্রহ্মাস্ত্র প্রথমে রাম করিব প্রদান।
ত্রিভুবনে অনিবার্য্য ভয়ঙ্কর বাণ॥
সেইরূপ দণ্ড অস্ত্র প্রজা সংহারক।
প্রদান করিব তব শত্রু নিবারক॥
কাল [illegible] ধর্ম্ম অস্ত্র করি পরিত্যাগ
[illegible] অস্ত্র সংসারে অনুরাগ
[illegible] চক্র বাণ।
[illegible] করিব প্রদান॥
[illegible] নিবন্দন [illegible]।
ধর ব্রহ্মশির [illegible] ভয়ঙ্কর॥
[illegible] দান করি।
[illegible] কর হরি॥
[illegible] ভাস্কর।
দান করি গদাদ্বয় ধর গদাধর॥
অপ্রতিম মহিম জানিবে কোদণ্ড
অন্যান্য গ্রহণ কর নামে রক্তমুখী॥
ধর্ম্মপাশ কাল পাশ অস্ত্র সুদুর্জয়।
দারুণ বরুণ পাশ লও দয়াময়॥
এত দিব অশনি [illegible] খরতর।
পিনাকাস্ত্র চার অস্ত্র ধর বহুতর॥
নারায়ণ [illegible] নারায়ণ।
অপূর্ব্ব [illegible] বিপক্ষ দহন॥
[illegible] কর সংগ্রহণ।
[illegible] প্রবর্ত্তন॥
[illegible] অস্ত্র অনুপম।

অযোধ্যা বিজয়া নামে আছে শক্তিদ্বয়।
প্রদান করিব তবে সদয়হৃদয়॥
গৃহাণ কাল মুষল কঙ্কাল কিঙ্কিণী।
প্রস্থাপন সম্মোহন জৃম্ভন কারিণী॥
বর্ষণ শোষণ শর শক্র নিকৃন্তন।
কন্দর্পদয়িতা অস্ত্র মদনোন্মাদন॥
গান্ধর্ব্ব প্রধান অস্ত্র অপর মোহন।
তেজোপ্রভৃতি হয় শর কর হে গ্রহণ॥
সৌরাস্ত্র ইহার নাম শত্রু দহে যায়।
রক্ষ মানব অস্ত্রে দান করি তায়॥
পুনশ্চ ঈশাণ অস্ত্র কুবেরের শর।
দারুণ কর্কশ বাণ শত্রু প্রাণ হর।
মূর্চ্ছন তাপন বাণ অপর কম্পন।
সম্বর্ত্ত আবর্ত্ত শর অগ্নি বিকর্ষণ॥
সত্য সত্য মৌষল অপর মহানায়।
তৈজস অমোঘ অস্ত্র দহে শত্রু কায়॥
পর তেজঃ প্রকর্ষণ করিব প্রদান।
সমাস্ত্র শিশির শর ধর ভগবান॥
অপর যে স্বষ্টবাণ বৈরি ব্যথাকর।
মানব অজিত অস্ত্র ধর দৈত্যেশ্বর॥
দানবাদি অস্ত্র সব তদর্থে প্রদান।
নৃপবর পূত আত্মা কর গুণধাম
অনন্তর রঘুবর হইলে পূর্ব্বাস
শুচীভূত মুনি ক্রম করি [illegible] ন্যা॥
প্রদান করেন রামে হইয়া প্রীত।
অত্যন্ত উত্তম অস্ত্রগ্রাম [illegible] নীত॥
[illegible] পায়ে ধরি [illegible] জ্ঞান হরি।
[illegible] ভক্তি ধরি॥

রাঘবে [illegible] কহিল বচন।
কৃতাঞ্জলি [illegible] অস্ত্রগণ।
হইলাম [illegible] তোমার বাধ্য অতি।
অস্ত্রগণে নিরীক্ষণ করি রঘুপতি।
করে ধরি আলিঙ্গন করেন সুধীর।
সকলে আমারে ভজ হইয়া সুস্থির॥
স্মরণে আসিবে শীঘ্র নাশিবারে অরি।
অস্ত্রলাভে মুনিপ্রতি কহিলা শ্রীহরি।
প্রণাম করিয়া যথাবিধি তপোধনে।
অনন্তর রঘুবর উন্মুখ গমনে॥
আদিকাণ্ডে রামায়ণে অপূর্ব্ব আখ্যান।
ত্রিদশ দুর্ল্লভ রামচন্দ্রে অস্ত্র সম্প্রদান॥

অস্ত্রকর্ষ।

লঘু ত্রিপদী।

প্রাপ্তে অস্ত্র গ্রাম, প্রীত মনা রাম,
যাইতে যাইতে পথি;
বিশ্বামিত্রে বাণী, মধুময় মানি,
কহিলেন দাশরথি॥
নিয়া তব শর, শুন মুনিবর,
দেবের অজিত আমি।
অস্ত্র সমুদয়, দিলে মহাশয়,
আপনি জ্ঞানির স্বামী।
কহ পুনর্ব্বার, এ অস্ত্র সংহার,
করিতে সমর্থ যথা।
এই উক্তি শুনি, বিশ্বামিত্র মুনি,
কহিলা সংহার তথা॥

[illegible] [illegible] [illegible] বিকৃত,
[illegible]।
[illegible] সমুদয়, [illegible],
রাজে মুনি সমর্পণ॥
[illegible] অস্ত্র, পূত অস্ত্র, [illegible]
বশীকরণ উত্তম।
সত্যবাক্ সত্য, কীর্ত্তি ধৃতি [illegible],
[illegible] শর সত্তম॥
প্রতিপাত রস, মানক কর্দ্দম,
যুগল অস্ত্র প্রদান।
অবাঙ্মুখ আর, পরাঙ্মুখ সার,
শত্রু সংহারক বাণ॥
বৃষ, ধৃতকর্ম্মা, বিশ্বামিত্র, [illegible],
[illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] প্রবর,
[illegible] নামে বাণ॥
[illegible] শর, [illegible] [illegible],
পদ্মনাভ মহানাভ।
দুন্দুভি নিস্বন, জ্যোতির্ম্ময় বাণ,
[illegible] জুম্ভক সুনাভ।
মকর কুবর, অঙ্গদী প্রবর,
যুগন্ধর নিত্রাভেদী।
প্রমথন শর, [illegible] কুণ্ডধর,
কামরূপী শত্রুভেদী॥
[illegible] অতি, অতিভূ প্রভৃতি,
[illegible] পূর্ণ নাভ।
[illegible] রোহণ, কুশাম্ব [illegible],
কামরূপী কর লাভ।

[illegible] [illegible] পদে, ভাবিত সমরে,
জ্যোতিম্মতি চিহ্ন বাণ।
ধন্য বিনায়ক, সুবিঘ্নকারক,
বিজয় [illegible] দান॥
এই সর্ব্ব শর, ধর রঘুবর,
প্রয়োগ কহিত পরে।
এই উপযুক্ত, মুনিবর উক্ত,
স্বীকার করিয়া পারে॥
সেই সব শর, বিনামূর্ত্তিধর,
[illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible], করিয়া শরণ,
[illegible] অতিদীপক॥
কৃতাঞ্জলি করি; কহেন শ্রীহরি,
মধুর স্বরে সেস্থলে।
এই সব বাণ, দেখ ভগবান,
বশীভূত করতলে॥
বাণগণ [illegible], শুনি মহাজ্ঞানী,
কহিলা শ্রীরামধনে।
গচ্ছ ইচ্ছা স্থানে, মঙ্গল বিধানে,
আমাকে রাখিবা মনে॥
আসিবা নিশ্চয়, কর্য্য সময়,
কলে মাহাত্ম্য কালে।
এই [illegible], আমন্ত্রণ ছলে,
[illegible] বাণ আসে॥
[illegible] [illegible], ভবে পুনর্ব্বার,
[illegible] [illegible] প্রস্থান।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

বচন মধুরে, কহিলা মুনিরে,
ঘোরতর প্রভাকর।
ঘনসব দূরে, বিটপি প্রচুরে,
শোভিত বিপিনবর॥
পর্ব্বত সমীপে, মনোহর রূপে,
শোভিত কানন বরে।
নদনীর আভা, মনোহর শোভা,
মধুর [illegible]॥
নারী মুরারি, [illegible]
[illegible]
[illegible]
কানন [illegible]
যাব তব স্থানে, [illegible]
সিদ্ধাশ্রম [illegible]
যথা [illegible], [illegible]
তব যজ্ঞে বিঘ্ন করে॥
রামায়ণ রস, ত্রিভুবন বশ,
আদিকাণ্ড কাণ্ড সার।
অজ্ঞক প্রদানে, পরম আখ্যানে,
একত্রিংশ সর্গোদ্ধার॥
ইতি সর্গ॥

[illegible]

বন [illegible]
বিশ্বামিত্র [illegible]
[illegible]
বামন [illegible]

সিদ্ধাশ্রম [illegible] সিদ্ধ যজ্ঞে [illegible]
বামন [illegible] কড়ি।
[illegible] হয়॥
[illegible] নন্দন॥
[illegible] মহাবলবান।
[illegible] ত্রিভুবন হইল প্রধান।
[illegible] ব্রতী বলি দেখি দেবগণ।
[illegible] প্রকাশিত হন॥
[illegible] পীতাম্বর [illegible]
[illegible] আদি সর্ব্ব সহামতি॥
[illegible] বলি করে মহাযাগ।
[illegible] সর্ব্ব অনুরাগ॥
[illegible] কিছু বলি।
[illegible] মহাবলী॥
[illegible] হয়।
[illegible]॥
কল্পতরু বলির [illegible]
চাহিবে [illegible] তুমি তাহে [illegible]॥
বীর্য্য বলে [illegible] তখন দেবোত্তম।
স্বীকার করিবে তবে পরে ত্রিভুবন॥
ত্রিবিক্রমে ত্রিভুবন হরিবে তাহার।
প্রদান করিলে ইন্দ্রে সব অঙ্গীকার॥
[illegible] তিন লোক বলে নিল হরি।
[illegible] অনুগ্রহ করি॥
[illegible] সিদ্ধাশ্রম [illegible]।
[illegible] জ্ঞান॥
[illegible] হরি।
[illegible] মর্দ্দ।

দেবগণ বাক্য হরি হলো প্রতিশ্রুত।
অদ্ভুত বামন রূপ ধরিলেন অচ্যুত॥
বিরোচন সুতের সমীপে উপনীত।
ত্রিবিক্রম চাহিলেন [illegible]॥
ত্রিপদে ত্রিপাদভূমি করিলা হরণ।
ত্রিবিক্রম খ্যাত নাম হৈল [illegible]॥
এক পদে সমস্ত পৃথিবী নিলা হরি।
দ্বিতীয়ে অব্যয় ব্যোম লইলা সংহরি॥
তৃতীয়চরণে স্বর্গ করিয়া হরণ।
বলিকে পাতালে দিলা করিয়া বন্ধন॥
করিলেন ত্রিভুবন ইন্দ্রে সমর্পণ।
সুরগণ কণ্টক করিয়া উদ্ধারণ॥
পূর্ব্বে এ অপূর্ব্ব স্থান বিষ্ণু মহাত্মার।
এই স্থানে বামনের আশ্রম বিস্তার।
এই স্থলে আমি করি যজ্ঞ [illegible]।
যজ্ঞ বিঘ্ন করে [illegible] আসি [illegible]॥
থাকে দুই মহাবলে [illegible] নন্দন।
বধিলে এ বন হবে সদৃশ নন্দন॥
দুরাচার বিনষ্ট হয় দুই নিশাচর।
তবে যাব সিদ্ধাশ্রমপদে রঘুবর॥
অতীব আশ্রম স্থান তোমার যেমন।
সেইরূপ মমাশ্রম করিবে মনন॥
দূরে হইতে তোমাকে দেখিয়া অভ্যাগত।
গাত্রোত্থান করে সিদ্ধাশ্রমবাসী যত॥
বিশ্বামিত্র সহ রামে করিলা পূজন।
প্রবিষ্ট হইলে দিব্য আশ্রম [illegible]॥
মঙ্গল্য অর্ঘ্য আদি পাদ্যাদির দান।
শ্রীরামলক্ষ্মণ [illegible]॥

শ্রীরাম মুহূর্ত্তমাত্র করিলা বিশ্রাম।
লক্ষ্মণসহিত নবদূর্ব্বাদলশ্যাম॥
বিশ্বামিত্র মুনিবরে করি কৃতাঞ্জলি।
কহিলেন রামচন্দ্র হয়ে কুতূহলী॥
অদ্য আপ্য দীক্ষা কার্য্য কর্ত্তব্য প্রবেশ।
মুনিশ্রেষ্ঠ সুমঙ্গল হইবে বিশেষ॥
সিদ্ধ হউক সিদ্ধাশ্রম তব কর্ম্মে মুনি।
বিশ্বামিত্র শ্রীরামলক্ষ্মণ উক্তি শুনি॥
[illegible] করি মুনি কহিলেন আদেশ।
সেই দিনে দীক্ষা কর্ম্মে করিতে প্রবেশ॥
রামচন্দ্র সেই নিশা বাস সেই স্থলে।
[illegible] সিদ্ধাশ্রমে কুতূহলে॥
প্রভাতে উঠিয়া রাম করিয়া উত্থান।
বিশ্বামিত্র মুনিবরে বন্দন বিধান॥
আদিকাণ্ড রামায়ণ সুরস্য প্রকাশ।
দ্বাত্রিংশত্ সর্গ মধ্যে সিদ্ধাশ্রম বাস॥

৩২ সর্গঃ।

ত্রিপদী॥

পরে দেশকাল বিজ্ঞ, রামচন্দ্র সর্ব্বাভিজ্ঞ,
সত্যময় সত্য পরাক্রম।
কালযুক্ত এই বাণী, কহিলেন মহাজ্ঞানী,
বিশ্বামিত্র প্রতি [illegible]॥
[illegible] আজ, শুনিব সেই আখ্যান,
[illegible] দুই নিশাচর
[illegible] আসে দুই নিশাচরে,
[illegible] মুনিবর॥

শ্রীরামের বাক্য শুনি, প্রীত বিশ্বামিত্র মুনি,
সংপ্রীত সকল মুনিগণ।
প্রশংসা করিয়া রামে, সর্ব্ব [illegible] লক্ষ্মণে,
কহিলেন বিশেষ বচন॥
অদ্যাবধি রঘুবর, ছয় রাত্রি সুতৎপর,
রক্ষাকর্ত্তা হবে যজ্ঞস্থলে।
দীক্ষা কর্ম্মে মুনি স্থিত,
[illegible]
মহামুনি [illegible],
[illegible]
নিদ্রাজয় পরিহরি, ছয় রাত্রি [illegible],
মুনিযজ্ঞ রক্ষা [illegible]॥
আকাঙ্ক্ষা রাক্ষসগণে, [illegible]
[illegible] স্থির রঘুবর।
ষষ্ঠ দিন উপস্থিত, মুনিচন্দ্র [illegible],
বেদীকর্ম্ম যোগ্য প্রতিসর॥
করিলেন মুনিগণ, [illegible] সংস্থাপন,
মন্ত্রযুক্ত সুবেদ বিহিত।
সেই যজ্ঞ পরিষ্কার, সম্পাদনরূপে প্রচার,
উপাধ্যায়গণ সমাহিত॥
অকস্মাৎ অন্তরে, নিপাত গগনোপরে,
মহাশব্দ শুনি মুনিগণ।
নীলবর্ণ ঘনঘটা, [illegible],
[illegible]॥
সেইরূপ মায়া করি, রাক্ষ [illegible] মুনীন্দ্র অরি,
[illegible]।
সহ [illegible] অনুচর, [illegible] বীরবর
[illegible]॥

[illegible]
[illegible]
[illegible] সর্ব্ব জন,
[illegible] লক্ষ্মণ।
[illegible] নিশাচর,
[illegible] তার ভ্রাতা।
[illegible] মহাবীর পরিচয়,
[illegible] মুনিগণ ভয়ত্রাতা॥
[illegible] সন্ধান, করিব যথা বিধান,
নিশাচরে উড়াইব শরে।
বায়ু যথা বলবান, গগনে করে উত্থান,
ঘনগণে স্থানভ্রষ্ট করে॥
[illegible] রাম, [illegible] বাণ,
[illegible] করিয়া ধারণ।
[illegible] নিক্ষেপ করি,
[illegible]॥
মারীচ রাক্ষস [illegible],
বেগে যায় শতেক যোজন।
দুষ্ট অগ্নিদূরে পরে, যেন [illegible]
উড়ে যায় জলধর গণ॥
অতিশয় শরবেগে, সাগর [illegible],
পড়িল অচল সমাকার।
ভয়ে কম্প কলেবর, অচেতন [illegible],
পরে রাম প্রতিজ্ঞা প্রচার।
সুবাহু প্রভৃতি যত, নিশাচর সঙ্গে রত,
করিব প্রতিজ্ঞা এই পরে।
যজ্ঞ ধ্বংসকারী প্রাণ, রাক্ষস ঘোর দুর্জ্জন,
[illegible] নিশাচরে।

[illegible]

ধনুর্ভঙ্গ।

[illegible] ধনুক [illegible] দেখিতে ধাবে।
[illegible] অর্ঘ্য শত [illegible] মুনিগণে ॥
[illegible] সেই রজনী তথায়।
[illegible] করিয়া রাম দুই মহাকায় ॥
[illegible] রাম কৃতকৃত্য হয়ে।
[illegible] পাশে মুনি চয়ে ॥
[illegible] করি [illegible]।
[illegible] ॥
[illegible]।
[illegible] বাক্য কহিলা [illegible] ॥
[illegible] উপস্থিত।
[illegible] কি [illegible] কিবা মনোনীত ॥
[illegible] উক্ত বাক্য শুনি।
বিশ্বামিত্রে অগ্রে করি যাবতীয় মুনি ॥
কহিলেন রামচন্দ্রে সর্ব তপোধন।
হইবে জনক পুরে যজ্ঞ আরম্ভণ ॥
আমরা যাইব যজ্ঞে ধর্ম্মিষ্ঠ সে যাগ।
তোমরা যাইতে কোথা সুখ মহাভাগ ॥
তথা আছে রঘুবর মহাদ্ভুত ধনুঃ।
দেখিতে উচিত তব [illegible] ॥
[illegible] ধনুঃ পাইলা জনক।
[illegible] ॥
[illegible]।
[illegible] ॥
[illegible]।
না হইলা [illegible] ॥

অক্ষেপার [illegible] [illegible] [illegible]
গুরুভাবে উত্তর [illegible] [illegible]।
আদেশ [illegible] [illegible] [illegible]।
শুনযোগ হবে কি ভুলিতে [illegible]।
সেই ধনুঃ নীলকণ্ঠ [illegible] [illegible]
যজ্ঞে গিয়া দেখিবে [illegible] [illegible]।
এই কথা যথাক্রমে [illegible]।
[illegible]
বিশ্বামিত্র [illegible]
তাহাদের [illegible]
বিশ্বামিত্র [illegible]
[illegible]
অনন্তর [illegible]
মিথিলার [illegible]
সিদ্ধাশ্রম হইতে উত্তর [illegible]।
হিমবান পর্ব্বত [illegible] উচ্চ শির।
প্রদক্ষিণ করি আগে মুনীন্দ্র সকল।
করিবেন উত্তরে যাইতে উপক্রম।
ব্রহ্মরত শত [illegible] সঙ্গে চলে।
অগ্নিহোত্রী [illegible] [illegible]।
সিদ্ধাশ্রমবাসী সমস্ত পক্ষিমৃগ।
সকলে [illegible] মুনীন্দ্র অ[illegible]।
দূরপথে গেলে [illegible] [illegible]।
মুনিগণ [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible]।
বিশ্বামিত্র [illegible] [illegible]।
মুনিকে [illegible] [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] মনঃপ্রাণ।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
এই কথা বলি [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
সেই [illegible] [illegible]
চতুর্থ উত্তর [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]

নির্ম্মিত নগর, [illegible]
নিরখি [illegible]।
প্রথম সুপাত্র, [illegible],
আজ্ঞা দিলেন [illegible]।
পিতার বচন, শুনি [illegible],
লোকপাল সম প্রভে।
পূর্ব্বে মহীপতি, দিলা বসুমতী,
বিভক্ত করি স্বগণে॥
কৌশাম্বী নামক, কল্যাণদায়ক,
পুরে কুশাম্বের ধাম।
মহোদয় নাম, পুণ্যফল গ্রাম,
কুশনাভের প্রকাশ॥
জ্যোতিঃপুরে পরে, অবস্থান করে,
অমূর্ত্ত রায় বীর।
ধর্ম্মারণ্য ধাম, নিকটে বিখ্যাতি,
গিরিব্রজের কৃতি।
বসুরায় দেশ, সপ্তর্ষি প্রদেশে,
বসুরাজের বসতি।
পঞ্চশৈল ঘর, অতি উচ্চতর,
শিখর রাখব পতি॥
অতি মহানদী, নাম সুমাগধী,
মগধ হইতে জাতা।
পঞ্চ শৈল মাঝে, শোভা সম সাজে,
বিরাজে রূপী বিখ্যাতা॥
এই সুমাগধী, নাম মহানদী,
বস্ত ভোগ্যা বসুমতী।
পূর্ব্বে এই স্থলে, শোভা জলে স্থলে,
ছিল সর্ব্বশস্যবতী॥

কুশনাভ রাজা, জন্মাইলা প্রবর
কন্যাশত অনুত্তমা।
ঘৃতাচী উদরে, রূপবতী পরে
যৌবন শালিনী রামা॥
এক দিন তারা, হয়ে অলঙ্কারা
উপবন মধ্যে গতা।
তড়িতাকারা, ক্রীড়া করে তারা
নৃত্যগীত বাদ্যে রতা॥
অত্যন্ত আমোদ, পরম প্রমোদ
মাতা অলঙ্কার অঙ্গে।
অরণ্যে গমন, স্বরূপ ভ্রমণ,
রচিতা বিবিধ রঙ্গে॥
সুন্দর সর্ব্বাঙ্গী, অপ্রতিমভঙ্গী,
ইঙ্গিতে ভুবন মোহে।
নিরখি রূপেতে পীড়িত অনঙ্গে,
পবন সর্ব্বাঙ্গে দহে॥
কহিল বচন, মোহিত পবন,
আমি পঞ্চবহ ধনী।
কামনা মানসে, থাকি সদা বশে,
ভার্য্যা ভব সুভাষিণি॥
সকলে কৌশলে, ত্যজ বনস্থলে,
মুচিয়া মনুষ্য ভাব।
হইবে [illegible] অতি মনোহর,
[illegible] পরম [illegible] লাভ॥
পবন বচন করিয়া শ্রবণ,
পরম রুষ্টা বালা।
রসপূর্ণ হাসে, [illegible] বলে ভাষে,
সকল [illegible] বালা॥

সর্ব্ব ভূতাত্মা, তুমি সদাশ্রয়,
বিজ্ঞাত অন্তর কথা।
অতি নীচ জ্ঞান, করিয়া বিধান,
কহ অশোভন কথা॥
দুর্লভ সুতা, জগতে বিখ্যাত,
সকলে জানিবে তুমি।
ইহাতে সকল, নাশিবে সকল,
না হবে কুশল তুমি॥
আছি নিজকুলে, কামাতুর হলে,
স্থান নষ্ট কেন কর।
অসময়ে মোহ, ত্যজি সত্বর,
এ স্থান হইতে সর॥
পিতা সত্যবাদী, আজ্ঞা লঙ্ঘে যদি,
আপনারা করি বর।
হই স্বয়ম্বরা, প্রভঞ্জন যারা,
অনিষ্ট ঘটিবে পর।
যে পিতা হইতে, উৎপত্তি মহীতে,
শরীর ধারণ যার।
করি আবাহন, যে বরে অর্পণ,
করিবেন নিজেচ্ছায়॥
সেই বর ভর্ত্তা, হইবেন কর্ত্তা,
বিধাতা নির্ব্বন্ধ যথা।
কন্যা বাণী শুনি, কোপে দবাগ্নি,
কম্পিত পবন তনু॥
নিজ তেজোবল, প্রকাশি সকল,
প্রবেশে কুমারী অঙ্গে।
বীর্য্য দানে গিয়া, দেহে প্রবেশিয়া,
সম্ভাষেণ তাকে রঙ্গে॥

বায়ু সুত শুনি, কুন্তী উঠিল,
[illegible] পিত ধ্যানে।
তথা দেখি [illegible] কহ কি বিশুদ্ধা,
জিজ্ঞাসেন কন্যাগণ॥
কহ কি প্রকার, এমন আকার,
কুজ্জ্বলিত কুসুমিত দেহ।
না জানিয়ে মর্ম্ম, কে করিল কর্ম্ম,
মর্ম্ম কথা সবে কহ।
কোন দুরাচার, করিল বিকার,
প্রবেশ করিয়া দেহ।
অনেক যতন, করিয়া প্রশ্ন,
কন্যাগণ কহে স্নেহ।
[illegible] নতশিরে বলে,

আজি [illegible] স্নানার্থ,
[illegible] তীর॥
পবন প্রতাপী, কর্ম্মে বিক্রমী,
করিল অধর্ম্ম [illegible]।
সন্ধ্যাকালে রত, দেখিয়া উদ্যত,
হরিলাম বুঝ মত॥
আমরা সকলে বিবাদ করিতে,
আপাততঃ প্রভঞ্জন।
কাম নাশ হত, কথা অবিরত,
কহিলাম সর্ব্বজন॥
পিতৃগণ আগে, কহিলাম যবে,
বজ্রপাত চারিণী নহি।
পিতৃ স্থানে গিয়া, অনুমতি নিয়া,
লইবে জামাতা রহি।

[illegible], [illegible],
প্রবল [illegible] ।
শুনি এই উক্তি, [illegible],
ক্রুদ্ধ হইয়া পবন ॥
প্রবেশিয়া অঙ্গে, মহাবেগ সঙ্গে,
বলী অনিল সবার ।
তার বেগ বলে, আমরা সকলে,
হইলাম কুব্জাকার ॥
কন্যাগণ বাণী, শুনি মহাজ্ঞানী,
কুশনাভ নরপতি ।
কহিলা বচন, শুন কন্যাগণ,
এ কাজ প্রশস্ত অতি ॥
যেহেতু অশান্ত, সমীরণ কান্ত,
হইয়া রাখিল ধর্ম্ম ।
সে শুধু স্বভাব, প্রিয় সুবিধান,
করিলে এ শুভ কর্ম্ম ॥
হে কুমারীগণ, তোমরা সর্ব্বজন,
যেহেতু স্বধর্ম্ম রতা ।
কুলক্ষয় ভয়ে, আমাকে রাখিলে,
ভাবিয়া ধর্ম্মবশতা ॥
ক্ষমা এই সার, নারী অলঙ্কার,
ক্ষমাগুণ কন্যাগণ ।
তাহে দেবতার, বেগ দুর্নিবার,
মন্দ ক্রোধ সম্বরণ ॥
করিল দুষ্কর্ম্ম, বায়ু ইষ্ট কর্ম্ম,
ইহাতে হইয়া ক্লান্ত ।
করি অতিচার, কুব্জিকা আকার,
করিয়াছে ভাল শান্ত ॥

আমি তাহে প্রীত, জানহ যথোচিত,
[illegible] মানীসবে ।
প্রদান সময়, করিব নিশ্চয়,
তোমরা জানিয়া রবে ॥
তোমরা সকলে, ইচ্ছামত স্থলে,
যাইয়া কর স্থিতি ।
আজই বিহিত, করিব নিশ্চিত,
মঙ্গল বিধান নীতি ॥
কহিয়া বচন, বিদায় তখন,
করিলেন কন্যাগণে ।
কন্যা সম্প্রদান, মন্ত্রণা বিধান,
করিলা সুমন্ত্রি সনে ॥
কন্যাগণ কথা, কুব্জভাব যথা,
করিলেন প্রভঞ্জন ।
কান্যকুব্জাখ্যান, হইল সে স্থান,
বিখ্যাত এ ত্রিভুবন ॥
এই কালে তথা, ঋষি ঊর্দ্ধরেতা,
চূলী নাম মহাজন ।
ব্রহ্মচর্য্যে রত, নিয়মাচার ব্রত,
জপি চিন্তি জনার্দ্দন ॥
সেই ব্রতধারী, দেখে নিয়মচারী,
তপে মহাতপঃ মুনি ।
সোমদা নামকী, গন্ধর্ব্বী কামুকী,
ঊর্ণায়ু তনয়া শুনি ॥
মুনিতপ স্থলে, নিয়ম কৌশলে,
করে পরিচর্য্যা তথা ।
হয়ে পুত্রার্থিনী, গন্ধর্ব্ব নন্দিনী,
নানা কর্ম্মে রতা যথা ॥

হইয়া প্রমত্তা, উগ্রতপে রতা,
মুনিপরায়ণা নারী।
কত কাল পরে, পরিতোষ হয়ে,
ঋষি দেখি ব্রহ্মচারী॥
কহিলা বচন, আমি তুষ্ট বর,
কহ কি তব কামনা।
তুমি দেবে মুনি, কহে মনস্বিনী,
কহিয়া স্বীয় বাসনা॥
হয়ে কৃতাঞ্জলি, বলে শুন ঋষি,
আশীষিত ঋষিবর।
ব্রহ্ম তেজবান, পরম শ্রীমান,
মূর্ত্তিপ্রিয় মনোহর॥
আপন সন্তান, যাচি তব স্থান,
শ্রীমান তব সমান।
অনন্যেতে তুমি, হইয়াছ স্বামী,
দেহ অপূর্ব্ব সন্তান।
নহি কার দারা, হয়ে স্বয়ম্বরা,
তোমাকে প্রার্থিত বর।
নহি অন্যপূর্ব্বা, কুলগর্ব্বে গর্ব্বা,
ভজ ভজ মুনিবর॥
দেখি হাস্যমানা, উত্তমা ললনা,
প্রসন্ন হইলা ঋষি।
দিলা পুত্র বর, পরম সুন্দর,
কন্যার ইচ্ছা সাদৃশী॥
ব্রহ্মদত্ত নাম, খ্যাত গুণধাম,
চূলিসুত সেই হয়।
সে রাজর্ষিবর, সুনীতিজ্ঞ নর,
পুরমধ্যে মান্য হয়॥

কন্যা শতেক, সন্তুষ্ট মনে,
ব্রহ্মদত্ত গুণরূপ।
কুশনাভ নৃপ, করি অন্বেষণ,
বর কন্যার স্বরূপ॥
ব্রহ্মদত্তে পরে, কন্যাদান তরে,
আনিয়া বরের বেশে।
করিলা আহ্বান, যথার্থ সম্মান,
ব্রহ্মদত্তে নিজ দেশে॥
হইয়া সুপ্রীত, দিলা কন্যা শত,
কুশনাভ নরপতি।
পরে যথাক্রমে, বিধান উত্তমে,
লইলেক মহামতি॥
রূপ করস্পর্শ, তাহে মহাহর্ষ,
গেল অঙ্গ ব্যথা সব।
সেই কন্যাশত, সুন্দরী সমস্ত,
রূপে গুণে সুসৌষ্ঠব॥
সেই কথা শুনে, দেখি কন্যাগণে
কুশনাভ নরবর।
বায়ুবেগে মুক্তা, কন্যা উপযুক্তা,
নরপতি বিস্ময় পর॥
আনন্দে অস্থির, হইয়া সুধীর,
ব্রহ্মদত্ত নাম ধরে।
সহদারা গণ, করিলা প্রেরণ,
স্বপুরে অর্চনা করে॥
সদল সবার, পুত্র শোভা পায়,
আগত দেখিয়া তায়।
পরম প্রমোদে, সুপ্রীতা আমোদে,
আলিঙ্গন সনুমায়॥

কহি উরুকাণ্ড [illegible]
অপূর্ব্ব কথা [illegible]
কর রস পান, [illegible] আশ্বাসে,
সার্ব্বভৌম সুকৌশলে ॥
[illegible] সর্গ, হইল নির্গত
[illegible] পাপি [illegible] ।
কৃত্তিবাস [illegible] প্রোক্ত
[illegible] ৩৫ সর্গ ॥

পয়ার।

বিবাহ করিয়া ব্রহ্মদত্ত নামে নর
[illegible] নিজ ঘর ॥
[illegible]
[illegible] ॥
[illegible] সেই কুলে ।
কুশনাভ [illegible] কহিলা কৌশলে ॥
[illegible] ।
[illegible] হইবে কখন ॥
[illegible] বংশ [illegible] মহা বলবান ।
কৌশিক নামক তার সুত দ্যুতিমান ॥
এই কথা কহিয়া গন্ধর্ব্ব [illegible] ।
কুশনাভ নিজ স্থানে চলিল তৎপরে ॥
কিছু কাল পরিণতে অপূর্ব্ব নন্দন ।
কুশনাভ [illegible] জন্মিল বিচক্ষণ ॥
গাধি নাম [illegible] ধার্ম্মিক বিদ্বান ।
সেই মম পিতা গাধি মহাকীর্তিমান ॥

গাধি [illegible] কুশের বংশে উৎপত্তি আমার ।
জ্যেষ্ঠা ভগিনী [illegible] সদাচার ॥
শুভব্রতা [illegible] নাম সত্যবতী ।
পতিব্রতা ধর্ম্মরতা ঋচীক যুবতী ॥
স্বামি [illegible] স্বামির সহিত ।
[illegible] হইয়া ত্বরিত ॥
দিব্যদেহে কৌশিকী সে পরম উদারা ।
[illegible] কৌশিকের ধারা ॥
[illegible] ।
[illegible] ॥
লোকহিত [illegible] আমার ভগিনী ।
হিমবন্ত পার্শ্বে [illegible] অতি পুণ্যবতী ॥
[illegible] কৌশিকীর তীরে ।
[illegible] করিলাম হিমবন্ত গিরে ॥
[illegible] পুণ্য স্বরূপিণী ।
কৌশিকী সুমহাভাগা কনিষ্ঠা ভগিনী ॥
সত্যধর্ম্মরতা পতিব্রতা সত্যপরা ।
যাবতীয় নদীশ্রেষ্ঠা সর্ব্ব মুক্তিকরা ॥
সেই হেতু এই হিমবন্ত পার্শ্ব দেশে ।
নিয়ম পূর্ব্বক বাস করি এই দেশে ॥
কিঞ্চিৎ নিয়মে স্থিত শ্রীরঘুনন্দন ।
সিদ্ধাশ্রম লাভে সিদ্ধ রূপ সনাতন ॥
তব তেজে তেজবান ভগবান রাম ।
বংশের উৎপত্তি সব তত্ত্ব কহিলাম ॥
দেশের বৃত্তান্ত যথা জিজ্ঞাসিলে শুনি ।
কহিলাম সেই স্থান সুপবিত্র ভূমি ॥
আমার কথায় [illegible] অর্দ্ধ বিভাবরী ।
অর্দ্ধ পরিমিত [illegible] হইল শর্ব্বরী ॥

পঞ্চপ্রাণ সমতুল্য পুত্র [illegible] ।
তথ নিয়া সন্তুষ্ট [illegible] অনুসরে ।
নিস্পন্দ নির্ভয়চিত্ত মৃগ পক্ষিগণ ।
জীবদেহে সুখে থাকে দিয়া অচেতন ।
নিশীথিনী অন্ধকারী সুচারু প্রকৃতি ।
তাহে [illegible] ।
অতি [illegible] ।
তাহে [illegible] ।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
কর [illegible]
দর্শাক [illegible]
নিশাচর [illegible] নিবারে ।
চলাচল করে মৃগ [illegible] ।
মধ্যে [illegible] জীবগণ ।
দেখ রামচন্দ্র করে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ ॥
এই উক্তি উক্ত করে যুক্তি সহকারে ।
বিশ্রাম করেন রাম ঋষি সহচারে ॥
সাধু সাধু সাধু বাক্য অতি সাধুতর ।
ইহা বলি প্রশংসেন সর্ব্ব মুনিবর ॥
শ্রীরাম সৌমিত্রি সহ কিঞ্চিৎ বিশ্রাম ।
লভিলা মুনীন্দ্রগণ অভয় নিশ্চয় ।
নিদ্রা যান ভগবান সহিত লক্ষ্মণ ।
ষট্‌ত্রিংশ সর্গীয় [illegible] কীর্ত্তন ।

৩৭ সর্গঃ ।

[illegible]
নিশা [illegible] কহিলা লোকতারে,
[illegible] সুস্থির ।
প্রভাতে [illegible] বিশ্বামিত্র,
[illegible] কহিলেন অবিলম্ব ॥
প্রভাত হইল [illegible] কৌশল্যাসুত,
[illegible] নিশা অবসায় ।
কর স্নান উপাসনা, পূর্ণ হউক সন্ধ্যাবন্দনা,
[illegible] ।
শুনিয়া মুনীন্দ্র বাণী, উঠিলেন রঘুমণি,
করি প্রাতঃক্রিয়া সমাপন ।
হইয়া প্রস্তুত অতি, গমন বিষয়ে মতি,
বিশ্বামিত্রে জিজ্ঞাসা করেন ।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
শ্রীরামের উক্তি শুনি, বিশ্বামিত্র মহামুনি,
কহিলেন এই বাক্য স্নেহে ।
রঘুপতি প্রতি অতি, হর্ষ তাহে মহামতি,
সুবর্ণন হয়িয়া বিশ্বয়ে ।
অগাধ নদের জল, তরিবারে আছে স্থল,
যথা গেলে হবে সবে পার ।
জানিয়া পথ সন্ধান, [illegible],
ঋষিগণ যান পারাপার ॥

কথোপকথনে সুখে, [illegible],
হইল সমস্ত বিভাবরী।
জাহ্নবী প্রবলা, দেখিলেন সুশোভনা,
পশ্চাতে পরম ঋষি সকলে।
দর্শনে পবিত্র মলা, সহংস সারস আদি,
সকলা প্রবলা সুরধুনী।
হর্ষযুক্ত মুনিগণ, করিয়া মুনিবন্দন,
সবান্ধব রঘুকুলমণি॥
পবিত্র জাহ্নবী তীরে, তথায় সমস্ত বীরে,
প্রণতি করেন মুনিগণে।
পিতৃদেব দেবগণে, সন্তোষ করি তর্পণে,
যথাকালে সমাপিয়া স্নান॥
করি অগ্নি হোত্রি কর্ম, বহুবিধ [illegible],
পরে দুগ্ধ অমিয়া ভোজন।
প্রবেশিয়া জাহ্নবী তীরে, উল্লসিত বনভূমিরে,
প্রণমিয়া করিলা আসন।
বিশ্বামিত্র মুনিপতি, সুধীর মহামতি,
জিজ্ঞাসিলা রঘুকুল রায়।
অনন্তর শুনিবারে, ইচ্ছা হয় পরিষ্কারে,
গঙ্গার প্রসঙ্গ পুণ্যকর॥
এই যে তটিনী বরা, স্বর্গ স্রোতে মনোহরা,
ত্রিলোক পাবনী মহাদেবী।
কিরূপে সাগর গতা, কহ সেই পুণ্যযুতা,
সৎকথা সমস্ত আমি ভাবী।
রাম উক্ত সুক্তবাণী, বিশ্বামিত্র মহাজ্ঞানী,
কহিলেন করিয়া বিস্তার।
গঙ্গার উদ্ভব কথা, জন্ম আদি কীর্ত্তি যথা,
বিবরণ শুক্ল রূপে তার॥

শুন রাম বুদ্ধিমান, শৈলশ্রেষ্ঠ হিমবান,
আখ্যান পর্ব্বত রত্নাকর।
হিমালয় কন্যাদ্বয়, অপ্রতিমরূপা হয়,
বিস্তারিত কহি রঘুবর॥
সুমেরুর দুহিতা সতী, মনোরমা গুণবতী,
তাঁকে হয় কন্যার সম্ভব।
গঙ্গা নাম জ্যেষ্ঠকন্যা, মনোরমা সমুদ্ভূতা,
উমা নামে দ্বিতীয় উদ্ভব॥
হিমবান জ্যেষ্ঠসুতা, গঙ্গাদেবী অনিন্দিতা,
দেবগণে করিলা বরণ।
স্বীয় কার্য্য ইচ্ছা করি, যাচিয়া শ্রীহিমগিরি
দান দিলা পর্ব্বতরাজন॥
ত্রৈলোক্য পাবনী লোকে, পরমানন্দিত ভাবে
দেবগণ করিলা গমন।
পথগামিনী, লইয়া শুচিকারিণী,
পূর্ব্বমনোরথ সর্ব্বজন॥
গিরীন্দ্র কনিষ্ঠ সুতা, উমানাম্নী গুণযুতা,
উগ্রতপে রতা ত্রিলোচনা।
ঘোর তপস্যার ফলে, উগ্রদেবে সেই স্থলে
করিয়া অনেক উপাসনা॥
লোক নমস্কৃতা সুতা, উমা সর্ব্বগুণান্বিতা,
উগ্রদেবে করিলা প্রদান।
সেই কন্যা ভিক্ষা করে, মহেশ অচলবরে
রাখিলেন গিরীশের মান॥
এই রূপ রঘুবর, কন্যাদ্বয় শুভঙ্কর,
পাইলা পরম তপঃফলে।
নদী শ্রেষ্ঠা মনোরমা, গঙ্গাদেবী সর্ব্বোত্তম
দেবী শ্রেষ্ঠা উমা নামে বলে॥

তার মধ্যে তিনলোকে, তারিতে আশ্রিত লোকে,
বীর তেজে গঙ্গার প্রভাব।
সর্ব্বপ্রাণি হিতকরা, গঙ্গা মহাপুণ্যভরা,
ত্রিভুবনে বিখ্যাত স্বভাব॥
আদিকাণ্ড রামায়ণে, গঙ্গা জন্মপুণ্যাখ্যানে,
সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপন।
ত্যজিয়া বিষয় সুখ, পরিহর নীচ সুখ,
পবিত্র সুরস আলাপন॥
৩৭ সর্গ।

পয়ার।

অনন্তর মুনিবরে জিজ্ঞাসেন রাম।
সুখাসনে লোকের কুমরে গুণধাম॥
কৃতাঞ্জলি সুমুকুটী কৌশল্যা নন্দন।
মুনিবরে প্রণমিয়া কহিলা বচন॥
কহিলে অপূর্ব্ব কথা যোগীন্দ্র শ্রীমান।
শ্রবণে কীর্ত্তনে হয় সুকৃতি বিধান॥
পুনর্ব্বার বিস্তার করিয়া কহ মুনি।
কি রূপে হইলা উমা গিরীন্দ্রনন্দিনী॥
কি জন্য কুমারি ব্রত আচরণ তাঁর।
মহেশ্বর পতি প্রাপ্তা হন কি প্রকার॥
কি হেতু বা এই গঙ্গা ত্রিপথগামিনী।
দেবনদী হয়ে কেন মনুষ্য বাহিনী॥
তিনলোক মধ্যে কহ ধার্ম্মিক প্রবর।
আনিলা ভূমিতে গঙ্গা কোন্ পুণ্যাকর॥
এই বাক্য কহিলেন রঘুকুলমণি।
বিস্তারিয়া কহিছেন কথা পুরাতনী॥

বিশ্বামিত্র মুনি সবে উপাধি প্রধান।
আরম্ভিলা কহিবারে পরম আখ্যান॥
পুরেতে পার্ব্বতী সহ দেব-ত্রিলোচন।
নীলকণ্ঠ উমাদেবী করিয়া গ্রহণ॥
উমা সহ করিলেন পশুপতি রতি।
দেবমানে বর্ষশত না হয় বিরতি।
পরাজয় না মানিলা তাহে এক জন।
ইন্দ্রাদি দেবতা দেখি চিন্তাপরায়ণ॥
যদ্যপি ইহাতে হয় উদ্ভব নন্দন।
ধারণ করিতে কেবা নাহি দেখি জন॥
মহাদেব সন্নিধানে করিলা গমন।
প্রণমিলা দেব দেবে সর্ব্ব দেবগণ॥
শিতিকণ্ঠে শ্রীকণ্ঠে কহিলা প্রজাপতি।
দেবগণ সন্নিধানে অপূর্ব্ব ভারতী।
দেবদেব মহাদেব তুমি মহাভাগ।
সর্ব্বভূত হিতে রত জ্ঞাত অন্তর্যাম॥
সুরগণ ত্রিনয়ন প্রণত তোমাকে।
সুপ্রসন্ন হও তূর্ণ প্রসাদ দিবাকে॥
তোমার অপত্য সহ্য করিতে সক্ষম।
নহে ধরা স্থিরতরা শুন ত্রিলোচন॥
তিন লোকে নহে কেহ শক্ত দেখি ভব।
ধারণ করিতে প্রভু তব তেজঃ প্রভব॥
তোমার উমার তেজ উভয় মিলন।
ধরিতে সমর্থ হয় কে আছে এমন॥
যদ্যপি পতিত হয় প্রভু ধরাতলে।
তাহে দাহ ত্রিভুবনে হইবে সকলে॥
সুরনর কিন্নর দেবর্ষ্যাদি যত।
ক্ষয় হবে এই ভয়ে স্তব পড়ে নত॥

অতএব আপনি [illegible] কর।
ত্রৈলোক্যের হিত করে বুঝিয়া কহয় ॥
রক্ষা কর হিমগিরি হে লোকগুরু।
দেবতা হইয়া সর্ব্বনাশ [illegible] ॥
ব্রহ্মাদির বচন শ্রবণে ভগবান।
সুপ্রীত হইয়া তবে কহিলা বিধান ॥
ধরিব আপন তেজঃ সমস্ত সকল।
উমা সহ শুন সর্ব্ব অমর-মণ্ডল ॥
নিবৃত্ত হইয়া থাক স্থানে সর্ব্ব জন।
এই কথা কহিলেন দেব পঞ্চানন ॥
যদ্যপি আমার তেজঃ হইয়া ক্ষোভিত।
স্থান হৈতে হয় কোন প্রকারে পতিত ॥
কে করিবে ধারণ কহিবে দেবগণ।
শিববাক্য শ্রবণে কহিলা সর্ব্ব জন ॥
[illegible] তেজঃ রহিবে।
গঙ্গাধর ধরা তাহা অবশ্য ধরিবে ॥
যুক্তি যুক্ত উক্তি শুনি দেব মহেশ্বর।
মহাবল মহেশ বিমুক্ত তেজোবর ॥
সেই তেজ পৃথিবীতে পতিত হইল।
গিরি বন পৃথিব্যাদি ব্যাপিত রহিল ॥
পুনর্ব্বার ব্রহ্মাকে কহিলা দেবগণ।
উপায় শুন কহি দেব হুতাশন ॥
পবন সহিত তুমি করিয়া প্রবেশ।
রক্ষা কর যাহাতে না নষ্ট করে দেশ ॥
ধারণে সমর্থ অগ্নি না হইতে পারে।
সেই তেজে ব্যাপ্ত হয় সমস্ত সংসারে ॥
জন্মিল শ্বেত পর্ব্বত অতি উচ্চতর।
আদিত্য অনল নিভ উজ্জ্বল শিখর ॥

সেই তেজে উৎপন্ন হইলা ষড়ানন।
কার্ত্তিকেয় মহাবীর কৃশানুনন্দন ॥
অনন্তর অমরে শম্ভুকে করি স্তুতি।
উমাসহ পূজিলেন ইন্দ্র প্রজাপতি ॥
শিব সহ তুল্য রূপে করি সম্বোধন।
সাধু সাধু প্রশংসিলা সর্ব্ব দেবগণ ॥
অনন্তরে সর্ব্বসুরে করি নিরীক্ষণ।
শৈলসুতা ক্রোধান্বিতা হইলা তখন ॥
[illegible] আরক্তনয়না।
দেবগণে শাপিলেন ধূর্জ্জটি ললনা ॥
যা চাহিলে মোর পুত্র [illegible]।
অদ্যাবধি না হবে পুত্র তোমাদের বংশে ॥
এই কথা দেবে তথা কহিলা পার্ব্বতী।
অভিশাপ দিলা দেবী পৃথিবীর প্রতি ॥
বহুরূপা [illegible] তুমি হবে।
চিরকাল সন্তান বিহিন দুঃখে রবে ॥
নিজ ইচ্ছা পুত্র হেতু যদি তব হয়।
তথাচ না পাবে তুমি মনোজ্ঞ তনয় ॥
দেবীকে দেখিয়া অতি সন্তপ্ত হৃদয়।
পশ্চিমাংশে প্রস্থান করিলা মৃত্যুঞ্জয় ॥
বসিলেন গিয়া হর ঘোর তপস্যায়।
ব্রহ্মচারী ত্রিপুরারি মহাযোগী প্রায় ॥
হিমবান প্রভব সুন্দর শৃঙ্গদেশ।
উমা সহ উমাকান্ত করিলা প্রবেশ ॥
এই শৈলসুতা কথা করিয়া বিস্তার।
কহিলাম রামচন্দ্র নিকটে তোমার ॥
ভাগীরথী সুপ্রভাব সমস্ত বিস্তার।
লক্ষ্মণ সহিত শুন কৌশল্যাকুমার ॥

সুধার সাগর
বহু অর্থ সুরধনু পুষ্পিত প্রাসিদ্ধ ।
প্রাকৃত রামায়ণে অষ্টত্রিংশৎ সর্গ ।
শ্রীদুর্গামাহাত্ম্য তাহে মাতৃ মাধুর্য্য ॥

৩৮ সর্গঃ ।

ত্রিপদী ।

মহাদেব তপস্যায়, গেলে সর্ব্বদেবতায়,
সেনাপতি নিমিত্ত চিন্তিত ।
ব্রহ্মার নিকটে গিয়া, কৃতাঞ্জলি প্রণমিয়া,
কহিলেন করিতে বিহিত ॥
বহু স্তুতিবাক্য পরে, অগ্নি সুর সমস্বরে,
করিলেন স্পষ্ট নিবেদন ।
দিলে যারে প্রজাপতি, সুরবর্গ সেনাপতি,
ব্রহ্মচর্য্যে রত সেই জন ॥
ঐ যা সহ উগ্র তপে, স্থিতিমান আত্মজপে,
যা হয় কর্ত্তব্য অনন্তর ।
কর লোক পিতামহ, দেবগণে হিত কহ,
তুমি গতি দেব সুরেশ্বর ॥
দেবতাবচন শুনি, সর্ব্বলোক শিরোমণি,
সুভাবে কহিলা প্রজাপতি ।
আছ সবে পরিতাপে, শৈলসুতা অভিশাপে,
উপায় না দেখি মহামতি ॥
উমা মুখবিনির্গত, সে বাক্য অন্যথা মত,
করিবারে নাহি মম শক্তি ।
স্বদারায় দেবগণ, পুত্রেচ্ছা ব্যর্থ ছিলেন,
হইবে না মিথ্যা কেন যুক্তি ॥

অতএব, সুরগণ, যাত্রা সবে সর্ব্বজন,
আকাশগঙ্গাকে গিয়া বল ।
গঙ্গা হিমালয়ের সুতা, উৎকৃষ্টা গুণযুতা,
অভিষেকে যথাপি রুদ্র ফল ।
পার্ব্বতীর সহোদরা, জ্যেষ্ঠা গঙ্গা মনোহরা,
তাহাতে সম্প্রতি হুতাশন ।
আত্মবীর্য্যে সুনন্দন, জন্মাইয়া সুবিশাল,
নিস্তার করিবা সুরগণ ॥
সেই হবে সেনাপতি, যশস্বী শ্রীমান অতি,
আত্মভূর এই বাক্য শুনি ।
প্রণাম করিয়া সবে, প্রজাপতি প্রতি তবে,
চলিলেন চরিতার্থ মানি ॥
তাহাতে গমন করি, কৈলাস শিখরোপরি,
সুর সহ দেব পুরন্দর ।
ব্রহ্মার বচন মত, করিলেন অবগত,
অনল গঙ্গাকে বরাবর ॥
সর্ব্বলোক হিতে রত, তুমি অগ্নি অভিমত,
কর শীঘ্র পুত্র উৎপাদন ।
আকাশবাহিনী সঙ্গে, সংযোগ পরম রঙ্গে,
কৃতার্থ করিতে সুরগণ
তথাস্তু বলিয়া সায়, অনল দিলেন তায়,
পূজা করি অমর বচন ।
অশেষ দুর্গতি ভঙ্গে, মম তেজঃ ধর গঙ্গে,
এই বাক্য কহিলা দহন ॥
তাহে গঙ্গা হৃষ্টমতি, কহিলা অনল প্রতি,
ধরিতে অশক্ত বীর্য্য তব ।
এই বাক্য শ্রুতমাত্র, অনল প্রবল গাত্র,
কহিলা গঙ্গাকে স্থিরা ভব ॥

করিয়া তেজোধারণ, না হইলে নিবারণ,
এই শৈলে কর বিসর্জ্জন।
অগ্নি শুনি হয়ে তুষ্ট, দেবকার্য্যে উৎসুক,
করিলেন তেজো বিসর্জ্জন॥
গ্রহণ করিয়া বালা, তৎক্ষণে হয়ে বিহ্বলা,
অগ্নিতেজে মূর্চ্ছিত আকার।
অগ্নি জন্য গর্ভধারণে, অগ্নি বল নিবারণে,
করিলেন প্রতিক্রিয়া তার॥
কৈলাশ শিখরোপরে, অগ্নিদেবঃ আজ্ঞাক্রমে,
অনন্তরে শুন বিবরণ।
না জন্মিতে সুত তায়, দুঃসহ ভাবিয়া প্রায়,
শরবনে দিল বিসর্জ্জন॥
হইতে গঙ্গার গর্ভ, জাম্বুনদপ্রভা সর্ব্ব,
প্রাপ্তরূপ কাঞ্চন ধরণী।
হিরণ্য উৎপন্ন তায়, তাম্র কৃষ্ণলৌহ প্রায়,
রজত গর্ভে নির্গত তখনি॥
নিঃশেষ তাহার মলে, পুত্র সীসা ধাতু কলে,
রক্তসীসা নিজ ভাগ যায়।
হলে গর্ভ নিক্ষেপণ, তার তেজে বিলক্ষণ,
রঞ্জিত পর্ব্বত স্বর্ণাকার॥
পর্ব্বত সংসর্গে যত, স্বর্ণময় শত শত,
উৎপন্ন হইল ধাতুচয়।
প্রতিমূর্ত্তি খ্যাত তার, তা হইতে সমাকার,
সুবর্ণ উৎপন্ন সবে কয়॥
অগ্নিতেজে সমুদ্ভূত, সুকুমার কি অদ্ভুত,
তরুণ অরুণ তুল্য তনু।
অনল প্রাপ্ত বল, সদৃশ উৎপত্তি স্থল,
অত্যন্ত শ্রীমান গঙ্গাতনু॥

দেখি সেই সুকুমার, কৃশানু সদৃশাকার,
ইন্দ্র বায়ু সবে অনন্তর।
স্তন্যদুগ্ধ দানজন্য, সংস্থান করিলা অন্য,
কৃত্তিকাদি নারীগণে পর॥
ইন্দ্র নিয়োজিতা হয়, তারা দান করে ক্ষীর,
সময়ে হইয়া শুদ্ধমনাঃ।
দেবতার সন্নিকটে, করে তারা করপুটে,
স্বসম্বন্ধ পুত্রের প্রার্থনা॥
তুষ্টভাবে দেবগণ, কহিলেন সেই ক্ষণ,
কার্ত্তিকেয় হইবে আখ্যান।
পুত্র ত্রিজগতে খ্যাত, সকলে সমর্থ জাত,
নাহি এতে সংশয় বিধান॥
দেববাক্য বচন, কৃত্তিকা করে শ্রবণ,
পূর্ব্ব চ্যুত সেই গর্ভবরে;
শোধিয়া আদিত্যদ্যুতি, অপ্রতিম বলবতী,
কার্ত্তিকেয়ে শুশ্রূষাকাঙ্ক্ষা করে॥
তুষ্ট চিত্তে দেবগণ, কহিলা বায়ু বচন,
হইলেন স্ফূর্ত্তির অন্তর।
স্কন্দনে হইল স্কন্দ, নাম এই সুনির্ব্বন্ধ,
অগ্নিসম মহাবলধর॥
ষট্ জন দত্ত ক্ষীর, ছয় মুখে এক বীর,
পান করি নাম ষড়ানন।
ষট্ মাতৃদুগ্ধপানে, জয়ী সর্ব্ব দৈত্যগণে,
বীর বীর্য্যে অনল নন্দন॥
সুরসেনা গণপতি, হইলা অমর দ্যুতি,
নিযুক্ত করিলা দেবগণ।
অগ্নি আদি সুরবর, সহযোগে গুণাকর,
সেনাধ্যক্ষ কার্য্যে দিলা মন॥

এই তব অগ্রে রাম, জিজ্ঞাসিলা কহিলাম,
গঙ্গা উমা উভয় সম্ভব ॥
কুমার সম্ভব কথা, শ্রবণে পবিত্র যথা,
পুণ্য কীর্ত্তি সকল মানব ॥
আদিকাণ্ড রামায়ণ, রসপূর্ণ বিবরণ,
কুমার উৎপত্তি কাণ্ড তায়।
ঊন চত্বারিংশ সর্গ, শুন সর্ব্ব সাধুবর্গ,
চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্তি হয় যায় ॥

৩৯ সর্গঃ ॥

পয়ার ॥

সুমধুরা সুধাধারা জিজ্ঞাসিত বাণী।
রামচন্দ্রে নিবেদন করিলেন জ্ঞানী ॥
কহিলেন কৌশিক পুনশ্চ এই কথা।
সগর নৃপতি কীর্ত্তি ব্যক্তরূপ যথা ॥
অযোধ্যা নামক পুরী তার অধিপতি।
অত্যন্ত শ্রীমান ছিলা পূর্ব্বে মহামতি ॥
সগর নামক নৃপ যশো ধর্ম্ম রাশি।
হইলেন মহারাজ প্রজা অভিলাষী ॥
সন্তান বিহীনা দীনা বিদর্ভ নন্দিনী।
বিদর্ভ নৃপতি সুতা আখ্যান কেশিনী ॥
সগর নৃপতি জ্যেষ্ঠা পত্নী সুধর্ম্মিণী।
অপ্রতিম রূপবতী ভুবনমোহিনী ॥
সত্যবাক্য সমন্বিতা সেই রূপবতী।
অরিষ্টনেমির কন্যা পতিব্রতা সতী ॥
দ্বিতীয়া সুমতী নামে সগরের জায়া।
পরম ধার্ম্মিষ্ঠা সতী অঙ্গে যথা ছায়া ॥
ভার্য্যাদ্বয় সহ নৃপ আরম্ভিলা তপ।
অপত্য কামনা করি করি মন্ত্র জপ ॥
গিয়া ভৃগুপ্রস্রবণ নাম গিরিবরে।
করিলেন মহাতপঃ সহস্র বৎসরে ॥
তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ভৃগু মহামতি।
সগরে প্রসাদে বর দেন দ্বিজপতি ॥
হইবে নৃপতি তব সুবংশী কুমার।
সন্তান হইতে কীর্ত্তি ত্রিলোকে প্রচার ॥
একপুত্র প্রসব করিবে এক নারী।
বংশে হবে বংশধর সেই দণ্ডধারী ॥
দ্বিতীয়া জন্মাবে তব অনেক সন্তান।
গণনেতে ষষ্টি সহস্র পুত্র বলবান ॥
সত্যব্রত মুনিপ্রতি নৃপ দারাগণ।
জিজ্ঞাসিলা কৃতাঞ্জলি হইয়া তখন ॥
কে জন্মাবে একপুত্র কহ তপোধন।
বহুপুত্র হবে কার করিব শ্রবণ ॥
জানিতে বাসনা করি কহ ভগবান।
তোমার বচন সত্য বিশিষ্ট প্রমাণ ॥
উভয়ের এই বাক্য শুনি মুনিবর।
করিলেন মধুময় বাক্যেতে উত্তর ॥
একপুত্র বংশধর বহু বংশকর।
যার যেবা ইচ্ছা হয় ভিক্ষা কর বর ॥
শুনিয়া মুনীন্দ্র বাক্য কহিলা কেশিনী।
সেই পুত্র যাচ্ঞা আমি করিতেছি মুনি ॥
পশ্চাতে ষষ্টিসহস্র কহিলা সুমতি।
সুপর্ণের সহোদরা নরেন্দ্র যুবতী ॥
পরে মুনিবরে করি প্রদক্ষিণ তারা।
স্বপুরে গেলেন রাজা সঙ্গে দুই দারা ॥

অনন্তর কালান্তরে [illegible]
প্রসবিল এক পুত্র বংশধারী ।
অসমঞ্জ অভিধান বিখ্যাত সুসন্তান ।
সগরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভুবনে বাখান ॥
তুম্বাকৃতি মাংসপিণ্ড প্রসবে সুমতি ।
তাহাতে ষাটি সহস্র সন্তান উৎপত্তি ॥
বিভিন্ন হইলে তুম্ব ক্ষুদ্র বিম্বাকার ।
তাহাতে ষাটি সহস্র হইল প্রচার ॥
সেই ষাটি সহস্র সন্তান লইয়া পরে ।
ঘৃতকুম্ভ মধ্যে ধাত্রী বিবর্দ্ধন করে ॥
কিছুকাল ব্যাজে সেই সমস্ত সন্তান ।
সংপ্রাপ্ত যৌবনাবস্থা বয়সে সমান ॥
বলবীর্য্যে তুল্য সবে সম পরাক্রম ।
সগরের পুত্রগণ শুন রঘূত্তম ॥
সর্ব্বজ্যেষ্ঠ অসমঞ্জ নামে গুণাকর ।
শত্রুগণ সর্ব্বাপেক্ষা দ্বিতীয় দিবাকর ॥
নিজ দোষে বিদ্বেষক পুরবাসিগণে ।
এইকথা কহিতে লাগিল সর্ব্বজনে ॥
শ্রবণে করিলা নৃপ তারে অবগত ।
অংশুমান নামে ছিল অসমঞ্জ সুত ॥
সর্ব্বলোক সম্মত সকল প্রিয়তম ।
প্রিয়ম্বদ সকলের মধ্যে গুণোত্তম ॥
কিছু কাল ব্যাজে হয় উপস্থিত মতি ।
করিবেন অশ্বমেধ যজ্ঞ নরপতি ॥
হইবে অপূর্ব্ব যজ্ঞ এই আকাঙ্ক্ষায় ।
উপাধ্যায় গণে নৃপ আনিয়া তথায় ॥
ব্যাপারস্থ করিলেন নৃপতি সগর ।
আয়োজন করি যজ্ঞ দ্রব্য পরিকর ।
রামায়ণে আদিকাণ্ডে চত্বারিংশ সর্গ ।
সগরের সুতোৎপত্তি শুন সাধুবর্গ ॥

৪১ সর্গঃ ।

ত্রিপদী ॥

বিশ্বামিত্র মুখে শুনি, পূর্ব্ব বংশ রঘুমণি,
অনন্তরে কহেন বচন ।
বিশ্বামিত্র মুনিবরে, অগ্নিসম দীপ্তি করে,
প্রীতভাবে শ্রীরঘুনন্দন ॥
মুনিবর শুনিবার, বাঞ্ছা করি সুবিস্তার,
পূর্ব্ব পুরুষীয় শুদ্ধ কথা ।
আজ্ঞা কর অপরূপ, সম্পন্ন করিলা ভূপ,
অশ্বমেধ যজ্ঞবর যথা ॥
বিশ্বামিত্র মুনিবর, রাম প্রতি অনন্তর,
হাস্য করি কহিলা বচন ।
শুন রাম সুবিস্তার, সগর কার্য্য প্রকাশ,
বিশদ কর শ্রবণে শ্রবণ ॥
শ্রীমান পর্ব্বতবর, হিমালয় গুণাকর,
শঙ্কর শ্বশুর সুবিখ্যাত ।
বিন্ধ্যাচল নিজ নাম, অশেষ নির্জ্জর ধাম,
যে দেশ ভুবনে পরিজ্ঞাত ॥
সেই দেশে রঘুবর, মহাত্মা নৃপ সগর,
করিলেন যজ্ঞ মহামতি ।
মহাপুণ্য সেই দেশ, পুণ্য জন সমাবেশ,
ত্রিভুবনে খ্যাতি যুক্ত অতি ॥

অশ্বমেধ যজ্ঞ কার্য্য, চররূপে সুনির্ধার্য্য,
মহারথী সেই অংশুমান।
ধনুর্বিদ্যা সুনিপুণ, শত্রু হন্তা বহুগুণ,
নৃপবর আদেশ বিধান॥
যজ্ঞস্থলে নরবর, ডাকে নানা গুণধর,
এই কালে অত্যন্ত উৎপাত।
ভিন্ন করি যজ্ঞভাগ, উঠিল বিশাল নাগ,
শঙ্কায় কাঁপিল অকস্মাৎ॥
বহুরূপ নাগতনু, ধরিয়া রাক্ষসী তনু,
অপহৃত করিল তুরঙ্গ।
নগর নৃপতি ক্লান্ত, যজ্ঞে হয় হয় হত,
সকলের উৎসাহ বিভঙ্গ॥
নৃপ অগ্রে গিয়া তারা, বিজ্ঞাপি বিপত্তি ধারা,
এই কথা কহে নরবরে।
নাগরূপে কোন জন, করিল অশ্ব হরণ,
শুন মহীনায়ক সত্বরে॥
যেই দুষ্ট নিল অশ্ব, শীঘ্র কর তারে ভস্ম,
আন নৃপ নিজ তুরঙ্গম।
নতুবা এ যজ্ঞোচ্ছেদ, উৎকট মঙ্গল ভেদ,
রক্ষা কর সকল সম্ভ্রম॥
নির্দোষে এ যজ্ঞবর, সমাপ্তি কর সত্বর,
শুনি এই তরুণ বাণী।
যাষ্টি সহস্র সন্তানে, আনিয়া আপন স্থানে,
আজ্ঞা বাক্য কহিলেন মানী॥
এই রিপু নিশাচর, কিম্বা নিশাচর অনুচর,
করে নাহি পূর্ব্ব আগমন।
যাগলোক রক্ষাকারী, নিরন্তর যজ্ঞাচারী,
এই যজ্ঞ মহাবিভ্রম॥

ইহাঁরা অনেক মর্ম্মায়, নাগরূপে মহাকায়,
কেবা অশ্ব করিল হরণ।
করে কোপ পরিত্যাগ, মম বংশে অনুরাগ,
যজ্ঞচ্ছিদ্র করে কোন জন॥
যেবা অশ্বহারী দুষ্ট, শীঘ্র তারে কর নষ্ট,
সর্ব্ব কষ্ট যাবে নিবারণ।
জলে স্থলে রসাতলে, যাবে নিয়া সুকৌশলে,
ধর শত্রু করিয়া যতন।
সমুদ্র সাগর মালা, খনিয়া অখিল ধরা,
যত্নে কর ধরাতে উডঙ্গ।
সঙ্গে নিয়া অস্ত্র জাল, খনিবে তাবৎ কাল,
যে পর্য্যন্ত না দেখ তুরঙ্গ॥
যোজন যোজন ভাগে, খনারম্ভ কর আগে,
অনন্তর করিবে গমন।
সবাকার একমনে, অশ্বহর্ত্তা অন্বেষণে,
শীঘ্রগতি যাও সর্ব্বজন॥
আমি যজ্ঞ সমক্ষণে, থাকি নিয়া পৌত্রগণে,
আর যত উপাধ্যায় গণ।
তোমাদের সুমঙ্গল, চিন্তা করি অনর্গল,
চিত্তে যথা কুরঙ্গ দর্শন॥
সে পর্য্যন্ত তুরঙ্গ, আমারে আনিবে দিজ,
পুত্রগণ কি কহিব আর।
যে পর্য্যন্ত যজ্ঞ অশ্ব, অপহৃত সুতুরঙ্গ,
তোমরা না আন পুনর্ব্বার॥
পিতৃবাক্য কৃতাঞ্জলি, হর্ষে সর্ব্ব রাজপুত্র,
আরম্ভিলা মহী বিদারণ।
সবে পিতৃআজ্ঞাকারী, হয়্যা তীক্ষ্ণ অস্ত্রধারী,
ক্ষণে ধরা খনিত যোজন॥

সকলে পুরুষ শূর, ভুজবল সুপ্রচুর,
রূপে করি মত্ত বিদারণ।
কুদাল লগুড় শূল, মুষল শক্তি বিপুল,
নানা অস্ত্রধারী পুত্রগণ॥
পৃথিবী খনন করি, পীড়া পায় ঘোরতর,
হয় তাহে ভুজঙ্গ বিনাশ।
মহাবল রক্ষঃকুল, অসুরাদি বিনির্ম্মূল,
আর্ত্তি বড় হইল প্রকাশ॥
ষষ্টিসহস্র যোজন, হইল ধরা ভেদন,
লোপযুক্ত মহাবলধারী।
রসাতল সীমা ধরি, পর্ব্বত সংহার করি,
জম্বু দ্বীপ সীমা অনুচারী॥
খনিয়া খনিয়া ধরা, গমনে করিল ত্বরা,
দেবদল সকলে কাতর।
গন্ধর্ব্ব মহা ভুজঙ্গ, সবাকার অঙ্গ ভঙ্গ,
ত্রাস চিত্ত সকল অমর॥
পিতামহ সন্নিধানে, প্রণাম করি সাবধানে,
করিলেন আত্ম নিবেদন।
অতএব পরম ত্রাসে, কমলজে সুসম্ভাষে,
স্তুতি করি চরণ সেবন॥
পর্ব্বত কানন কুল, বনদেব ভয়াকুল,
জীবকুল আকুল জীবন।
কল্পান্তের রিপুগণ, করিতেছে অনুক্ষণ,
ভগবান করি নিবেদন॥
সগর সন্ততি যুত, মহা বল কালদূত,
জ্ঞান ষষ্টিসহস্র গণনে।
জ্ঞানিয়া সমস্ত ধরা, খনন করিল তারা,
অনেকা মুক্তকলা জীবনে॥

ধরণী সন্তেদ কর্ম্মে, অনেকের বাধা মর্ম্মে,
রাগে প্রাণি করিল বিনাশ।
আরো কি অদ্ভুত দৃষ্টি, চক্ষে যারে করে দৃ
বলে এই যজ্ঞশ্ব প্রকাশ॥
কহে অশ্ব হরে সেই, মারে তারে দেখে যে
ইহাতে অনেক প্রাণী যায়।
সগর তনয় সবে, রুধিরে বহায় জীবে
কহ দেব কি তার উপায়॥
এই উক্তি যুক্তি যুক্ত, শিশুদে সকলে মু
করিতে সমর্থ পিতামহ।
করিয়া সমাধি জ্ঞান, যাহে হয় শান্তি দে
তোমা বিনা শক্ত নহে কেহ॥
যেরূপে সমস্ত জন, সগরের পুত্রগণ
আর হিংসা না করিতে পারে।
কর দেব সেই যুক্তি, ধরাকে বিপদে মুক্তি
অধিক কি কহিব তোমারে॥
কবি উক্ত রামায়ণে, আদিকাণ্ড প্রচারে
সুধারস শ্রবণী সারণ।
শুন সাধু ভক্ত সর্ব্ব, একচত্বারিংশ সং
তবে হবে ভবে নিস্তারণ॥

৪১ সর্গঃ।

পয়ার।

দেবগণ বচন শ্রবণ করি পরে।
কহিলেন পিতামহ সমস্ত বিস্তারে॥
দেখিয়া উদ্বিগ্ন অতি সর্ব্ব দেবগণে।
সান্ত্বনা করিলা সবে মধুর বচনে॥
আচ্ছন্ন করিয়া যিনি অখিল ধারণ।
উৎপত্তি বিহীন যিনি শুন দেবগণ॥

সেই বিষ্ণু স্বরূপ কপিল মহামুনি ।
সাগরাংশ হরিলেন যজ্ঞাশ্ব আপনি ॥
এই হেতু ক্ষিতি তোমা সবার তনয় ।
করিয়াছে খনন দেখ সব মিথ্যা নয় ॥
অসংশয় জানিবে এ নিশ্চিত বচন ।
অবশ্য বিনষ্ট হবে রাজ পুত্রগণ ॥
পিতামহ বচন শুনিয়া দেবচয়ে ।
চলিলেন তুষ্ট হয়ে নিজ নিজালয়ে ॥
সেকালে পিতৃ পুরুষ আজ্ঞা অনুসারে ।
আপন আপন স্থানে থাকিয়া সত্বর ॥
অনন্তর সগরের তনয় সকল ।
হইলেন উগ্রতর বীর্য্য মহাবল ॥
বারম্বার সব পৃথ্বী করিয়া খনন ।
তাহাতে জানিল অশ্ব কুপিত জীবন ॥
প্রদক্ষিণ করিয়া সমস্ত বসুমতী ।
শত্রুক্ষয় নিমিত্ত করিলা ক্ষিতি ক্ষতি ॥
না পাইয়া পিতৃ যজ্ঞ অশ্বের সন্ধান ।
সগরের সন্নিকটে করিলা প্রয়াণ ॥
এই বাক্য কহিলেন রাজ পুত্রগণ ।
মহীপতি সর্ব্ব মহী করিয়া ভ্রমণ ॥
জলজন্তু আদি করি দৈত্য কি দানব ।
নিশাচর গণ মধ্যে দেখিয়াছি সব ॥
এ সকল মধ্যে নাহি যজ্ঞ বিঘ্নকর ।
কি করিব আজ্ঞা কর ভূপাল প্রবর ॥
পুত্রগণ বচন শ্রবণে মহীপতি ।
নিশ্চয় করিয়া পুনঃ দিলা অনুমতি ॥
পুনর্ব্বার আমার বচন শুন সুত ।
বারম্বার অশ্ব অন্বেষণ কর দ্রুত ॥
সব পৃথ্বী খনিয়া পশিয়া রসাতলে ।
আনিয়া তুরঙ্গ মোর যজ্ঞশালে বলে ॥
পিতার বচন শুনি তার পুত্রগণ ।
আরম্ভিলা পুনর্ব্বার ধরণী খনন ॥
মহীতলে রসাতলে উপনীত হয়ে ।
না পাইয়া দিক্‌কুঞ্জ সম্মুখ নিশ্চিত ॥
দেখিল দেখিয়া যারা পর্ব্বত আকার ।
বিরূপাক্ষ দিগ্গজ দেখেতে চমৎকার ॥
ধরণী ধারণ করি শিরে করিবর ।
সশৈল কানন বন কুঞ্জর কুঞ্জর ॥
বহুজনপদাকীর্ণ সম্পূর্ণ ধরণী ।
মস্তকে ধরে শিরে করি শিরোমণি ॥
যখন শ্রান্তিকালে চালে মুণ্ড শির ।
সপর্ব্বত বসুমতী অবনী অস্থির ॥
তারে প্রদক্ষিণ করি নৃপতি সন্তান ।
পূজিয়া দিগ্গজ বন্দিয়া মনে মান ॥
দিক্‌পাল বিশেষ এই জানিয়া নিশ্চয় ।
চলিলা দক্ষিণ দিগে যত মহাশয় ॥
দক্ষিণ দিক্‌পতি গজ করিলা দর্শন ।
মহাপদ্ম নামক নাগেন্দ্র মহাজন ॥
অম্বর পর্ব্বত আকার আকার সংস্থিত ।
বৃহৎ তনু পৃথ্বী মস্তকে বিধৃত ॥
সে কুঞ্জরে পুনর্ব্বার করি প্রদক্ষিণ ।
পরিত্যাগে চলিলেন সীমান্ত দক্ষিণ ॥
অনন্তর সগর সন্তান বীরগণ ।
করিলেন পশ্চিমাতে ধরণী খনন ॥
দেখিলেন পশ্চিমাংশে দারুণ কুঞ্জর ।
যেন কায় মহাকায় কৈলাস শিখর ॥

সৌম্য নাম অশ্ব ছিল [illegible]
মহাদেব [illegible] অশ্বমেধের নিমিত্ত।
প্রদক্ষিণ করি তাঁরে সগর নন্দন।
পূর্ব্ব স্থানে সকলের প্রাপ্তি সমাধান।
উত্তরেতে গমন করিয়া সর্বোদীচী।
হিমবান পর্ব্বত নিকটে উপস্থিত।
উত্তর প্রদেশে শেষে দেখিলেন তারা।
ভদ্রতনু নাম হস্তি ধরিয়াছে ধরা।
সেই ভদ্র কুঞ্জরে করিয়া প্রদক্ষিণ।
পুনর্ব্বার করিলেন নিখাত কঠিন।
খনিতে খনিতে যত নরেন্দ্র সন্তান।
উত্তরিলা শীঘ্রগতি সবে সাবধান।
আসিয়া ঈশানভাগে সগর সন্ততি।
মহাকোপে খনন করিলা বসুমতী।
এইরূপ ধরণী খনিতে লক্ষজন।
দেখিলা কপিলদেব দেব নারায়ণ।
অশ্বমেধের নিকটেতে [illegible]
চরিতেছে কিয়দ্দূরে অশ্ব মনোহর।
কে, হরেছে কপিলে জানিয়া অশ্বহারী।
ক্রোধদৃষ্টে চাহিলেন যেন প্রাণহারী।
থাক থাক বলিয়া বলিছে সর্ব্বজন।
ক্রোধ বশে মুনিবরে করিলা মারণ।
কোপানলে মুনিশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি প্রাণনাশি।
তৎক্ষণে সগরসুত সর্ব্বে ভস্মরাশি।
আদিকাণ্ড রামায়ণে কপিল দর্শন।
একাধিক চত্বারিংশ সর্গ সমাপন।

৪২ সর্গ।

দী।

পুত্রগণ চিরগত, না দেখিয়া সমাগত,
সগর কাতর অতিশয়।
দীপ্তিমান পৌত্রবরে, নৃপতি ডাকিয়া পরে,
কহিলেন করিয়া নিশ্চয়॥
পিতৃগণ অন্বেষণে, শীঘ্রগতি নিদর্শনে,
অর্পিবে তুরঙ্গহারী যথা।
পৃথিবী পাতাল তলে, বহুজন সমাকুলে,
যাও সত্বর তুমি যাও তথা॥
বহুশত্রু প্রাণহর্ত্তা, ব্যথিত করিয়া রণে,
হও শত্রুহন্তা বীর বেশ।
শীঘ্রগতি পিতৃস্থলে, গচ্ছ সুত সুকৌশলে
পৃথ্বীমধ্যে করিয়া প্রবেশ॥
জয় করি শত্রুগণ, অশ্বহারি দুষ্টজন,
বিনষ্ট করিয়া পুনর্ব্বার।
আসিবে মম নিকটে, যজ্ঞভ্রষ্ট এসঙ্কটে,
কর শীঘ্র আমাকে নিস্তার॥
তুমি শূর সুবিধান, পূর্ব্ববংশীয় সমান,
রঘুকুল প্রধান সন্তান।
কর আশু আগমন, ভদ্র তব নারায়ণ,
করিবেন রক্ষা বর্দ্ধমান॥
পিতামহ যুক্তিযুক্ত, একথা হইলে উক্ত,
অংশুমান শরাসন ধারী।
খড়্গ হস্তে মহাবীর, বিক্রমে যেন মিহির,
হইলেন পিতৃ পথাচারী॥

যে পথে সগরসুত, গিয়াছেন অতি অদ্ভুত,
সেই পথে শিশু অন্বেষণে।
চলিলেন অংশুমান, পথে অতি ভয়ঙ্কর,
দেখি বড় রক্ষ যক্ষগণে।
তাহে করি অপমান, শিশু পথ অনুসার,
চলিলেন সেই নির্ভরে।
পশ্চাতে কিঞ্চিৎ দূরে, দেখা করিল পুরে,
[illegible]
[illegible]
[illegible]
কহি [illegible], [illegible] বিবরণ
[illegible]
নৃপতি সুত [illegible] শুনিয়া [illegible],
[illegible]
[illegible]
[illegible] অংশুমান।
এই বাক্য কহি তাকে, অগ্রগণ্য স্থানে স্থানে
চলিলেন শিশু অন্বেষণে।
ক্রমাগত দিক্ করি, সবে প্রদক্ষিণ করি,
জিজ্ঞাসেন বিমর্ষ বদনে।
পূর্ব্বপ্রায় দিগ্গজে, কহিলেক অংশুমানে,
জয় বীর সগর নন্দন।
তুমি মহাপরাক্রম, ক্ষত্রিয় কুল সত্তম,
পাবে অশ্ব সগর নন্দন।
রাজপুত্র মহাগুণী, আসিবে অত্রে আপনি,
অংশুমান এই বাক্য শুনে।
চলিলেন সুবিক্রম, হইয়া কত সম্ভ্রম,
আশা পরিপূর্ণ হেতু মনে।

[illegible] অনন্ত [illegible]
[illegible] অংশুমান।
[illegible] পিতৃগণ দেখি
[illegible] অতি শক্তিমান।
[illegible], কপিলের বীরবর
ও [illegible] ভস্মীভূত পিতৃগণ।
দেখা হতে অগ্রসরে, আসি মনে দুনাদু
অশ্বরত্নে করিলা দর্শন।
[illegible] বেণাবনে, স্থিত অশ্ব শুনিয়ে
নিরীক্ষণে অংশুমান হৃষ্ট।
দেখিলা কপিল দেবে, তেজঃপুঞ্জ দেহ যে,
তুলনা যাহার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ।
যে রাজপৌত্র আর্য্য, করিবারে পিতৃকা
ইতস্ততঃ করেন ভ্রমণ।
[illegible], বাক্য কহ বলে বাম
না হইল তোয় দর্শন।
জলাধী [illegible], [illegible] সকল স্থান
করিলা না দেখি অংশুমান।
আকুল হইয়া মনে, যথা তথা বিলোকনে,
করিছেন জলানুসন্ধান।
এইকালে সেই স্থলে, দেখিলা শিশু মাতুলে
পক্ষিরাজ বিনতানন্দনে।
দুঃখে হৃদয় [illegible], অংশুমানে দেখি পক্ষী
কহিলেন মধুর বচনে।
শুন শুন নরবীর, শোক পরিহর শীঘ্র,
তব পিতৃ সকল মরণ।
হইয়াছে সত্য বটে, কপিলের সন্নিকটে,
অতএব না কর স্মরণ।

অগ্রেতে [illegible] [illegible] কলেবর,
[illegible]
মহাবেগে [illegible] [illegible]
[illegible] আনন্দেতে ধায়,
তাহাদিগে [illegible] [illegible]
[illegible] জলধারে যথা।
হিমালয় শৃঙ্গ হৈতে, নামে গঙ্গা [illegible]
নদীরূপা তাঁর শুভক্ষণ।
ভগবতী [illegible], সেই লোক নিস্তারিণী,
তারিবারে [illegible] পিতৃগণ।
যাবৎ [illegible], [illegible] গতক্রম,
সে পর্য্যন্ত ক্রিয়া বিবর্জ্জন॥
যদি বিজ পিতৃলোক, পাঠাইতে চাহ স্বর্গে,
[illegible] ব্রহ্মলোকে [illegible]।
তবে [illegible], ত্রিলোক তারিণী গঙ্গা,
[illegible]।
তবে [illegible], [illegible] [illegible],
[illegible]।
[illegible], [illegible] মূর্চ্ছাগত হয়ে,
[illegible]॥
[illegible], [illegible],
[illegible]
[illegible] অংশুমান, [illegible] [illegible],
মহা[illegible] করিলা প্রবেশ।
[illegible] নৃপতি নিকটে, [illegible] [illegible],
করিলেন [illegible] বিবেদন।
[illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] কহিলা তখন।

বিবরণ শুনিয়া [illegible], একারণ দুঃখ অপার
সগর [illegible]।
বাক্য শুনিয়া তার, কম্পমান কলেবর
পুত্র শোকাকুল অতিশয়॥
হইয়া বিরসমন, করি যজ্ঞ সমাপন
[illegible] ভ্রমণ।
কিন্তু গঙ্গা আনিবারে, চেষ্টা না হইল আর
[illegible] রাজ্য [illegible]।
[illegible], অগত্যা [illegible]
[illegible] করি [illegible]।
ত্রিংশৎ সহস্র [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] কলেবর॥
[illegible], স্বর্গ হতে [illegible]
[illegible] জীবন।
আদিকাণ্ডে [illegible], [illegible]
[illegible] সর্গ সমাপন॥
৪৩ সর্গঃ।

পয়ার।

স্বর্গেতে হইলো সগর নরপতি।
মন্ত্রিগণ দেখিলেন শূন্যের গতি॥
অংশুমানে সিংহাসনে করিলা স্থাপন।
দেখিয়া নৃপতি হোয়া ধর্ম্ম পরায়ণ॥
সেই রাজা অংশুমান বিখ্যাত [illegible]।
দিলীপ তাঁহার পুত্র অতি পুণ্যবান॥
প্রজার বিখ্যাত গুণ করি নিরীক্ষণ।
দিলীপে স্বকীয় রাজ্য করি সমর্পণ॥

তপস্যায় [illegible] করিয়া [illegible]।
কহিলেন [illegible] [illegible] [illegible]॥
শিবের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
গঙ্গা [illegible] [illegible] [illegible]॥
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
না [illegible] [illegible] [illegible]॥
বাখানিল [illegible] [illegible] [illegible]।
গঙ্গা [illegible] [illegible] [illegible]॥
নৃপতির [illegible] [illegible] [illegible]।
পিতার [illegible] [illegible] [illegible]॥
মহাপুরী [illegible] [illegible] [illegible]।
নিকট [illegible] [illegible] [illegible]॥
কিরূপে [illegible] [illegible] [illegible]।
জল দিতে [illegible] [illegible] [illegible]॥
কিরূপে [illegible] [illegible] নিস্তার।
চিন্তে চিন্তাকুল মন হইল অপার॥
প্রতি দিন চিন্তিতে চিন্তিতে নরপতি।
ধর্ম্মবলে [illegible] করিলেন গতি॥
কালে [illegible] [illegible] পূর্ণ অভিলাষ।
ভগীরথ নামে পুত্র হইল প্রকাশ॥
হইলেন [illegible] ধার্ম্মিক ভগীরথ।
নৃপতি করিয়া [illegible] [illegible] পথ॥
[illegible] [illegible] [illegible] দিলীপ নৃপতি।
পালিলেন [illegible] [illegible] বসুমতী॥
গঙ্গা [illegible] [illegible] বিস্তর।
করিয়া [illegible] [illegible] [illegible]॥
কালবশে [illegible] [illegible] [illegible]।
ভগীরথ [illegible] [illegible] [illegible]॥

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]॥
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
ভগীরথে কহিলেন [illegible] [illegible]॥
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]॥
শঙ্কর [illegible] [illegible] [illegible]।
শতব্রত [illegible] [illegible] [illegible]॥
[illegible] [illegible] কষ্ট করিলেন [illegible]।
[illegible] [illegible] মহীপতি করিয়া [illegible]॥
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]॥
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] করিয়া [illegible]॥
উগ্রতপা হইলেন [illegible] [illegible]।
প্রজাপতি প্রভু প্রভু [illegible] [illegible]॥
হইলেন [illegible] [illegible] [illegible]।
পরম বিস্ময় চিত্ত [illegible] [illegible]॥
বেষ্টিত অমর [illegible] [illegible] [illegible]।
অবনীতে আচম্বিত [illegible] [illegible]॥
ভগীরথে [illegible] কহিলেন [illegible]॥
মহাত্মা [illegible] তুমি [illegible] ভগীরথ।
প্রকাশিয়া [illegible] [illegible] মনোরথ॥
আকাঙ্ক্ষিত [illegible] [illegible] [illegible]।
মনস্থানে [illegible] নৃপতি [illegible]॥

[illegible]

[illegible] কহিলেন ভগীরথ।

পুরাইবে যদি প্রভু মম মনোরথ।

[illegible]দি আমার প্রতি প্রীত মহাশয়।

যদি আমার কিছু থাকে দৈববল।

তবে প্রভু সমস্ত সগর পুত্রগণ।

মম হস্তে জল প্রাপ্ত হইয়া এখন।

[illegible] সুপবিত্র হইয়া সবায়।

[illegible] পাইয়া সকলে শুভকায়॥

তাঁহারা অক্ষয় স্বর্গে করুন গমন।

নিশ্চিন্ত আমার পূর্ব্ব পিতৃগণ।

অপর প্রার্থনা শুন মম পরমেশ্বর।

অক্ষয় ইক্ষাকু কুল হয় অতঃপর॥

ভূপতির এই উক্তি শুনি সুরশ্রেষ্ঠ।

কহিলেন সুভাষায় প্রতিবাক্য শ্রেষ্ঠ॥

শুন মহাভাগ ভগীরথ মহারথ।

তপোবলে পূর্ণ হবে তব মনোরথ॥

পুণ্যসিদ্ধ হইবে মন না হবে ব্যাকুল।

অক্ষয় হইবে তব ইক্ষাকু সুকুল॥

[illegible] মধ্যে গঙ্গা গুণবতী।

প্রবাহ ধরিয়া লবে জানেন ভূপতি।

মর্ত্তলোকে সর্ব্বদা তারেন সুরগণ।

তব তপে করিবেন মহী বিদারণ॥

সমস্ত পৃথিবী জলধারে হবে তল।

ধারণের জন্য তপ সাধ দৈববল॥

সেব দেবে মহাদেবে তুষ্ট কর তূর্ণ।

তবে হবে তব মনোরথ পরিপূর্ণ॥

গঙ্গার পতন ধারা ধরা ধরা ভার।

শঙ্কর সহায় বিনা গতি নাহি আর॥

গঙ্গাধর ধরিবেন গঙ্গার সলিল।

আশুতোষে তোষ তপ বিস্তার অখিল॥

এই উক্তি উক্ত করি ব্রহ্মা ভগবান।

করিলেন পরক্ষণে স্বধামে প্রস্থান॥

কবি শ্লোক রামায়ণে আদিকাণ্ড সার।

[illegible] বরদান বর্ণনার বিস্তার॥

বেদ দেব অনিশ্চ অধ্যায় সমাপন।

রাম প্রীতে বিরচিত বেদ রামায়ণ॥

[illegible] সর্গঃ।

ত্রিপদী।

প্রজাপতি অন্তর্দ্ধানে, ভগীরথ সেই স্থানে,
অঙ্গুষ্ঠে নির্ভর করি ক্ষিতি।
অতি কষ্টে নৃপবর, সেই রূপ সম্বৎসর,
উমাপতি তপস্যায় স্থিতি॥
ঊর্দ্ধবাহু নরেশ্বর, নিরালম্ব কলেবর,
বায়ুভক্ষ্য আশ্রয় বিহীন।
ভাবে ধ্যানে স্থাণু প্রায়, অচল সদৃশ কায়,
রহিলা নিয়মে রাত্রি দিন॥
পরিপূর্ণ সম্বৎসর, তদন্তরে মহেশ্বর,
সর্ব্বলোক নমস্কৃত হর।
পশুনাথ গৌরীপতি, হইয়া সন্তুষ্ট অতি,
ভগীরথে কহিলা সত্বর॥
শুন শুন নরশ্রেষ্ঠ, দেখিয়া তোমার কষ্ট,
হইয়াছি পরিতুষ্ট মনে।
কি করিব তব প্রিয়, বিজ্ঞাপিয়া সাক্ষাতীয়,
বুঝিয়াছি তব আরাধনে॥

করির মানস পূর্ণ, শারণে করিয়া তূর্ণ,
ত্রিপথগামিনী শিরে ধরি।
পরে দেব গঙ্গাধর, হিমগিরি শৃঙ্গোপর,
রহিলেন আরোহণ করি॥
গঙ্গার উদ্দেশে বাণী, কহিছেন শূলপাণি,
ধরাতে পতিতা হও গঙ্গে।
জটাজূট সুবিস্তার, অনেক যোজন যার,
পর্ব্বত-কন্দর প্রায় রঙ্গে॥
পরে পতিত পার্ব্বতী, শিবশিরে সুরধুনী,
দেবনদী লোক নিস্তারিণী।
পড়িলা অমিত তেজে, মহেশ মস্তক মাঝে,
মহাবেগে ত্রিপথ তটিনী॥
মহাকায় বিভু শিরে, গঙ্গা জটাজূট শিরে,
মোহপ্রাপ্তা ভ্রমিলা সন্ত্রাসে।
দেব শিরে দেবনদী, নিরুদ্ধা রহিলা যদি,
অশক্তা তথাপি বিনির্গমে॥
শম্ভুশিরে ত্রিপথগা, রহিলেন রুদ্ধবেগা,
ভগীরথ হইয়া দুঃখিত।
গঙ্গাবতরণ জন্য, রাজা সূর্য্যবংশ ধন্য,
করিলেন স্তুতি যথোচিত॥
কাতর দেখিয়া ভূপে, অতি সুপ্রসন্ন রূপে,
গঙ্গামুক্ত করিলেন হর।
উৎপাটিয়া এক জটা, গঙ্গার কল্লোল ঘটা,
দেখাইলা দেব দিগম্বর॥
ছাড়িলেন ত্রিলোচন, পাইলেন বিমোচন,
মন্দাকিনী চলিলেন বেগে।
সমাকীর্ণ জলচরে, একেকালে [illegible],
বাজে যেন প্রলয়ের মেঘে॥

জলময় ত্রিভুবন, দেখি দেব ঋষিগণ,
শিরে বারি করিলা ধারণ।
ই শাপিত সুরবর্গে, সকলে পশিলা স্বর্গে,
সুরধনী নিস্তার কারণ॥
দেবর্ষি গন্ধর্ব্ব গণ, যক্ষ সিদ্ধ যত জন,
অপ্সরা পরিজনাবৃত।
বিমানে বিধাতা আসি, তীর্থবাস অভিলাষী,
সুরগণ সুবেষ্টিত যত॥
ধরাতে গঙ্গা পতন, অতি অদ্ভুত কথন,
দেখিতে ইচ্ছুক হয় লোকে।
গমন করিল তথা, গঙ্গাবারি বহে যথা,
একত্র হইল লোকে লোকে॥
পবিত্র কারিণী জল, করে যাতে মুক্তিফল,
ত্রিভুবন আভরণ প্রায়।
শত মরীচির প্রভা, অখিল পাবনী আভা,
নির্ম্মলা আছে শোভা পায়॥
কোনস্থানে খরস্রোতা, কোনস্থানে মন্দাগতা,
কোনস্থানে কুটিল গমন।
স্থানেস্থানে সুবিস্তার, কোথা বা সঙ্কীর্ণ ধার,
ত্রিভুবন পবিত্র কারণ॥
ক্ষণে বারি ঊর্দ্ধে যায়, অন্যত্র নিম্নেতে যায়,
সংলগ্নে সখিল হয় ভয়।
ভাসে বক শিশুমার, ভুজঙ্গ অঙ্গ বিস্তার,
বহু মীন চলে নক্রচয়॥
বিদ্যুতে বিমান যথা, গঙ্গা অঙ্কে শোভে তথা,
জাহ্নবীর শরীর সুন্দর।
পাণ্ডুর সলিল মেঘে, সূর্য্যছটা যথা লেগে,
শোভা করে নগর প্রান্তর॥

ষাট হাজার সম, কিলকিলোত্তা গঙ্গাজলে,
শতকোটী মরকত পদ্মী।
উর্দ্ধ অধো খসিছলে, গীতে গাথি মুক্তাফলে,
সর্ব্বভূমি যথা সারাবলী।
শঙ্করের শিরোভ্রষ্টা, নাশিতে লোকের কষ্ট,
গঙ্গাদেবী পড়ে ভূমিতলে।
প্রবেশ পাতাল মাঝে, সকলের পাপ খর্ব্ব,
অদ্যাপি করে প্রক্ষালনে ॥
গঙ্গা আগমন হেতু, ত্রিভুবন পুণ্য সেতু,
নারায়ণ জানিয়া নিশ্চয়।
বিভবে সাজন করে, কুপথ যত নগরে,
পাইয়া গঙ্গার পরিচয়।
ত্রিলোক মঙ্গল যারি, ভুবন পবিত্রকারি,
সুপ্রকাশিত সুরধুনী জলে।
অভিষেক করে তারা, লয়ে গঙ্গাজলধারা,
হস্তাঞ্জলি করিল সকলে ॥
পাপহেতু মহাতলে, এসেছিল যে সকলে,
সুরলোক হইতে অমর।
পাইয়া পুণ্য গঙ্গাজল, করি দেহ সুনির্ম্মল,
স্বর্গপ্রাপ্ত হইল তৎপর ॥
গঙ্গার তীরে তপঃ, জপে মুনিবর জপ,
করিলেন সুর নরগণ।
সিদ্ধ সাধ্য ঋষিকুল, তারণ কারণ মূল,
ইষ্টপদ কমল স্মরণ ॥
দেবতা গন্ধর্ব্বাদি, প্রীতি প্রাপ্ত হর্ষ মনে,
নাচে কত অপ্সরী অপ্সর।
গঙ্গাস্রোত পুনি মিলে, প্রণামে মুদিত অঙ্গ,
প্রণাম সকলে নিরন্তর ॥

প্রণামে পাইলে রাজ্য, সকলে সাষ্টাঙ্গকায়,
সেই রূপ হর্ষিত সকলে।
ত্রিলোক তারিণী হেরি, হৃষ্ট রোমা নরনারী,
সুর নরী অসুরী কৌশলে ॥
ভগীরথ নরবর, হইলেন অগ্রসর,
দিব্যরথে করি আরোহণ।
পিতৃগণ উদ্ধারের তরে, ভাগীরথী পৃষ্ঠদেশে,
চলিলেন করি অন্বেষণ ॥
মহা বেগবতী গঙ্গা, ত্রিভুবন ভয় ভঙ্গা,
দুগ্ধবর্ণ যান সুরধুনী।
শীত বেগে পরিপূর্ণা, অমিয়জলে বহু ঘূর্ণ,
ফেন মুক্তা যেন মুক্তা মণি ॥
মহানদী সহ মহা, অতুল প্রবাহ চলে,
গঙ্গা বেগবতী অতিশয়।
অগ্রভাগে নরপতি, পৃষ্ঠদেশে জাহ্নবী তু,
অভিপ্রায় বিলম্ব না সয় ॥
দেবঋষি দেবগণ, দৈত্য রক্ষঃ যত জন,
গন্ধর্ব্ব দানব যক্ষ যত।
কিন্নর অপ্সরঃ কুল, ভুজঙ্গ পাইয়া কুল,
ভগীরথ রথ অনুগত ॥
গঙ্গার পশ্চাতে ধায়, জলজন্তু সমুদায়,
ধরাবাসী নদনদী গণ।
স্নানে দিলে গঙ্গাজলে, পবিত্র হইয়া চলে,
পবিত্র করিতে পিতৃগণ ॥
যথা যান ভগীরথ, রথের পশ্চাতে পথ,
গামিনী সে ত্রিপথ গামিনী।
সর্ব্বলোক নমস্কৃতা, শিবশিরো সমাগতা,
কল্পতরু কলুষনাশিনী ॥

সগর বংশের কৃত, খ্যাত যথা সমুচিত,
উপস্থিত তথা ভগীরথ।
প্রবেশে ধরণী তলে, করিলেন স্রোতকলে,
পিতৃগণ উদ্ধারের পথ॥
রসাতলে রাজসুত, গঙ্গা নিয়া যথা যত,
করিলেন উদ্ধার কারণ।
ভস্মীভূত ছিলা যত, পিতৃগণ শাপাশ্রিত,
সকলের করিলা তর্পণ॥
গঙ্গাজলে পরিপ্লুত, পূর্ব্বপিতৃ হয়ে হৃত,
সগর সন্ততি যত সবে।
দিব্য দেহ ধরি সবে, মহানন্দ অনুভবে,
সুরপুরে চলিলা সত্বরে॥
পূর্ব্ব পিতৃগণোদ্ধার, অদ্ভুত কর্ম্ম রাজার,
নিরীক্ষণ করি প্রজাপতি।
ভগীরথ নৃপবরে, কহিলা হর্ষ অন্তরে,
অবশেষে করিলেন স্তুতি॥
পিতৃঋণে তরাইলে, ত্রিভুবনে যশঃ নিলে,
নরশ্রেষ্ঠ তুমি গুণার্ণব।
সগর সন্তানগণ, নিস্তার মূল কারণ,
অদ্ভুত অশ্রুত কীর্ত্তি তব॥
সগর আখ্যান যুক্ত, ভুবনে করিতে মুক্ত,
সমাখ্যান হইল সাগর।
যাবৎ সাগর রবে, সগরবংশীয় সবে,
স্বর্গে রবে কাল বহুতর॥
এই গঙ্গা ভাগীরথী, শিবমস্তা শুভ্রা অতি,
তব কন্যা হইবে রাজন।
ভগীরথানীতা বলে, ভাগীরথী মহীতলে,
তিন লোক করিবে শোধন॥

ব্রহ্মাণ্ড জনতা, এই হেতু পদ্মজা,
ত্রিলোকের পবিত্র কারণ।
ত্রিপথগামিনী নাম, পবিত্র করিয়া ধাম,
ত্রিলোকের হইবে পাবন।
ত্রিপথে গমন করি, ত্রিপথগা নাম ধরি,
ত্রিলোক তারিবে নিস্তারিণী।
পূর্ব্ব মুনিগণ উক্ত, ত্রিভুবনে খ্যাতিযুক্ত,
পাবনী গঙ্গা ত্রিপথগামিনী॥
তৃতীয় হইলে খ্যাতি, নাম গঙ্গা ভাগীরথী,
তব নাম প্রীতে বিচক্ষণ।
যাবৎ ধরণীতলে, পবিত্র জাহ্নবী জলে,
পরিপূর্ণা রহিবেন জল॥
তাবৎ তোমার কীর্ত্তি, লোকেতে থাকিবে স্ফূর্ত্তি,
নিবাসি সমস্ত স্বর্গাদে।
অতিক্রম করিয়া পূর্ণ, নরেশ্বর তুমি তূর্ণ,
জলক্রিয়া কর পিতৃজনে।
তব পূর্ব্ব পূর্ব্ব যত, পিতৃগণ সুবিখ্যাত,
যশস্বী অতুল ধর্ম্মশীল।
তব সুত ভগীরথ, একান্ত মনোরথ,
প্রাপ্ত নহে সুগাঙ্গ অখিল॥
তব পিতা নরবর, দিলীপ ধর্ম্মতৎপর,
পিতামহ রাজা অংশুমান।
করিয়া গঙ্গা প্রার্থনা, হইয়া নষ্ট কামনা,
স্বর্গপথে করিলা প্রয়াণ॥
রাজর্ষিগণ প্রবর, মহর্ষি তেজে সুন্দর,
অতুল্য তপস্বি নাম খ্যাত।
ক্ষত্রধর্ম্মে সমাশ্রিত, রাজা মহা প্রতাপিত,
দিলীপ সুখ্যাতি জগজাত॥

তিনি গঙ্গা কামনায়, শুন সেই প্রতিজ্ঞায়,
সেই গঙ্গা আনিয়াছ তুমি।
দেবতা সমস্ত যথা, সাগরের সন্ততিগণ,
তব কালে পরিপূর্ণ তুমি ॥
এই গঙ্গাবতরণ, শুনিবেন যেই জন,
তব কৃত অমিত্র পুণ্যে ।
পাইবেন পুণ্যস্থান, এই পুণ্যে পুণ্যবান,
জানিবেন সুতরে সুখদ ॥
আপনার দেহকৃত, গঙ্গাজলে পরিপূত,
সুরোত্তম উচিত এ কর্ম্ম ।
অশেষ কলুষ হারী, সমস্ত পবিত্র কারী,
পুণ্যফল প্রদান সুধর্ম্ম ॥
পূর্ব্ব পিতামহগণে, সন্তোষিয়ে জলদানে,
সুখী তব হব সুকল্যাণ ।
শুন নরপতি শ্রেষ্ঠ, দূরে যাবে তব কষ্ট,
অভিষেক করি স্বস্থানে প্রস্থান ॥
ভগীরথে কহিলেক, পরে লোক পিতামহ,
অন্তর্দ্ধান নিকর সহিত ॥
আদি ঋষি পবিত্রক সত্যপুণ্য সনাতন,
ব্রহ্মলোকে গিয়া উপনীত ।
নৃপতিক বাক্য ধ্যান, পিতৃগণে জলদান,
সমাপিয়া অযোধ্যাগমন ।
অক্ষয় সমৃদ্ধি যুক্ত, অরিন্দম অরিমুক্ত,
সুখে রাজ্য করেন শাসন ॥
পাইয়া পরমানন্দ, প্রমোদিত প্রজাবৃন্দ,
ভগীরথ রাজার আশ্রয় ।
পরম পুণ্যাখ্যান, কহিলাম মতিমান,
গঙ্গাবতরণ সমুদয় ॥

আদিকাণ্ডে রামায়ণে, গঙ্গাবতরণাখ্যানে
পঞ্চচত্বারিংশ স্থিত সর্গ ।
শ্রবণে বুদ্ধির জন্ম, প্রকাশিলে জ্ঞানকাণ্ড
সমাদরে শুন সাধু বর্গ ॥

৪৫ সর্গঃ ।

পয়ার ।

বিশ্বামিত্র বচন শ্রবণ করি রাম ।
[illegible] ॥
পুনর্ব্বার [illegible] কহিলা রঘুবর ।
[illegible] ॥
কহিলেন [illegible] ।
পুণ্য [illegible] পাপহর পুরাণ ॥
আনন্দ হইল এই পুণ্যময় রজনী ।
পাপক্ষয়করী কথা শুনি রঘুমণি ॥
সৌমিত্রি সহিত এই রজনী সুন্দরা ।
বিশ্বামিত্র কথন শুনিয়া সুধাধরা ॥
রজনী প্রভাতে পুনঃ শ্রীরঘুনন্দন ।
বিশ্বামিত্র মুনিবরে কহিলা বচন ॥
কৃতাঞ্জলি কৃতকৃত্য দশরথ সুত ।
কহিছেন মুনিবরে রঘুবর দ্রুত ॥
শুভা নিশা শেষ তব সুললিত বচনে ।
করিলাম পরম সুশ্রাব্য পুণ্যাখ্যানে ॥
অতঃপরে পুণ্যনদী পার প্রয়োজন ।
উত্তরিব ত্রিপথগামিনী তপোধন ॥
অতিদ্রুততরা তরী উত্তরণ হেতু ।
উপস্থিতা সম্মুখেতে সুখসিন্ধু সেতু ॥

জ্ঞান হয় মহাপাতক ছেড়িয়া আপনে।
পায়ের নিকটে তরী আনিছে যতনে॥
এই বাক্য অবধান করিয়া মুনিবর।
তরী আরোহণ করি চলিলা সত্বর॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণে মুনি লইয়া সংহতি।
উত্তীর্ণ উত্তর তীরে গঙ্গা নদী পার॥
মুনীন্দ্র নৃপেন্দ্র রাম সহিত লক্ষ্মণ।
দেখিলেন এক পুরী উত্তর তপোবন॥
অত্যুচ্চ প্রাসাদ দীর্ঘ শৃঙ্গ আছে।
যথা ইন্দ্র পুরন্দর তথা তিনি আছে॥
বিশাল নগরী পুরী অতি মনোহর।
সুরপুরী সদৃশ উজ্জ্বল প্রাকার সুন্দর॥
পুরী দেখি পুছেন রঘুনাথ তথা।
রঘুবর জিজ্ঞাসেন কহ তপোধন॥
কৃতাঞ্জলি পূর্বক কহিলা রঘুবর।
বিশাল নৃপতি পুরী দেখিয়া সুন্দর॥
কহ মুনিরাজ এই পরম নগরে।
বিশাল নৃপতি বংশ কথা কি প্রকারে॥
শুনিবারে বাঞ্ছা করি শুন ভগবান॥
পরম কৌতুক যুক্ত কহ উপাখ্যান।
শ্রীরামের বচন শ্রবণ করি মুনিবর।
কিঞ্চিৎ হাসিয়া উত্তর দিলা মুনিবর॥
বিশ্বামিত্র মহাতপস্বী কহিলা বচন।
পূর্বে ইন্দ্র আছে এই কথা পুরাতন॥
দেবগণ মধ্যে কথা হয় উপস্থিত।
শ্রোতা তার সুরগণ সবে মিলিত॥
পূর্বে সত্যযুগে ছিলা দিতি সুত গণ।
মহাবল পরাক্রম তারা সর্ব জন॥

অদিতির পুত্র আর দিতির নন্দন।
মহাবীর্য পরাক্রম দেবাসুর গণ॥
পরস্পর ভ্রাতৃভাব করি দুই জন।
অজর অমর হৈতে বুদ্ধি কৈল মন॥
সকলে মিলিয়া সবে করে পরস্পর।
পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিল বুদ্ধি নিরন্তর॥
সকলের একত্রে বুদ্ধি উপস্থিত।
অজর অমর হব কিসে জ্ঞান জিজ্ঞা॥
চিন্তিতে চিন্তিতে বুদ্ধি হইল মন্থর।
মথন করিব সবে ক্ষীরোদ সাগর॥
ওষধি বিবিধ জাতি করি আহরণ।
প্রক্ষেপ করিব তাহে অশেষ রতন॥
তাহে মথে সার যত সে সব উত্তীর্ণ।
সেই সব খাইব হইব সর্বপূর্ণ॥
থাকিবে সুখ সকল সর্ব লোকে।
না থাকিবে জরা ব্যাধি না পড়িব শোকে॥
শৌর্য বীর্য তেজস্বী অধিক হবে বল।
তেজোরূপে করিব এ ত্রৈলোক্য উজ্জ্বল॥
এই কথা একত্রে করিয়া সুনিশ্চয়।
করিল মথন আরম্ভ অক্ষয়॥
করিয়া মন্থন দণ্ড মন্দর পর্বতে।
রজ্জুরূপে বাসুকিরে রাখিল তাহাতে॥
মথিতে মথিতে সিন্ধু বহু কাল গেল।
বহু কালে উঠিল সুন্দরী অপ্সরা॥
উঠিল অনেক অপ্সরী সুন্দরী।
নন্দা আদি অপ্সরা হইলা সহচরী॥
আর যত উঠিল অমূল্য রতন।
গরল উঠিল শেষে সংসারে দহন॥

[illegible]

[illegible] কষ্ট দেবে ।

[illegible] সেথে ।

নিশ্চয় [illegible] ।

[illegible]

মহাবল [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
মরীচি [illegible] [illegible] [illegible]
কাঁহাকে [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
তুমি [illegible] [illegible]
[illegible]
কবির [illegible] [illegible]
[illegible]
শুনিয়া [illegible] [illegible]
[illegible]
শোকেতে [illegible] [illegible]
[illegible]
শুচিভাবে [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] পারে [illegible]
শুচিভাবে [illegible] থাক [illegible]
[illegible] পারে [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] কার্য্যে [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] দিতি পরে,
[illegible] হবে।
[illegible] পূর্ণ মন,
[illegible] সবে।
[illegible] করিছে যত,
[illegible] পুত্র বলে।
[illegible] সুরপতি,
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] দেখি,
[illegible] করম।
[illegible] করি [illegible]
[illegible]
[illegible] পরিপূর্ণ,
[illegible]
তুমি [illegible] অতি,
[illegible] করি।
[illegible]
[illegible]
[illegible] বর্ণ,
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
উনপঞ্চাশৎ [illegible]
শচীপতি [illegible]
সহস্রাক্ষে উপহাস করিলা [illegible] ।
কহিলা দানব [illegible] ॥
মম অপরাধে [illegible]
নাহি অপরাধ তব [illegible] ।
তুমি [illegible] ।
নিবেদন [illegible] ॥
আমার বচন [illegible]
করিবে আমার প্রিয় [illegible] ॥
[illegible]
[illegible] ॥
[illegible]
কিঙ্কর হইয়া [illegible] ॥
মম পুত্র [illegible]
বিনাশিবে [illegible] ॥
ব্রহ্মলোকে এক পুত্র করিবে নিবাস ।
অপর তোমার কুলে রহিবে প্রকাশ ॥
[illegible] ।
[illegible]
[illegible]
[illegible] ॥
[illegible]
[illegible] ।
[illegible]
[illegible] ।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ॥
[illegible] ॥
[illegible] ।
[illegible]
কৃতার্থ হইয়া [illegible] ॥
সেই স্থানে [illegible] ।
[illegible] ।
[illegible] ॥
[illegible]
[illegible] ॥
ইক্ষ্বাকু [illegible]
[illegible]
[illegible] ।
বিশালা [illegible] ॥
[illegible] ।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ।
[illegible]
[illegible] ।
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] মনোহর,
[illegible]
[illegible] ভুলিবে,
[illegible]
এই [illegible] পার,
[illegible]
কোথা [illegible]
[illegible]
কেশরি [illegible] আকৃতি,
[illegible] বিশাল [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] আগমন,
[illegible]
পরম [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

উভয়ে উভয় মধ্যে, শোভে কুম্ভ [illegible]
দিতি শক্তি [illegible]
হয়ে রসায়ন মগ্ন, [illegible]
শ্রবণে বাসনা তব [illegible]
প্রগতি নৃপতি উক্ত, [illegible]
শ্রবণ করিয়া মুনিবর।
বিশেষ বৃত্তান্ত যত, [illegible]
কহিলেন [illegible]
সিদ্ধাশ্রম নিরখিতে, [illegible]
[illegible]
মুনিবাক্য [illegible], সুখ প্রাপ্ত [illegible]
বিস্মিত [illegible]
রক্ষা করি নিরবধি, করিলা আতিথ্য [illegible]
মুনিগণ প্রীতি [illegible]
দশরথ সুতদ্বয়, শ্রীরাম লক্ষ্মণ [illegible]
[illegible]
উৎকৃষ্ট [illegible]
[illegible] করিয়া প্রণাম।
মিথিলা জনক পুরে, [illegible]
গমনে উদ্যত [illegible]
পথে অতি [illegible]
[illegible]
মুনিগণ [illegible]
[illegible]
মিথিলাতে [illegible]
বিশ্বামিত্র [illegible]
কহ মুনি [illegible]
শ্রীরামলক্ষ্মণ [illegible]

[illegible], প্রবেশে [illegible]
[illegible] মুনির নিবাস।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
কহিলা [illegible]
অপূর্ব্ব পুরের বিবরণ।
[illegible]
[illegible]
শ্রীরাম [illegible]
[illegible]
[illegible]
কহিব [illegible]
[illegible]
[illegible] পূর্ব্বে [illegible]
[illegible], একপ্ল ইন্দ্রের [illegible]
[illegible] পূর্ব্বে গৌতম আশ্রম।
[illegible]
[illegible]
[illegible] মুনিবর [illegible]
[illegible] করেন [illegible]
[illegible] মুনিবর,
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

কাম্যতীর্থে সমাচার, জানিয়া বিপ্রনন্দন,
প্রবেশিয়া গৌতম মুনিস্থলে ।
অহল্যা সতীর প্রতি, বাড়িলেক সুরপতি,
উপযুক্ত হৈল কামবেগ ।
অনুরূপ সুপ্রেমিকা, চিরদিন দেবলোকা,
নাহি না সুন্দরি সুরলোকে ।
শীঘ্র আলিঙ্গন দান, শুনে ইন্দ্র ত্যজে প্রাণ,
কামাসক্ত কি করে লজ্জায়ে ।
অতএব মুনিবেশ ধরি, এই ইন্দ্র পুরন্দর,
তথাপি সুন্দরী দৈবে বশে ।
অতিশয় অতীন্দ্রিয় রূপ, সুরেশ সকৌতুক,
কুতূহলে করিল বিশেষে ।
কৃতার্থ হইলা ইন্দ্র, যথার্থ রূপে সুরেন্দ্র,
অহল্যা কহিলা সুরপতি ।
পূর্ণ হৈল অভিলাষ, আর অবসর নাশ,
আশঙ্কিতে যাহ শীঘ্রগতি ।
হাস্য করি দেবরাজ, না করিল কামব্যাজ,
অহল্যারে কহিলা বচন ।
হইলাম পরিতুষ্ট, নিজ মন সন্তুষ্ট,
কৃপা কর করিব গমন ।
এই বলি সুনাসীর, আশ্রম হইতে বীর,
উদ্যোগে সুযোগ নিরাশ্রয় ।
বাহির হৈয়া সত্বরে, আচম্বিতে দেখি গৌতমে,
যশঙ্কিত ভুবিত মদন ।
নিত্য অগ্নে মুনি ধীর, তেজস্বী সুধীমান,
দেবের দুর্দ্ধর্ষ ক্রোধী মুনি ।
তপোবীর্য্য প্রকাশিত, পুণ্যতীর্থের স্নান যুত,
পবিত্র যেমন সুরধুনী ।
আশ্রমে প্রবিষ্ট, আগমন আশ্রমগত,
মুনি কুশ করি আহরণ ।
হইয়া মুনি নিকটে, দেখি ইন্দ্র সুররাজে,
শঙ্কা ভয়ে বিষণ্ণ বদন ।
দেবেশ মুনিবেশধারী মুনি, দ্বিতীয় গৌতম মুনি,
দুর্দ্ধর্ষ সুরপতি দেখ ব্রতী ।
কহিলেন মুনিবর, ক্রোধে থর থর কলেবর,
করিলে কি কুকর্ম্ম কুমতি ।
অকর্ত্তব্য কর কার্য্য, হইয়া অমর রাজ,
এই কর্ম্ম লোকে তুচ্ছ কর ।
করিলে যেমন কর্ম্ম, হানিলে আমার মর্ম্ম,
এই হেতু হইবে বিফল ।
রাগযুক্ত মুনি কথা, ইন্দ্রের ফল কাটে তথা,
বিফল হইলা সুররাজ ।
দূরে পড়ে ইন্দ্র অণ্ড, ছিন্নভিন্ন বৃষণাণ্ড,
শুন রঘুকুল অধিরাজ ।
পাইয়া গৌতম মজ্জা, ক্রতবেগ পাত্রমজ্জা,
বিফল করিলা মুনিবর ।
শাতে কর্ম্ম প্রতিফল, যথা তপস্বী সকল,
মহা কষ্টে শত পুরন্দর ।
ইন্দ্রে দিয়া অভিশাপ, অহল্যার প্রতি তাপ,
মহা শাপ দিল তায় ।
অমরেন্দ্রের সহচরী, হয়ে ভস্ম কলেবর,
বহু দিন কেহ দেখিতে না পায় ।
নিরাহারে কর তপ, নিজ কর্ম্ম দোষে জপ,
এই বনে রহিলা অদৃশ্য ।
বহু কালে ভগবান আসিবেন রামচন্দ্র,
সেই কালে মুক্তি পাবে নিশ্চয় ।

রাম প্রবেশিলে বনে, পাবে মুক্ত গৌতম স্থানে,
হইবেক মুকতি সুনিশ্চয়।
শ্রীরামে আতিথ্য করে, নিষ্কলঙ্ক কলেবরে,
নির্লোভে পাইবে সমাশ্রয়॥
ইহাতে সংশয় নাই, কহিলেন মুনি তাই,
অন্তরে অহল্যার পতি।
পরিহরি সেইদেশে, পুনঃ সেথা মুনিবেশে,
যথা সিদ্ধ চারণ সংহতি॥
হিমবান গিরিবরে, বসিলেন মুনিবরে,
তপস্যায় আশক্ত সুক্ষরে।
রামায়ণে আদিকাণ্ডে, বিপক্ষ নিদিষ্ট কাণ্ডে,
অহল্যার শাপ সুবিস্তারে॥
উনপঞ্চাশত সর্গ, সমাপন যাহে স্বর্গ,
প্রাপ্ত হন সাধু বর্গ সবে।
শ্রবণে বিমুক্ত পাপ, দূরে যায় পরিতাপ,
যশগর্ব সর্ব্ব এই পর্ব্বে॥
৪৯ সর্গঃ।

পয়ার।
বিফল হইয়া ইন্দ্র গৌতমের শাপে।
দেবগণ সন্নিধানে প্রেরিত সন্তাপে॥
অগ্নি আদি সুরগণে কহিলেন সবে।
ম্লানমুখ মহেন্দ্র মহিমা হত সব॥
মহর্ষি সিদ্ধচারণ সমূহ নিকটে।
আমি পাপে আখণ্ডল বিঘ্নারি প্রকটে॥
তপোবিঘ্ন হেতু আমি এই দশা প্রাপ্ত।
গৌতম করিলা ক্রোধ মুকতি সমাপ্ত॥
ক্রোধেতে তপঃ পণ্ড আমি করিয়া তাঁহার।
তাঁ হইতে মুষ্কদ্বয় বিচ্ছেদ আমার॥
সুরকার্য্য ঐক্য হইল এই দশা।
শাপ মোক্ষ করাইয়া পূর্ণ কর আশা॥
শতক্রতু বাক্য, হেতু সুর অগ্নি সবে।
পিতৃগণ নিবেদন করিলেন তবে॥
এই মেষ কোষ যুক্ত মহেন্দ্র নিয়ত।
গৌতমের অভিশাপে অণ্ডহীন যত॥
মেষ অণ্ড আপনারে করিয়া প্রদান।
সফল করিয়া ইন্দ্রে রাখ সুরমান॥
অফল হইয়া মেষ তুষ্ট হবে যদি।
তোমাদের উপকারে সফল সম্প্রতি॥
জনবধি জননিধি কাকুৎস্থ শ্রীরাম।
পিতৃগণ কথা ভাক্তী স্পষ্ট কহিলাম॥
সকলে অফল মেষ করেন ভোজন।
সফল হইল তাতে আহ্লাদে বাসব॥
সেইকাল অবধি ইন্দ্র মেষ অণ্ডধর।
গৌতমের প্রভাবে অফল হল পরে॥
এই হেতু এই বনে করিয়া প্রবেশ।
অহল্যার পতি শাপ করিয়া নিঃশেষ॥
নিস্তার করহ তুমি আশিস ব্রাহ্মণী।
বিশ্বামিত্র বচন শুনিয়া রঘুমণি॥
লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্র মুনি অগ্রসর।
বিশ্বামিত্র আশ্রমে প্রবেশি অনন্তর॥
তপস্যার তপনের তুল্য তরু প্রভা।
দেখিলেন দ্বিজজায়া দ্বিজরাজ শোভা॥
নির্জ্জর দর্শনাতীতা রূপে অনুপমা।
বিধাতার সুকৌশলে নির্ম্মিতা প্রতিমা॥

মায়াবৃতা [illegible] অতি সুলোচনা।
পূর্ণশশী [illegible] তেজ সুলক্ষণা॥
প্রণমিয়া দিব্য সব ঋষি [illegible] প্রায়।
ধূমাবৃত আবৃত যেন পূর্ণচন্দ্র প্রায়॥
সূর্য্যপ্রভা প্রকাশয় অন্তঃ সুন্দর হয়।
সেইরূপ সুন্দরীর রূপ সমুদয়॥
গৌতমের বাক্যে বিশালাক্ষী বিধুমুখী।
পতিশাপে অলক্ষ্যা ছিলেন মনোদুঃখী॥
ত্রিলোকে তাঁহার তনু না হবে গোচর।
যে পর্য্যন্ত না দেখেন রাম রঘুবর॥
পরে রামচন্দ্র নিজ অনুজ লক্ষ্মণ।
অহল্যার পদদ্বয় করিলা গ্রহণ॥
স্বামি বাক্য স্মরণে সুন্দরী শীঘ্রতর।
পূজিলা পাদ্যার্ঘ্য দান করিয়া বিস্তর॥
প্রীতমনে সন্তুষ্ট হইয়া রঘুবর।
গ্রহণ করিলা পূজা সুকুণ্ঠ অন্তর॥
শ্রীরাম যে কালে পূজা করেন গ্রহণ।
দেবপুরে হইল দুন্দুভি নিনাদন॥
পুষ্প বৃষ্টি গগণ হইতে বারম্বার।
গন্ধর্ব্ব অপ্সরোগণ নৃত্য সবার॥
সাধু সাধু প্রশংসা করিল সুরগণ।
সর্ব্বাঙ্গে অহল্যারে করিলা পূজন॥
তপস্যাধি দীপ্ততনু সুরূপ গঠনা।
গৌতমের অনুগতা হইলা অঙ্গনা॥
[illegible] তপস্যায় রাম সমাগম।
[illegible] মুনি দেখিয়া [illegible]॥
[illegible]
[illegible]

[illegible] সুপবিত্রা তপে।
[illegible] রাম রাম জপে॥
রামেরে পূজিয়া পরে মহাযশা মুনি।
তপস্যার নিজাশ্রমে ফিরে রঘুমণি॥
গৌতম প্রদত্ত পূজা রামচন্দ্র পরে।
চলিলেন মিথিলায় সহ মুনিবরে॥
রামায়ণ আদিকাণ্ডে অহল্যা দর্শন।
বিন্দুমাত্র বিত্ত সর্গ অত্র সমাপন॥

৪৯ সর্গঃ॥

ত্রিপদী॥

অনন্তর রঘুবর, সলক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধর,
পূর্ব্বোত্তর দেশেতে গমন।
বিশ্বামিত্র প্রণমিয়া, অগ্রে করি মুনিমিত্র,
যজ্ঞরাজ করেন দর্শন॥
পরে রাম গুণধাম, নব দূর্ব্বাদল শ্যাম,
কহিলেন মুনীন্দ্র নিকটে।
কি আশ্চর্য্য কি সৌন্দর্য্য, জনকের যজ্ঞকার্য্য,
সুমহান সমৃদ্ধ প্রকটে॥
ভ্রমণেতে নানাদেশ, নিবাসি নৃপতি শেষ,
বাহুল্য বিশেষ সমাগম।
সমাগত বিপ্র যত, বেদভাষা সমাশ্রিত,
সকলের সুন্দর আশ্রম॥
দেশ পরীক্ষক যত, তাঁহাদের মনোমত,
অদ্ভুত এই স্থলে বাস।
এইরূপ সমুদয়, কহিলে মুনীন্দ্র পরে,
কহিলেন মনের প্রকাশ॥

জলযুক্ত স্থলোপরি, সকলে আশীষ করি,
রহিলেন স্থান যথাদেশে।
বিশ্বামিত্র সমাশ্রম, অন্যান্য মুনিগণ,
জনক বসিলা সবিশেষে॥
শতানন্দ পুরোহিত, যাজ্ঞিক
অনেক ঋত্বিক সহকারে।
অপর অপর যত, নিরন্তর অনুগত,
যথাবিহিত কার্য্য কিশোরে॥
বিশ্বামিত্রে দিয়া স্থান, কহিলেন নৃপপ্রধান,
সুধীরে সংযত ভক্তিভাবে।
পাইয়া জনক পূজা, বিশ্বামিত্র মুনিরাজা,
জিজ্ঞাসেন জনকে ত্বরায়॥
শারীরিক সুমঙ্গল, অন্য ঋষি সকল,
যাঁর যাঁর মুনীন্দ্রে প্রধানে।
রাজার সহিতে যত, সম্মত পুরোহিত,
জনকের সমুচিত মানে॥
অনন্তর কৃতাঞ্জলী, হৃষ্টে নৃপ কুতূহলী,
বিশ্বামিত্রে করি সম্বোধন।
যজ্ঞাসনে ভগবান, যজ্ঞার্থে কল্পিত স্থান,
বসিবার যোগ্য তপোধন॥
জনক নৃপতি মুখে, শ্রবণ করিয়া সুখে,
মুনিবর করিলা স্বীকার।
আসনে উপবেশন, করিলেন কুশীতনয়,
ক্রমে যথা যোগ্য ব্যবহার॥
অনন্তরে মন্ত্রিগণ, সহ নৃপ হৃষ্টমন,
উপবিষ্ট তপোধন আদি
সন্নিকটে নরেশ্বর, যুক্তকরি কর কর,
মুনিবরে কহেন তাহাতেই॥
অদ্য মম তপোবন, অমৃত আছে যেমন,
সেইরূপ সুপ্রসন্ন মন।
অদ্য যজ্ঞ কার্য্য, ক্রমবান মুনির্যাস,
করিলেন সর্ব্বদেবগণ॥
তব আগমনে কর্ম, অদ্য প্রাপ্ত যজ্ঞফল,
হইলাম সংসারে সুযুক্ত।
তোমার অনুগৃহীত, যে অর্থ নিকটে স্থিত,
মহামুনি কহি এই তত্ত্ব।
দ্বাদশাহে সমাপন, হবে যজ্ঞ তপোধন,
দ্বিজগণ কহে নিরূপণ।
যজ্ঞভাগ জন্য যত, সুরগণ উপস্থিত,
হইবেন দেখ তপোধন॥
মম প্রীতি হেতু মুনি, নিবাস কর আপনি,
ব্রহ্মবাদী সবার সহিতে।
কৃতার্থ কর আমীরে, সুখ এই কর নিরে,
বাসীকর হবে সুশোভিত॥
পাইয়া সম্মান দানে, পশ্চাতে আপন স্থানে,
প্রস্থান করিলে মুনিবর।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ প্রতি, দৃষ্টিকরি নরপতি,
জিজ্ঞাসেন আশীষে সত্বর॥
কহ কহ তপোধন, সুকুমার দুই জন,
পবিত্র পাবক সম শোভা।
কোন্ ক্ষত্রিয়ের তারা, বটে কোন্ কুলধর,
সুন্দর কান্তি মনোলোভা॥
কি কাজে এস্থানাগত, কিবা কর্ম মনোগত,
এর উক্ত বহুস্তুত ধর।
উভয়ে বিশালবক্ষ, সংহারিতে শত্রুপক্ষ,
ধরিয়া তূণ বিবা ধনুঃ শর॥

অশ্বিনীকুমার স্তব, রূপে অতি মনোহর,
আর শুভ সুপ্রিয় দর্শন।
কিবা হেতু সুকুমার, প্রবাসী জিজ্ঞাসি তার,
বিবরণ বিস্তার বর্ণন॥
দেবতুল্য কলেবর, কৌশল সুমনোহর,
কহ মুনি শুনি সুবিস্তার।
মহাত্মা জনক মুখে, এই কথা শুনি সুখে,
গাধিপুত্র করেন প্রচার॥
দশরথ নৃপসুত, ক্রমে সর্ব্ববংশ পূত,
মহাভুজ মহাত্মা যুগল।
নাশিয়া রাক্ষস বংশ, দেবে দিতে যজ্ঞ অংশ,
অবতীর্ণ দুই মহাবল॥
সিদ্ধাশ্রম পরিক্রম, তথা বাস রঘূত্তম,
করিয়া হইয়া গঙ্গাপার।
বিশাল নগর দর্শন, পতিশাপ বিমোচন,
করিলেন অহল্যা উদ্ধার॥
শুনি ধনুর্ভঙ্গ পণ, অত্র স্থলে আগমন,
এই সর্ব্ব ভূত ভাবি কথা।
জনক রাজেন্দ্র বরে, নিবেদিয়া মুনিবরে,
বিরাম করেন পরে তথা॥
আদিকাণ্ড রামায়ণ, জনক নৃপ দর্শন,
সমাপন শশি অত্র সর্গ।
সুধা সম সুমধুর, শ্রবণে কলুষ দূর,
ত্রিপুর পবিত্র করে দুর্গ॥
৫১ সর্গঃ।

পয়ার।

বিশ্বামিত্র মুনীন্দ্রের শুনিয়া বচন।
মহাহর্ষে রোমহর্ষে গোতম নন্দন॥
মহাতপা শতানন্দ মুনিসুত জ্যেষ্ঠ।
দৈববলে দীপ্তিমান তপস্বির শ্রেষ্ঠ॥
শ্রীরামের সন্দর্শনে পরম বিস্ময়।
সমাদরে রহিলেন তথা ভ্রাতৃদ্বয়॥
দর্শনে পুলক যুক্ত পরে শতানন্দ।
জিজ্ঞাসেন বিশ্বামিত্রে হইয়া সানন্দ॥
তুমি মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র বিশ্বখ্যাত।
মম মাতা তপস্বিনী জানিয়া নিশ্চিত॥
করাইলে রাজপুত্র শ্রীরামে দর্শন।
পূজা যোগ্য জানি এই শ্রীরঘুনন্দন॥
মহাত্মারে জানকারে পূজিলেন মাতা।
জানাইলে তাঁরে যথা অহল্যা দুঃখিতা॥
কহিলে শ্রীরামে যত পূর্ব্ব বিবরণ।
দৈবহেতু জননীর দুর্মতি জনন॥
পুনর্ব্বার সমুদায় স্বামি সম্মিলন।
পতিশাপ অনলে সন্তপ্তা সর্ব্বক্ষণ॥
শ্রীরাম দর্শনে মাতা হইলা নির্ম্মলা।
প্রীতিযুক্ত হয়ে পিতা লইলা অবলা॥
দীর্ঘতপে তপস্বিনী সুপবিত্র দেহ।
পূর্ব্বপ্রায় তাঁর প্রতি জনকের স্নেহ॥
যথা যোগ্য পূজাপ্রাপ্ত মম গুরু স্থানে।
শুভাগত রঘূত্তম সহিত সম্মানে॥
শতানন্দ বচন শ্রবণে বিশ্বামিত্র।
শতানন্দে বিস্তারেন বচন পবিত্র॥

মম কার্য্য নির্ব্বাহ্য জানিয়া মুনিবর।
মম কৃত কর্ম্মাতীত নহে জ্ঞানধর॥
ভার্গবের সহিতে রেণুকা সতী যথা।
সেই রূপ পতি সঙ্গে অহল্যা সর্ব্বথা॥
সেই কথা শুনিয়া নারদে শতানন্দ।
রাম প্রতি কহিছেন হইয়া সানন্দ॥
রঘুকুল শ্রেষ্ঠ রাম সুখে আগমন।
সম্প্রতি সুকৃতি ক্রমে তব দরশন॥
বিশ্বামিত্র সহিত মহাত্মা মনোহর।
উপস্থিত এই যজ্ঞ দেখ রঘুবর॥
অচিন্ত্য অত্যন্ত এই ধর্ম্ম কলেবর।
রাজ ঋষি বিশ্বামিত্র অতি দীপ্তিবর॥
মহাতেজস্বান গুরু প্রধান পণ্ডিত।
তব সম ধন্যতর না দেখি নিশ্চিত॥
তোমার কামনা সিদ্ধ করিবার জন্য।
বিশ্বামিত্র তপোনিধি সহায় সুধন্য॥
পূর্ব্বকাব্য পুরাতন আখ্য মনোহর।
কুশিক তনয় কথা শুন রঘুবর॥
যাদৃশ প্রভাব যুক্ত এই তপোধন।
বলবান বিশ্বামিত্র যশস্বী যেমন॥
এই রাজা বিশ্বামিত্র ধর্ম্ম কলেবর।
বহুকাল অরিন্দম সূর্য্য কুলধর॥
ধর্ম্মজ্ঞ প্রজাপালক অতি ক্রিয়াবান।
কমলজ ব্রহ্মসুত কুশ বলবান॥
মহান যশস্বী নৃপ জগতী বিখ্যাত।
কুশনাভ সুধার্ম্মিক তস্য সুত খ্যাত॥
কুশনাভ সুতার সুখ্যাতিপূর্ণ গাধি।
মহারাজ দেবরাজ সদৃশ সুবাধি॥
তস্য সুত তেজস্বী এই বিশ্বামিত্র মুনি।
অবনী পালক অতি ধর্ম্মিষ্ঠ সজ্ঞানী॥
অনেক প্রসূত বর্ষ রাজত্ব অন্তরে।
এই রূপ পৃথিবী পালিয়া নরবরে॥
মহাত্মা মহীন্দ্র অংশে অই বংশধর।
পুত্রগণ বিখ্যাত বলিষ্ঠ গুণাকর॥
সংস্থাপিয়া সন্তান সমূহে নৃপবর।
বলবান তেজস্বান বহু যজ্ঞকর॥
নিবাস করিয়া বহু যজ্ঞ নিজ পুণ্যে।
নৃপবর গুণাকর প্রবিষ্ট অরণ্যে॥
কদাচিৎ কালে মহারাজ রাজেশ্বর।
ষড়ঙ্গিনী সেনা সজ্জা করিয়া সত্বর॥
অক্ষৌহিণী আবৃত অবনীনাথ পরে।
ভ্রমিলেন স্বেচ্ছামত সবল অন্তরে॥
মনোহর নদ নদী পর্ব্বত নগর।
ক্রমে২ ভ্রমিলেন সসৈন্যে বিস্তর॥
মহা বলধর পরে করিলা প্রবেশ।
বশিষ্ঠ বশিষ্ঠাশ্রমে সুন্দর সুদেশ॥
অত্যন্ত উত্তম মনোরম রম্যস্থান।
বহুবিধ মৃগকুল যথা শোভমান॥
সুসেবিত শত শত প্রসিদ্ধ চারণে।
ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষি পূজ্য সুপূজিত গণে॥
পরিপাটী পুষ্পময় রমণীয় কল।
যজ্ঞ দিব্য বর্দ্ধিত সুমনোরম স্থল॥
তপশ্চারি সিদ্ধ ব্রহ্ম বহু অগ্নিহোত্রী।
মহাত্মা সমূহে পরিশোভিতা সুধাত্রী॥
দেবতা দানব সর্ব্ব নিবাস কিন্নর।
তাহে পরিশোভিত আশ্রম মনোহর॥

নিজ সৃষ্টি রক্ষিত যেরূপ কৃশাশ্বের ।
মহাকীর্ত্তি রাজা যেন দেখিল সন্মুখে ॥
অমলীন মহাস্থান যেন ভূমি স্বর্গ ।
বারি বায়ু ভক্ষ কেহ রহিত সংসর্গ ॥
বালিখিল্য আদি জপ হোম পরায়ণ ।
তপোধন গণে শান্তি শোভিত সদন ॥
বশিষ্ঠ আশ্রম পদ অত্যন্ত উত্তম ।
একত্রিত দর্শন করিলা নরোত্তম ॥
কবি শ্রেষ্ঠ রামায়ণে দ্বিপঞ্চাশ সর্গ ।
শতানন্দ বাক্য তাহে শুন সাধু বর্গ ॥

৫৩ সর্গ ।

লঘুত্রিপদী ।

নৃপ তপোবনে, বশিষ্ঠ দর্শনে,
পাইলা পরম প্রীতি ।
প্রণত পুলকে, বিনয় পূর্ব্বকে,
প্রণমে পৃথিবী পতি ॥
স্বাগত সংবাদ, পরম আহ্লাদ,
রাজেন্দ্রে দেখিয়া জ্ঞানী ।
আসন প্রদান, রাখিয়া সম্মান,
হৃদয়ে আনন্দ মানি ॥
পাদ্য অর্ঘ্য, প্রদান অতুল,
করিয়া বশীশ্বর ।
বসি বরাসনে, মুনীন্দ্র পূজনে,
পরম প্রীত হয় ॥
অতি সুকৌশলে, নৃপতি কহিলে,
কুশল বাক্য বশিষ্ঠে ।
কুশল কহিয়া, উদ্যানে ফল,
জিজ্ঞাসিল বিশিষ্টে ॥
সুখে উপবিষ্ট, নিরখি বশিষ্ঠ,
জিজ্ঞাসিলা বাক্য সুজান ।
রাজপুত্র মুনি, বক্ত চূড়ামণি,
নৃপ কুশল আখ্যান ॥
কৌশিক কুশল, ধর্ম্মকর্ম্মে বল,
প্রবল প্রজা পালনে ।
রাজ্য সুক্ষেত্র কর, স্বধর্ম্মে মানব,
সন্তোষ চিত্ত সঘনে ॥
শাসনে সমস্ত, ভৃত্যগণ দৃঢ়,
দুষ্ট নহে কোন জন ।
রিপু পরাজিত, সর্ব্বদা শোভিত,
জিত্যাদি অরি সূদন ॥
সৈন্যে সুকুশল, কোষে সুমঙ্গল,
আছে সুকুশল সদায় ।
কহ মহারাজ, আপন মঙ্গল,
সুত পুত্র পৌত্র চয় ॥
বশিষ্ঠ বচন, করিয়া শ্রবণ,
নৃপতি মুনীন্দ্রে ভণে ।
বিশ্বামিত্র রাজা, অতি মহাতেজাঃ
বিনয় মৃদু বচনে ॥
চির দিন তথা, বশিষ্ঠ সহ কথা,
কহিয়া আনন্দ মন ।
সানন্দ কায়, উভয়ে উভয়,
করিয়া অতি বন্দন ॥
পরে পুনরায়, বশিষ্ঠ সদয়ে,
কথান্তর কহি কথা ।
পরে সমাদরে, মুনীন্দ্র নরেন্দ্রে,
কহিলা বচন কথা ॥

শুন মহা বল, [illegible]
সকলের আতিথ্য করিয়া।
মানস আমার, অনুজ্ঞা তোমার,
পাইলে তথা যাইব [illegible]
আমার পূজন, [illegible]
আপনি গ্রহণ করিলে।
পরম অতিথি, [illegible]
বন্দনীয়, [illegible]
বশিষ্ঠ বচনে, সম্মানিত মনে,
বিশ্বামিত্র মহীপতি।
করিলে আচার, যথা ব্যবহার,
তাকে পূজিলা সম্প্রতি॥
ফল মূল জল, [illegible]
পূজা কল হৃদ্যে সার।
তুমি ভগবান, মহা তেজবান,
পূজা-যোগ্য সেব [illegible]॥
করিব গমন, তব শান্ত মন,
এই প্রণতি আমার।
স্নিগ্ধ দৃষ্টি রেখো, বিস্মৃত না থেকো,
আমি নিতান্ত তোমার॥
এই কথান্তরে, মুনি পুনি পরে,
নৃপবরে নিবেদন।
লহ নিমন্ত্রণ, কুলাঙ্কুর রাজন,
বারম্বার তপোধন॥
করিয়া স্বীকার, গাধির কুমার,
বশিষ্ঠ প্রতি নৃপতি।
কহেন বচন, মহা তপোধন,
যথা তব প্রিয় কৃতি॥

[illegible] পাদ্য অর্ঘ্য [illegible]
[illegible]
যে কৃতি [illegible]
নিমন্ত্রিত মুনি [illegible]
সঙ্গে সৈন্য বহু, তুমি কামধেনু,
সবলা কহি [illegible]
সবৎসা নন্দিনী, আমি মম পুর,
যাও লয়ে রাখ মান।
শুন মম বাক্য, রাজা রাজ্যেশ্বর,
সবলে [illegible]
আতিথ্য কল্যাণ, [illegible]
রাখ মান তবে [illegible]॥
আমিষ ভোজনে, সহিত পুত্রগণে,
সৎকার কর নিহিত।
যার যাতে প্রীতি, যথা নীতি রীতি,
সর্ব্বজনে কর প্রীত॥
তুমি কামদুঘা, [illegible]
[illegible] মম সম্মান।
সব প্রয়োজন, [illegible] বর্ণ,
[illegible] রাখ সম্মান॥
[illegible] পাবে, [illegible]
যোগ্যা তুমি গো সবলে।
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য, পেয় যাহা খাদ্য,
সাজাও [illegible]॥
যেন রামায়ণে, নৃপ নিমন্ত্রণে,
বহ্নি বাণ মিত্র সর্ব্ব।
[illegible] শ্রবণ, পরম পাবন,
[illegible] [illegible]॥

[illegible]

বশিষ্ঠ বচনে [illegible] সবলা [illegible]।
মনোকাম্য অর্পণায় করিলা বিহিত॥
আমাদির স্বাদু যুক্ত রসে তোষে বলে।
সুবর্ণ সম্পূর্ণ পাত্র প্রদান সকলে॥
সকলে সন্তুষ্ট হৃষ্ট পুষ্ট অতিশয়।
বিশ্বামিত্র সৈন্যচয় মহা তুষ্ট হয়॥
যার যেবা কাম শুন কৌশল্যানন্দন।
তথাস্তিরু বিবিধ বাঞ্ছিত সম্পূরণ॥
বর্ষণ করেন অতি হর্ষণ পূর্ব্বকে।
সবলার কর্ম্মে তুষ্ট তথা সর্ব্বলোকে॥
সর্ব্বকামে সর্ব্বজন সম্পূর্ণ পূজিত।
বিশ্বামিত্র হর্ষগাত্র সম্প্রাপ্ত বাঞ্ছিত॥
অন্তঃপুর জন যত তাঁহার সহিত।
নিজ সমাশ্রিত দ্বিজগণে প্রপূজিত॥
সামাত্য সহিত সর্ব্ব মন্ত্রি নরেশ্বর।
সম্পূজ্য সবলে অতি হয়ে তুষ্টতর॥
আনন্দ অতি উত্তীর্ণ অবনীর পতি।
বিশ্বামিত্র ভাষিছেন বশিষ্ঠের প্রতি॥
প্রাপ্ত পূজা হইলাম আপনা হইতে।
পূজিত জনের পূজা না পারি কহিতে॥
শ্রবণ করুন মম বাক্য মুনিবর।
কথনে না আসে যথা কিন্তু জ্ঞানাপর॥
শত কিম্বা সহস্র যেমন রুচি যার।
গো দিয়া সবলা ধেনু আছে তব দাম॥
রত্নরূপা হেতু এই যজ্ঞের পদার্থ।
রত্ন ভাগী ভূপতির সভাবিত স্বার্থ॥

অত এব আমারে সবলা কর দান।
বশিষ্ঠ ধীমান প্রাজ্ঞ ধার্ম্মিক প্রধান
এই কথা কহিলে বশিষ্ঠ মুনিবর।
প্রত্যুত্তর করিছেন মুনীন্দ্র সত্বর॥
কি শত সহস্র কোটি শত গো প্রদানে
না দিব সবলা ধেনু দেহে স্থিত প্রাণে
রাশি রাশি রজত সর্ব্বত অনুরাগ।
প্রাণগণে পুনশ্চ নহে কামদুঘা ত্যাগ॥
আত্মজ্ঞানি মনুষ্যের যথা কীর্ত্তি সত
অসংখ্যেয় বৎসর সবলা ধেনু তথা
হব্য কব্য গব্য দ্রব্য সবলা হইতে।
প্রাণ যাত্রা প্রভৃতি আরম্ভ নরপতে।
অগ্নিহোত্র বলি হোম স্বাহা বষট্কার
বহু বিধ বিদ্যা করে সবলা প্রচার॥
ইহাতে সংশয় মাত্র নাহি নরপতি।
তুষ্টি পুষ্টি কর যত সমস্ত সংস্থিতি॥
নিবৃত্ত না হয় বহু হেতুবাদে মনঃ।
দিতে না পারিব তব হিতার্থ রাজন।
বশিষ্ঠের ক্রোধ বাক্যে ত্যক্ত হয় মন
স্বকার্য্য উদ্ধার জন্য কহিলা রাজন॥
বিশ্বামিত্র বলিলেন বিনয় বচন।
বাক্য বিশারদ রাজা অতিশায় মনঃ
সুবর্ণ কক্ষ সকল কণ্ঠে আভরণ।
হেমাঙ্কুশ নানা বিধ করি বিতরণ॥
বহু কোটি কুঞ্জর হিরণ্য শ্বেত হয়।
দান দিব দ্বিজ তব প্রীতে রথচয়॥
অষ্টশত কিঙ্কিণী মধুর রবান্বিত।
নানা দেশ বিদেশ সম্ভূত অশ্ব যত॥

[illegible]
একাদশ [illegible]
[illegible] চিত্র [illegible]
দিব [illegible]
কৃপা [illegible]
এই কথা কহিলেন [illegible]
বিশ্বামিত্র বচনে বশিষ্ঠ [illegible]
কহিলেন [illegible] নিত্য [illegible]
এই [illegible]
সর্ব্বস্ব [illegible] জীবন [illegible]
দর্শ পৌর্ণমাস [illegible]
এই মত সর্ব্ব [illegible]
সগণা [illegible]
বিষয় [illegible]
সর্ব্বদা [illegible] আমি [illegible]
কৃপা করি [illegible]
রামায়ণে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ সংবাদ।
শ্রবণে [illegible]
চতুঃ [illegible]
[illegible] ভাবে [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বিশ্বামিত্র [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] বিশ্বামিত্র [illegible]

শরৎ [illegible]

বশিষ্ঠ [illegible]

করি [illegible]

[illegible]

বশিষ্ঠ [illegible]

[illegible] নাহি।

এই [illegible]

[illegible]

[illegible] বশিষ্ঠ প্রভৃতি,

[illegible]

রাজপুত্র [illegible]

[illegible]

বায়ু [illegible]

বশিষ্ঠ [illegible]

[illegible] কথা,

[illegible]

[illegible] বিশ্বামিত্র,

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

শোকযুক্ত উক্তি শুনি, কহিলেন মহামুনি
নরনাথে শোকার্ত্ত জানিয়া।
মহা শোকে আকুলিত, যথা বিলাপ যুক্ত
মনোমধ্যে আর্ত্তবর্গ পূরা॥
করি যদি পরিত্যাগ, তব প্রতি অনুরাগ,
দর্শিলে সবলে অতিশয়।
তুমি ভীমাকার রাজা, অবনী অনবস্থিত,
ব্রাহ্মণ্য বলাধিক বল॥
মহীপাল অতুলিত, অমিত অতি তুল্য বল,
বলী রাজা ক্ষত্রিয়প্রধান।
বংশমত্ত ক্ষিতিপতি, অক্ষৌহিণী সেনাপতি,
মাতঙ্গ তুরঙ্গ রথবান।
পদাতিক ধ্বজ রথ, যূথপতি মহারথ,
সর্ব্বাংশে প্রবল হয়পতি।
বশিষ্ঠের এই উক্ত, সমস্ত বিহিত যুক্ত,
প্রবলে সন্তুষ্টচিত্তা সতী॥
বিনয় পূর্ব্বক পরে, কহে ধেনু মুনিবরে,
এই বাক্য বাক্য বিশারদা।
তুমি কিসে হীনপ্রভ, ব্রহ্মর্ষি অতি দুর্লভ,
রাজাপেক্ষা সবল সর্ব্বদা॥
ক্ষত্রিয়ের কিবা বল, সর্ব্বাধিক ব্রহ্মবল,
দিব্য বল ব্রহ্ম কলেবর।
অপ্রমেয় বল তব, হয় মম অনুভব,
ক্ষুদ্র তব কাছে নৃপবর॥
বিশ্বামিত্র নরবর, তব হতে বলী নয়,
বল কত্তে তোমার উপরে।
আমি তব জাতি কন্যা, আমাকে কর নিযুক্ত,
ব্রহ্মশক্তি দিব দেখ পরে॥

দুরাত্মার দর্পচয়, ধ্বংস করি এ সকল,
কিন্তু দেখ পুষ্টি কর মুনি।
কাল যোগে উপযুক্ত, বাক্য মম যেতু উক্ত,
সুধাসিক্ত শুনিয়া ধ্বনি॥
শত্রু বল বিমর্দ্দন, মহাবল সৈন্য গণ,
তবে সৃষ্টি কর শীঘ্র মতি।
পরে ধেনু হুম্বা রবে, পহ্লব নৃপতি সবে,
শত শত উৎপন্ন বিকৃতি॥
দেখিতে দেখিতে পরে, অনায়াসে নাশ করে,
নৃপতির সর্ব্ব সৈন্য গণ।
মহাক্রুদ্ধ নৃপবর, সসৈন্য নিধন পর,
অস্ত্র হস্ত নরেন্দ্র তখন॥
ক্রোধে কাঁপে কলেবর, আরক্ত নয়ন ধর,
ভীষণ দশন ভয়ঙ্কর।
বিনাশে পহ্লব গণে, উচ্চ নীচ শস্ত্র রণে,
বিক্ষেপণে দ্রুত নৃপবর॥
বিশ্বামিত্র বলে বল, বিহীন পহ্লব দল,
শত শত হত এককালে।
সবলা সবল পরে, অনায়াসে সৃষ্টি করে,
শক সঙ্গে যবন বিশালে॥
যবন মিশ্রিত শকে, পৃথিবী পূর্ণা পলকে,
ধরণী ধামেতে ক্ষোভ করে।
তারা অতি বলবান, খড়্গ মধ্যে ধাবমান,
কমল কেশর প্রভা ধরে॥
বক্ষে কুণ্ড হেমবর্ণ, করে খড়্গ অসি চর্ম্ম,
প্রবল পরাক্রম পূর্ণ বলী।
সুসজ্জিত অশ্বারূঢ়, বিক্রমেতে পারাবার,
শ্রীমহেশ পরাক্রম বলী॥

প্রদীপ্ত পাবকোপম, বিক্রম বিক্রমিতম,
বিনাশিছে বিশ্বামিত্র বলে।
সমুদায় যত সৈন্য, অবশিষ্ট নাহি কেহ,
যেন যথা প্রদীপ্ত অনলে॥
মহা দর্প বল দর্প, দর্শিলে ব্রহ্মতেজ,
অবনীপ নৃপতি অস্থির।
নিজাস্ত্র প্রতিষিদ্ধ, করিলেন শত্রুজিত,
বিশ্বামিত্র রঘুবংশ বীর॥
যে অস্ত্র সৃজনে জ্ঞান, হয়েছিল প্রয়োজন,
সহস্র নয়নে শঙ্কা ধরে।
সেই অস্ত্র নৃপবর, সৃজন করিলে পর,
স্বশাস্ত্র কম্পিত কলেবরে॥
ঋষি প্রোক্ত রামায়ণ, সাধু ভাবে সঙ্কলন,
পঞ্চ পঞ্চাশত সর্গ সার॥
স্বাদু অতি সুমধুর, যাহে সাধ্য স্বর্গপুর
চতুর্বর্গ পায় সাঙ্গোপাঙ্গ॥

৫৫ সর্গ॥

পয়ার।

বিশ্বামিত্র বাণে ছিন্ন ব্যাকুল হৃদয়।
বিমোহিত দেখিলেন সৈন্য সমুদয়॥
শবলাকে কহিলা বশিষ্ঠ মুনিবর।
যুদ্ধে জয়ী হয় হেন সৈন্য সৃষ্টি কর॥
হম্বারব করে ধেনু তাহে সংঘটন।
তেজবান ভানুবান নব সৈন্য কত॥
কাম্বোজ জন্মিল তাহে অযুত অযুত।
বক্ষঃস্থলে জন্মিলেক অস্ত্রধারী॥
যোনিদেশ হইতে যবন জন্মে পরে।
ললাটাদি হইতে শকপহ্লব কেবা করে।
রোমকূপ হইতে জন্মিল ম্লেচ্ছ জাতি।
জন্মে যত কিরাত হারীত মহাখ্যাতি॥
বিশ্বামিত্র সৈন্য সর্ব করিল মর্দন।
পদাতিক রথ অশ্ব হস্তী নিমর্দন॥
সৈন্যসব সমরে সংহার করি দৃষ্টি।
মহাত্মা বশিষ্ঠ ধেনু কৃত সৈন্য সৃষ্টি॥
বিশ্বামিত্র সুত শত ধরে নানা শর।
সক্রোধে বশিষ্ঠে ধায় সর্ব সহোদর॥
বিশ্বামিত্র পুত্রগণে বশিষ্ঠ তখন।
করিলেন দৈববলে অদ্ভুত দাহন॥
হুঙ্কারে হইল ভস্মরাশি সর্বজন।
সতুরঙ্গ মাতঙ্গ পদাতি রথিগণ॥
মুনীন্দ্র মুহূর্ত মধ্যে করিলা সংহার।
মুনিকৃত তপস্যার অদ্ভুত ব্যাপার॥
দৃষ্টি করি পুত্রনাশ বিনষ্ট সবল।
লজ্জিত চিন্তিত চিত্ত নৃপ মহাবল॥
বেগহীন সমুদ্র সমান নৃপবর।
ভগ্নদন্ত ভুজঙ্গ সমান কলেবর॥
উপরাগে আবৃত আদিত্য সম প্রভ।
ক্ষণমাত্রে নৃপতি হইল নিষ্প্রভ॥
হতপুত্র বিশ্বামিত্র হইলেন দীন।
মহাবল গেল গর্ব সর্ব বলহীন॥
ভগ্নপক্ষ যথা পক্ষী দর্প হৈল দূর।
উৎসাহ বিহীন ভূপ সর্ব গর্ব চূর॥
পলায়ন পরায়ণ শিবির রক্ষণ।
করিয়া রাজ্যাভিষিক্ত পুত্র এক জন।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] দিলেন ॥
[illegible]
করিলেন [illegible] ॥
[illegible] ছাড়ে তথা ।
[illegible] সর্ব্বথা ॥
[illegible]
[illegible]
অতুল [illegible] ত্রিপুরারি ।
ত্রৈলোক্য তাপন [illegible] অহঙ্কারী ॥
[illegible]
মহাদেব [illegible] শিব ॥
[illegible]
দীন [illegible] ॥
[illegible]
বিশ্বামিত্রে [illegible] ॥
[illegible] ।
[illegible] ॥
[illegible]
[illegible] ॥
[illegible] ॥
এই [illegible] ।
[illegible] ।
[illegible] ।
[illegible]
[illegible] ॥

[illegible]
[illegible]
[illegible] সর্ব্ব সুরে ।
দানবে [illegible] যক্ষপুরে ॥
[illegible] প্রকাশ ।
সেই [illegible] নাশ ॥
[illegible] করে ।
[illegible] সদা রবে ॥
পরে [illegible] ত্রিপুরারি ।
দিবি [illegible] কামারি ॥
অস্ত্রলাভে হৃষ্টচিত্ত রাজর্ষি প্রধান ।
বিশ্বামিত্র মহাবলী [illegible] সন্তান ॥
হর্ষযুক্ত [illegible] মহীন্দ্র [illegible] ।
দর্প পূর্ণ ত্রিপুরারি বরে পূর্ণতম ॥
মহাবীর্য্যে [illegible] বিশ্বামিত্র পরে ।
পর্ব্বকালে সমুদ্র [illegible] ॥
ভাবিলেন [illegible] আমি ।
বশিষ্ঠ আশ্রমে [illegible] শীঘ্রগামী ॥
আসিয়া আশ্রম পদে বশিষ্ঠের পরে ।
অস্ত্রগণ নিক্ষেপিলা অতিক্রোধভরে ॥
তপোবন সমস্ত [illegible] সেই বাণে ।
প্রকাশিত [illegible] মুনি বিদ্যমানে ॥
দেখিয়া [illegible] ।
ঋষিগণ [illegible] ॥
বশিষ্ঠের [illegible] তার ।
মৃগ পক্ষী [illegible] ॥
মহা [illegible] ।
সহস্র সহস্র [illegible] ॥

মুহূর্ত্তেক হইল জুড়া মুনীর আশ্রম।
নিঃশব্দ নিষ্পন্দ পুরী দেখি দ্বিজোত্তম॥
বলিলা বশিষ্ঠ মুনি শিষ্যগণ প্রতি।
শঙ্কা নাই নির্ভয়েতে স্থির হয়ে থাক সবে॥
নিশ্চয় করিব বিশ্বামিত্রের নির্য্যাতন।
সূর্য্য করে যথা করে শিশিরের নিপাত॥
এই কথা [illegible] বশিষ্ঠ বিধান।
বিশ্বামিত্রে বলিলেন ক্রোধে কম্পমান॥
চিরকাল সুচারু এ আশ্রম আমার।
বিনষ্ট করিলে দুষ্ট গাধির কুমার॥
দুরাচার সম্প্রতি তাহাতে নির্ব্বোধ।
এই হেতু [illegible] অবোধ॥
এই উক্তি উক্তি করি মুনীন্দ্র সত্বর।
অতিকোপে জ্বালাস্ত শরীর কলেবর॥
সধূম কালাগ্নি যথা জলন্ত প্রখর।
গাধিসুতে প্রেক্ষি [illegible] ব্রাহ্মণ॥
ঋষিশ্রেষ্ঠ আশ্রমে বশিষ্ঠ আশ্রম।
দাহ কথা [illegible] সর্ব্বোত্তম॥
[illegible] বর্ণ [illegible]।
অতঃপর শুন আর অপর প্রসঙ্গ॥
[illegible] সর্গ।

অথ ত্রিপদী।

পয়ার॥

গাধিসুত দ্বিজ ক্রোধে।
বলি এই বাণী, ধরিলেন পাণি,
[illegible]॥

[illegible], [illegible],
[illegible]।
[illegible], [illegible],
বিশ্বামিত্র [illegible]॥
ক্রোধে [illegible], [illegible],
[illegible]।
সেই [illegible], [illegible],
উত্তর করিলা [illegible]॥
হইলাম [illegible], [illegible],
দেখাও কি শক্তি তব।
[illegible], [illegible] ধরে,
[illegible] দর্প [illegible]॥
[illegible], [illegible], [illegible],
[illegible]।
[illegible], [illegible],
[illegible]॥
[illegible], করিলা নির্ম্মাণ,
[illegible]।
[illegible], [illegible],
করিলেন [illegible]॥
রৌদ্র নিরীক্ষণ, [illegible],
[illegible]।
[illegible], [illegible],
নিক্ষেপ [illegible]॥
[illegible], [illegible],
[illegible]।
[illegible], [illegible],
[illegible]॥

সূর্য্য রুদ্রাস্ত্র, আরো শক্তি মহান,
[illegible] ঐষীকাস্ত্র ॥
ত্রিশিরাস্ত্র [illegible], [illegible] সন্ধান,
কালের [illegible] পাশে ॥
ধর্ম্ম [illegible] [illegible] করবাল,
[illegible] [illegible] ।
পরে ব্রহ্মশিরে, কালপাশে নাশে,
[illegible] বরুণাদি পাশ ॥
পিনাকি বিশিখ, শার্ঙ্গ অস্ত্র মুখ,
দণ্ড রাম অস্ত্র রাজা ॥
বায়ব্য গদাদি, হয় শিরোমণি,
ত্রিশূল অস্ত্রে মহাতেজাঃ ॥
কপাল কিঙ্কিণী, এই অস্ত্র শ্রেণী,
প্রবল কুশিক সুত ।
বশিষ্ঠ উদ্দেশে, বিশিখ বরিষে,
শরজাল অতি [illegible]
এই ঘোর কাণ্ড, প্রকাণ্ড [illegible]
মুনিবর দণ্ডভূত ।
[illegible] শর, বীর্য্য ক্ষত্র [illegible],
নৃপতি [illegible] পুনঃ ॥
পরে গাধিসুত, ক্রোধে অতি ক্রুদ্ধ,
ব্রহ্মাস্ত্র [illegible] পুনঃ ।
অতি ঘোরতর, [illegible] ভুবন,
দেখিয়া অমরগণ ।
ঋষি প্রজাপতি, [illegible] সকল,
[illegible] ।
ত্রিভুবন [illegible], [illegible]
[illegible] ॥

ব্রহ্মার তেজেতে, পর্ব্বত সকল,
[illegible] তাপ যুক্ত ।
নিবারিলা তেজ, মুনি তেজো বলে
সাধিয়া ব্রহ্মবৃত্তি ॥
ব্রহ্মদণ্ডে মুনি, গ্রাসিলেন [illegible],
রঘুমণি শুন কাণ্ড ।
ব্রহ্মাস্ত্র গ্রাসিতে, মুনীন্দ্র দেহেতে
রৌদ্র রস রূপ প্রাপ্ত ॥
সর্ব্ব রোম কূপে, বাহ্য সেই রূপে,
নির্গত কিরণ চয় ।
জ্বলিত অনল, জ্বলিছে যেমন,
মুনিদেহ সমুদয় ॥
অগ্নি প্রজ্বলিত, মুনি কর স্থিত,
ব্রহ্ম দণ্ড অরি দণ্ড ।
যমদণ্ড সম, কালাগ্নি প্রতিম,
সধূম অতি প্রচণ্ড ॥
পরে মুনিগণে, [illegible],
সগণে স্তবিলে তোষে ।
মুনি তব বলে, অমোঘ সকল,
অখিল নিবারি রোষে ॥
তুমি ব্রহ্মসুত, বড়ই অদ্ভুত,
ব্রহ্মতেজ কর ধারণ ।
বিশ্বামিত্র রাজ, অত্যন্ত নির্লাজ,
অতি নিন্দ্য আচরণ ॥
হইলেক প্রলয়, থামহে প্রপঞ্চ,
তোমাকে বিনয়ে মুনি ।
[illegible] ক্ষমি তথা,
[illegible] ॥

মুনিগণ বাণী, শুনি মহাজ্ঞানী,
বশিষ্ঠ তপস্বীবর।
শান্ত মহা মুনি, সুশান্ত আপনি,
সুস্থ নিজ কলেবর॥
বিশ্বামিত্র পরে, নিজ বিক্রমে,
মুনিবরে করি স্তুতি।
মানিলা ক্ষত্রিবল, নিজ বাহু বল,
ব্রহ্মবলে বল চ্যুতি॥
এক ব্রহ্ম দণ্ডে, সর্ব্ব শর দণ্ডে,
দণ্ডে নিবারে সকল।
তব এই বল, দেখি মহাবল,
সর্ব্ব ইন্দ্রিয় দুর্ব্বল॥
অতএব আমি, হয়ে তপোগামী,
করি তপোবলাশ্রয়।
কভু নিবারণ, ব্রহ্মত্ব কারণ,
চিন্তিব ত্রিলোকাশ্রয়॥
বলি এই বাণী, মহাতেজা জ্ঞানী,
দূরে অস্ত্র পরিহরি।
করিয়া নিশ্চয়, ব্রহ্মত্ব বিষয়,
যথার্থ মানস করি॥
করিলা গমন, তপ আচরণ,
নিশ্চয় করিয়া রায়।
আর্ষে রামায়ণে, শতানন্দ বাখানে,
বিশ্বামিত্র গুণ গ্রাম॥
শুন প্রণিপাত, সহ পদাম্বুজ,
সর্গ অত্র সমাপন।
রাম নাথ যুক্ত, মোক্ষ বাঞ্ছিত,
শিবে শিব নারায়ণ॥ ৫৭ সর্গ।

পয়ার।
ঘোরতর তপস্যায় গাধির নন্দন।
নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যজে সুযোগ হর্ষণ॥
দক্ষিণ নায়ক দিকে স্থিত নরবর।
মহারাজ মহিষী সহিত নিরন্তর॥
ফল মূল অশন ভ্রমণ ব্রহ্মচর্য্য।
দুষ্কর কঠোর কর্ম্মে রত শত বর্ষ॥
ব্রহ্মঋষি হইবেন এই বাঞ্ছা মনে।
বশিষ্ঠের ব্রহ্ম নিষ্ঠা প্রভাব দর্শনে॥
তপস্যায় অভিপ্রায় তপোবনে স্থিত।
ব্রাহ্মণ হইব এই মানসে নিশ্চিত॥
সেইস্থলে নৃপতির পুত্র চতুষ্টয়।
নরেন্দ্রের অভিপ্রেত জানিয়া নিশ্চয়॥
হবিঃস্যন্দ মধুস্যন্দ আর দৃঢ়নেত্র।
মহোদয় এই চারি নৃপতির পুত্র॥
মহাবল প্রতাপে শাসেন রাজ্যচয়।
নৃপতি প্রধান তাঁরা মহাকৃপাশ্রয়॥
দশ শত বৎসর তপস্যা করি তথা।
তপস্যাদি তত্ত্বের তদনুরূপ যথা॥
রামায়ণে বিশ্বামিত্র তপঃ প্রশংসন।
অষ্ট পঞ্চাশত্তম সর্গ সমাপন॥

[illegible] সর্গ।

ত্রিপদী।
সহস্র বৎসর গতে, ব্রহ্মা ব্রহ্মলোক হতে,
ঋষিদেবগণ সঙ্গে আগমন।
বিশ্বামিত্র সম্ভাষিলে, [illegible]
[illegible]॥

[illegible]

[illegible] ... [illegible] ভাবে।

[illegible] ... [illegible]

[illegible] ... [illegible],

[illegible] ... [illegible]।

[illegible] ... [illegible] পূজন,

[illegible] ... [illegible]।

[illegible] ... [illegible] নাথন,

[illegible] ... [illegible]।

[illegible] ... [illegible] বলাবলী,

[illegible]

[illegible] ... [illegible] রূপ,

[illegible] ... [illegible]

[illegible] ... [illegible] পুরাণ,

[illegible] ... [illegible]।

[illegible] ... [illegible] প্রীতি,

[illegible] ... [illegible]।

[illegible] ... [illegible] মত,

[illegible]।

[illegible] ... [illegible] স্বামী,

[illegible]

[illegible] ... [illegible],

[illegible]।

[illegible]

যে যজ্ঞেতে সাধুবর্গ, সশরীরে যান স্বর্গ,
যাগারম্ভ কর সেই রূপ।
গুরু স্থানে ক্ষুণ্ণমতি, ত্বদন্য না দেখি গতি,
এই বাক্য কহিলেন ভূপ॥
ইক্ষাকু কুল সম্ভব, নৃপতি মণ্ডল সব,
বশিষ্ঠ সে সকলের গুরু।
গুরুপুত্র গুরু সম, সুগোচর শাস্ত্র ক্রম,
বাঞ্ছিতের বাঞ্ছাকল্পতরু॥
যদ্যপি বঞ্চিত কর, লাঞ্ছিত হইয়া পর,
লব অন্য গুরুরে শরণ।
যজ্ঞার্থে হতমানস, প্রকাশ করিয়া যশঃ,
হবে পরে কুযশঃ ঘোষণ॥
আদিকাণ্ডে রামায়ণে, ত্রিশঙ্কু নৃপ আখ্যানে,
উক্ত নৃপতির প্রত্যাখ্যান।
অপূর্ব্ব সুশ্রাব্য কাব্য, ভাবনীয় ভবভাব্য,
ভব্যগণে ভাবুক বিধান॥

৫৯ সর্গঃ।

পয়ার।

ত্রিশঙ্কু বচন শুনি গুরুপুত্র গণ।
ক্রোধান্বিত ভ্রাতৃ শত কহিলা বচন॥
গুরু হৈতে অসিদ্ধ মানস হয় যার।
বিশেষতঃ সত্যবাদী সংসারে প্রচার।
অজ্ঞানে করিয়া তাঁর বচন লঙ্ঘন।
কি কারণে আমাদের লইলে শরণ॥
কল্পতরু মূল তুমি করি উন্মূলন।
পাইবে কি ফল শাখা করিলে সেচন॥
মূল পরি হরি শাখা করিবে আশ্রয়।
তব উপযুক্ত নহে জানিবে নিশ্চয়॥
ইক্ষাকু কুলের গুরু পুরোধা প্রধান।
পরাৎপর তব গতি পরম কল্যাণ॥
লঙ্ঘিয়া তাঁহার বাক্য অন্য উপক্রম।
তদন্য শরণ জন্য বৃথা পরিশ্রম॥
অশক্য দুর্লক্ষ্য যথা বশিষ্ঠ বচন।
সে কর্ম্ম সাধনে যোগ্য কে আছে এমন॥
তপো বলে আমরা তাদৃশ যোগ্য নই।
বশিষ্ঠের প্রসাদে সাধনে শক্ত হই॥
মূর্খতায় বলিতেছ বচন দুষ্কর।
মন্দ মতি গৃহে যাও হইয়া সত্বর॥
যাজনে তোমার শক্ত দেবর্ষি বশিষ্ঠ।
আমাদের কর্ম্ম নহে সাধি তব ইষ্ট॥
গুরুপুত্র গণের বচনে ক্রোধ যুক্ত।
অত্যন্ত ব্যাকুল মনে গাধিনৃপ সুত॥
অপমান বিশিষ্ট আবিষ্ট নৃপবর।
কহিলেন গুরুপুত্রে কোপে করি ভর॥
বঞ্চিত বশিষ্ঠ হতে না হইল ইষ্ট।
আপনারা করিলেন ততোধিক রুষ্ট॥
ধর্ম্ম সাক্ষী ইহাতে আমার দোষ নাই।
ধর্ম্মে মুক্ত হইলাম অন্য স্থলে যাই॥
যাগ জন্য ভূপতির অন্যত্র গমন।
এই বাক্য শ্রবণে বশিষ্ঠ সুত গণ॥
ক্রোধ করি অভিশাপ দিলেন তৎকাল
কল্য তুমি ভূমিস্বামি হইবে চণ্ডাল॥
এই অভিশাপ নৃপে করিয়া প্রদান।
আশ্রমে প্রবিষ্ট সর্ব্বে বশিষ্ঠ সন্তান॥

পর রাত্রি প্রভাত সময়ে নৃপবর।
দেখিলা চণ্ডাল সম আত্ম কলেবর॥
দুরাকৃতি নৃপতি বিধৃত নীলাম্বর।
উত্তরীয় রক্তাম্বর ধারি নরেশ্বর॥
ঘোর তর তাম্রাকার করাল পিঙ্গল।
বিষম বিকৃত ঘোর নয়ন যুগল॥
কৃষ্ণ চর্ম্ম পরিধায়ী লৌহ অলঙ্কার।
বিভূষণ ভূপতির দেখি কদাকার॥
সর্ব্বাঙ্গে হইল সদ্যঃ চণ্ডালের বেশ।
দেখিয়া পলায় সবে নিজ নিজ দেশ॥
অনুযায়ী যাবতীয় পুরবাসি জন।
নৃপে করি পরিত্যাগ করে পলায়ন॥
একামাত্র পরে ভূপ কুচেল কুরূপ।
আকুল হইল চিত্ত নিরখি স্বরূপ॥
শাপ জন্য দৈন্য হেতু অপ্রসন্ন মন।
দিবা নিশি দেহ দহে দীপ্ত হুতাশন॥
বিশ্বামিত্র মহাত্মার চরণে শরণ।
স্পর্দ্ধা করি লইলেন ভূপতি তখন॥
শরণদ মহাতপা অতি সাহসিক।
নৃপবর অনুগত শিষ্যের অধিক॥
করুণা সমূহ যুক্ত মুক্ত কলেবর।
চণ্ডাল সদৃশকায় অযোধ্যাধীশ্বর॥
কহিলা করুণা রসে গাধির নন্দন।
বাক্য বিশারদ বাক্য ললিত শ্রবণ॥
গতশ্রী কুদৃশ্য নৃপ ত্রিশঙ্কুর প্রতি।
কি হেতু আগত অত্র ইক্ষাকু ভূপতি॥
অযোধ্যার অধিপতি অদ্বিতীয় বীর।
অভিশাপে গুরুপাপে চণ্ডাল শরীর॥
বিশ্বামিত্র বাক্য শুনি ত্রিশঙ্কু রাজন।
প্রচণ্ড চণ্ডাল দেহ বিকৃতি দর্শন॥
করিলা প্রাঞ্জলি করে নৃপ নিবেদন।
বিশেষ কারণ বিশ্বামিত্র তপোধন॥
গুরু স্থানে পাইয়াছি প্রথমে বঞ্চন।
না করিলা কৃপাদৃষ্টি গুরুপুত্র গণ॥
আকাঙ্ক্ষিত লভ্য দূরে করি পরিহার।
বিপরীত লাভ এই চণ্ডাল আকার॥
সশরীরে স্বর্গে যাব আকাঙ্ক্ষা আমার।
মহা যজ্ঞ করিয়া হইব পাপোদ্ধার॥
সে আকাঙ্ক্ষা প্রাপ্তি ভাগ্যে নাহি তপোধ
নাহি জানি পূজ্য পাত্র অসত্য বচন॥
ক্ষত্র ধর্ম্ম যজনে কষ্টের নাহি পার।
অব্যর্থ ব্রাহ্মণ বাক্য অবশ্য স্বীকার॥
বহুযজ্ঞে করিলাম দেবতা সন্তোষ।
ধর্ম্মে ধরা পালিলাম তাহে নাহি দোষ
শীলতায় তুষিয়াছি সব গুরু জন।
ধর্ম্মে রত চিত্ত সদা বুদ্ধি বিচক্ষণ॥
কৃত কর্ম্মে পরিতুষ্ট না হইয়া গুরু।
বিফল আমার প্রতি বাঞ্ছাকল্পতরু॥
অতএব দৈব সত্য যথার্থ সঙ্গত।
পুরুষের সাধ্য নহে কারণ ব্যতীত॥
শুভাশুভ ফল প্রাপ্তি মূল দৈবগতি।
নর প্রতি নরনাথ এই লয় মতি॥
পরম পীড়িত আমি দৈব হত কর্ম্ম।
তোমার শরণাগত কর দয়া ধর্ম্ম॥
প্রসাদ প্রদান যোগ্য তুমি ভগবান।
অনন্য গতিক শিষ্যে কর পরিত্রাণ॥

দৈবকর্ম্মে কিম্বা তব পৌরুষ প্রকাশে
উদ্ধার করিতে যোগ্য তুমি এই দাসে।
রামায়ণে ত্রিশঙ্কু বচন ষষ্টি সর্গ।
সতানন্দ মুনি বাক্য শুন সাধুবর্গ॥
৬০ সর্গঃ।

ত্রিপদী॥

ত্রিশঙ্কু বচন শুনি, বিশ্বামিত্র মহামুনি,
কহিছেন মধুর বচন।
সর্ব্ববাক্য বিশারদ, ঋষি অতি প্রিয়ম্বদ,
ত্রিশঙ্কুর হর্ষ বিবর্দ্ধন॥
ঈক্ষাকু কুল প্রকাশ, এই স্থানে কর বাস,
জানি তুমি পরম ধার্ম্মিক।
আশ্রয় দিলাম আমি, থাক পুত্র নরস্বামি,
ভয় নাই কি কব অধিক॥
আমন্ত্রিয়া আনি আমি, তব হেতু ধরাস্বামি
যাবতীয় মহা তপোধনে।
তব আকাঙ্ক্ষিত সিদ্ধি, যজ্ঞকর্ম্ম মহাঋদ্ধি,
করিবেন যোগ্য ঋষিগণে॥
গুরু শাপ কৃতরূপ, ধরিয়াছ যেই রূপ,
এই রূপে হবে স্বর্গগামী।
সৎকুলে তুমি উদ্ভব, করস্থ ত্রিদিব তব,
বিশেষ সহায় রূপ আমি॥
আমার নিকটে আসি, হইলে স্বর্গাভিলাষী,
এই কথা নরেন্দ্রে কহিয়া।
আপনার পুত্রগণে, বিশ্বামিত্র তপোধনে,
আনাইলা কাছে ডাকাইয়া॥
শিষ্যাদি বন্ধু সকলে, আনিয়া অতিকৌশলে
এই বাক্য বলেন বিশেষ।
কর পুত্র আয়োজন, শিষ্য সর্ব্ব মহাজন,
যজ্ঞদ্রব্য বিশেষ অশেষ॥
এই নৃপতির দ্রব্য, যাবতীয় হব্য কব্য,
গব্য আদি ভব্যের আনীত।
তাহে অতি যথা যোগ্য, সম্পন্ন করিব যজ্ঞ,
আমি মাত্র হয়ে উপস্থিত॥
কহিলেন শিষ্যগণে, আন সর্ব্ব ঋষিজনে,
আহ্বান করিয়া সন্নিকটে।
মম আজ্ঞা বলবান, মম যজ্ঞ করি জ্ঞান,
কর কার্য্য সর্ব্বে অকপটে॥
তোমার আমার পক্ষ, বাক্য মাত্র উপলক্ষ,
যা কহিবে সে বাক্য আমার।
অশেষ বিশেষ রূপে, জানাইবে সৎস্বরূপে,
যাহে হয় নৃপতি নিস্তার॥
বিশ্বামিত্র বাণী শিরে, শিষ্যগণ ধরি পরে,
সর্ব্বদিকে করি সমাগম।
ঋষিগণে আমন্ত্রিয়া, গুরুস্থানে উত্তরিয়া,
কহিছেন সুন্দর সম্ভ্রম॥
অগ্রে কৃতাঞ্জলি পুটে, যাইয়া গুরুনিকটে,
সন্নিকটে দেখ তপোধন।
তব আমন্ত্রিত যত, সর্ব্ব মুনি সমাগত,
অবগত যজ্ঞ নিমন্ত্রণ॥
তব আজ্ঞা প্রতি গ্রাহী, আসমুদ্রা এই মহী,
তাহে স্থিত যত তপোধন।
মহা যজ্ঞ কবি ত্যাগ, এই যজ্ঞে অনুরাগ,
কি কহিব অধিক বচন॥

অপরঞ্চ নিবেদন, বশিষ্ঠের পুত্র গণ,
শত সংখ্য ক্রোধে করি ভর।
কহিলেন শুন তাই, নিবেদন তব ঠাঁই,
দুর্ব্বাক্য অত্যন্ত ঘোরতর॥
ক্ষত্রিয় যাজকে যথা, চণ্ডাল কর্ত্তৃত্ব তথা,
সে যজ্ঞে কি আছে মহোদয়।
দেবগণে সেই স্থান, গিয়া কোথা ঘৃত খান,
সে যে কার্য্য অত্যাশ্চর্য্য ময়॥
মহাত্মা ব্রাহ্মণব্রজে, চণ্ডালান্ন সদা ত্যজে,
স্বর্গমনে সিদ্ধি কিবা তার।
বিশ্বামিত্র সহায়তা, ভিন্ন আর স্বর্গ কোথা,
এ কথা অত্যন্ত চমৎকার॥
হইয়া রক্তলোচন, শুনিয়া দুষ্ট বচন,
কহিলেন সর্ব্বজন তারা।
বশিষ্ঠ সম্ভব যত, পৌনঃ পুন্যে অবিরত,
সঞ্চারিত কত ক্রোধ ধারা॥
শিষ্যগণ বাক্য শুনি, বিশ্বামিত্র মহামুনি,
ক্রোধ ভরে আরক্ত নয়ন।
সম্বোধিয়া শিষ্যগণে, সকলের সন্নিধানে,
কহিছেন কর্কশ বচন॥
বশিষ্ঠ অশিষ্ট সুত, দুষ্টগণ অভিভূত,
দোষ যত দিয়াছে আমারে।
দুর্ব্বৃত্ত দুরাত্মা তারা, পাবে অঙ্গে ক্রোধধারা
কাল প্রাপ্ত হইবে এবারে॥
বদ্ধ হয়ে কাল পাশে, অদ্যই শমন বাসে,
বিনাশে বিশেষ পাবে গতি।
শত শত জাতিপ্রাপ্ত, আহারার্থে হবে ক্ষিপ্ত,
অঙ্গমাংস খাবে প্রেতাকৃতি॥
মৃতপশু মাংসাহারী, হইবে নির্ঘৃণাচার
বিরূপ বিকৃতাকার ধারী।
ভ্রমণ করিবে লোকে, দুর্ব্বুদ্ধি আবৃত শোকে
দুরাত্মা আমার নিন্দাকারী॥
সর্ব্বলোকে কবে দোষ, তবে যাবে এই রো
যবে হবে নিষাদ আকার।
আত্মঘাতি নিরন্তর, নাশিবে অশেষ নর
নির্লজ্জ দুরাত্মা দুরাচার॥
দীর্ঘকাল মমক্রোধে, অভিশাপ অনুরো
করিবে দুর্ব্বৃত্তগণে বাস।
করি এই ক্রোধ উক্তি, বিশ্বামিত্র রাগে মু
বিরাম করিলা সুনির্যাস॥
ঋষি প্রোক্ত রামায়ণ, শুনি সর্ব্ব ঋষিগ
বশিষ্ঠ নন্দনে ঋষি শাপ।
সাঙ্গ একষষ্টি সর্গ, শুন সর্ব্ব সাধু ব
অনায়াসে বিনাশিবে পাপ॥

৬১ সর্গঃ।

পয়ার।

নিজ ক্রোধ হলাহল করিয়া উদ্গার।
বিশ্বামিত্র মহামুনি গাধির কুমার॥
বশিষ্ঠ তনয় সহ সর্ব্ব তপোধন।
ভস্মরাশি করিব কহিলা তপোধন॥
মহা বংশ ঈক্ষাকুর অংশ অবতার।
ত্রিশঙ্কু নৃপতি খ্যাত অখিল প্রচার॥
সত্যশীল সুধার্ম্মিক আশ্রিত আমার।
এই স্বীয় শরীরে স্বর্গার্থী বারম্বার॥
অনুজ্ঞার যোগ্য যাবতীয় মুনিগণ।
ঋষিবর্গ শুনি বিশ্বামিত্রের বচন॥

পরস্পর সুমন্ত্রণা করিলেন পরে।
বিশ্বামিত্র ভয়ে ভীত যত মুনিবরে॥
কুপিত কুশিক বংশ তেজস্বী মহান।
উপযুক্ত নাহি হয় বিবাদ বিধান॥
অগ্নিসম শরীর জাজ্বল্য সুসন্তাপ।
দেখে দোষে পাছে রোষে দিবে অভিশাপ।
এই হেতু এই যজ্ঞ করিতে সাধন।
সমারম্ভ কর সবে শুন ঋষি গণ॥
সশরীরে ত্রিশঙ্কু যাহাতে স্বর্গে যান।
যে প্রকারে তপস্যার শুভ ফল পান॥
এই উক্তি এই যুক্তি করি মুনি গণ।
করিলেন যজ্ঞারম্ভ পরে সর্ব্বজন॥
হোতৃ কর্ম্মে নিযুক্ত তপস্বী শুদ্ধ মনঃ।
প্রবৃত্ত হইলা তথা গাধির নন্দন॥
ঋত্বিক সাত্বিক যত তাহে মুনি গণ।
... ব্রত তারা য... ।স্থত
সেই যজ্ঞে সেই স্থলে ত্রিশঙ্কু রাজার
বিশ্বামিত্র ভগবান সর্ব্ব মন্ত্র পার॥
যজ্ঞ ভাগ হেতু বিশ্বামিত্র দেবগণ।
করিলেন স্বস্ব মন্ত্রে যজ্ঞে আবাহন॥
আহুত প্রকৃত মন্ত্রে তবু দেবগণ।
ভাগার্থে না করিলেন যজ্ঞে আগমন॥
হইলেন ক্রোধাবিষ্ট মুনি বিশ্বামিত্র।
শ্রুব দণ্ড করে করি সকম্পিত গাত্র॥
কহিলেন ত্রিশঙ্কুকে কর নিরীক্ষণ।
তপস্যার বর মম উন্নত কেমন॥
এই তুমি নৃপতি কুৎসিত পাপ তনু।
সশরীরে স্বর্গে যাও নৃপ অজ্ঞ জনু॥
দুষ্প্রাপ্য এ দেহে স্বর্গ শুন নরবর।
বাল্যাবধি মম কর্ম্ম যে কিছু দুষ্কর॥
সেই তপস্যার ফল করি সম্প্রদান।
সশরীরে স্বর্গে যাও নৃপতি সন্তান॥
উক্ত বাক্য কালে ঐক্য বলে নরেশ্বর।
করিলেন সশরীরে স্বর্গ পথে ভর॥
মুনিগণ দেখিয়া করিলা চিত্র জ্ঞান।
দেবগণ দেখিলা ত্রিশঙ্কু স্বর্গে যান॥
সমস্ত দেবতা সহ সহস্রলোচন।
ত্রিশঙ্কু পতিত হও কহিলা বচন॥
ভূমিতলে যাও তুমি না আসিও দিবে।
ত্রিদিবের যোগ্য নহ আসিবে ত্রিদিবে॥
গুরু শাপ প্রাপ্ত পাপ মূঢ় গূঢ় কর্ম্মী।
অধো মুণ্ডে ভূমি তুণ্ডে থাক রে অপধর্ম্মী॥
এই কথা সেই মাত্র মহেন্দ্র কহিলা।
স্বর্গ মার্গ হতে রাজা পতিত হইলা॥
অধোমুখে কহিলেন ত্রাহি গাধিসুত।
হইল ত্রিশঙ্কু বাক্য বিশ্বামিত্রে শ্রুত॥
ক্রোধভরে করিলেন অতুল আশ্বাস।
তিষ্ঠ তিষ্ঠ বাক্যে স্পষ্ট জন্মান বিশ্বাস॥
ব্রহ্মতপো যোগে তথা মহর্ষি সত্তম।
দ্বিতীয় ব্রহ্মার প্রায় কর্ত্তৃত্ব উত্তম॥
অপূর্ব্ব দক্ষিণ মার্গে করিলা সৃজন।
উত্তপ্ত তেজস্বী অতি সপ্ত ঋষিগণ॥
অন্য অন্য জন তথা করিয়া সৃজন।
অপর নক্ষত্র চক্র সৃজিলা রাজন॥
তপোবল আশ্রয় করিয়া তপোধন।
সৃজন করিয়া পরে আরক্ত লোচন॥

ইন্দ্র আদি অপর অমরগণ যত।
সৃষ্টি করিবারে নৃপ হইলা উদ্যত॥
পরে পুরন্দর সর্ব্ব অমর সম্ভ্রান্ত।
দেব ঋষিগণ সহ দেখিয়া একান্ত॥
সবিনয়ে কহিলেন বিশ্বামিত্র প্রতি॥
এই রাজা ত্রিশঙ্কু অত্যন্ত পাপমতি।
গুরু শাপ বিক্ষত অধর্ম্ম অপ্রমিত।
সশরীরে স্বর্গ প্রাপ্তি অতি অনুচিত॥
প্রমাণ প্রয়োগ বিজ্ঞ যথা যোগ্য জন।
অতিযত্নে সপ্রমাণে করিবে পালন॥
পুরাতন জন যাহা করিলা স্থাপিত।
অতিক্রম করা তাহা তব অনুচিত॥
এই বাক্য অমরের করিয়া শ্রবণ।
কহিলেন বিশ্বামিত্র সম্ভব বচন॥
সকল দেবতা গণে করিয়া সম্ভাষ।
সশরীরে স্বর্গে যাত্রা দিয়াছি আশ্বাস॥
প্রতিজ্ঞা পালন হেতু কীর্ত্তি সমুদয়।
মিথ্যা করা আমার উচিত কর্ম্ম নয়॥
সশরীরে ত্রিশঙ্কুর ত্রিদিবে গমন।
নিগ্রহ বিগ্রহ তাহে নহে কদাচন॥
মৎকৃত নক্ষত্র যত থাকিবে তাবৎ।
অন্যান্য সকল লোক থাকিবে যাবৎ॥
ত্রিশঙ্কু নামক স্বর্গ হইল স্থাপন।
অনুজ্ঞা ইহাতে কর সর্ব্ব সুরগণ॥
বিশ্বামিত্র ভয়ে নত সর্ব্বামর দল।
তিষ্ঠতু তিষ্ঠতু বাক্য বলিলা সকল॥
এই যোগে যাবতীয় অগ্নি বহির্দ্দেশে।
অধঃশিরা রহিবেন ত্রিশঙ্কু বিশেষে॥
উজ্জ্বল প্রভাব ভাবে নৃপ অগ্রভাগে।
রহিবেন চির দিন নিজ অনুরাগে॥
এই বাক্য শ্রবণে করিয়া অঙ্গীকার।
কহিলেন দেবগণে গাধির কুমার॥
পশ্চাতে অমরবর্গ স্বর্গ পথে যান।
যজ্ঞ সাঙ্গ করি সর্ব্ব মহর্ষি প্রস্থান॥
ঋষিপ্রোক্ত রামায়ণে ত্রিশঙ্কুর স্বর্গে।
আরোহণ আদি কাণ্ড শুন সাধুবর্গে॥

৬২ সর্গঃ॥

ত্রিপদী॥

প্রতিবাসি মুনিগণ, দৃষ্টি করি তপোধন,
বিশ্বামিত্র কহিলা বচন।
নর ব্যাঘ্র মুনিবর, দেখে দৃষ্য বহুতর,
দুর্নীতি দেশের বিলক্ষণ॥
কহিলেন মুনিগণে, বনবাসি যত জনে,
অত্যন্তদুর্ব্বৃত্ত এই দেশ।
দক্ষিণ নামক দেশে, না রহিব সবিশেষে,
পশ্চিমেতে করিব প্রবেশ॥
পুষ্কর অরণ্যস্থলে, আশ্রিত হয়ে সকলে,
করিব তপস্যা মুনিগণ।
আপনি করিব তপঃ, সকলে করিবে জপ,
কহিলাম সর্ব্ব তপোধন॥
এই কথা উপযুক্ত, নৃপবর করি উক্ত,
পুষ্করে করেন সমাশ্রয়।
হয়ে ফল মূলাহারী, বিশ্বামিত্র যত্নাচারী,
এই রূপে রহিলা নির্ভয়॥

বিশ্বামিত্র তপোধন,যে কালেতে স্থিত হন,
সেই কালে অম্বরীষ নাম।
মহারাজ রাজ ঋষি, নৃপতি অতি তপস্বী,
যাগ করিবারে মনস্কাম॥
আরম্ভ করিলা যাগ, নর মেধে অনুরাগ,
নর পশু করিয়া প্রোক্ষণ।
সেই পশু মন্ত্রবান, হরিলেন মঘবান,
যূপে বদ্ধ ছিল সে যখন॥
সর্ব্ব সুলক্ষণ যুক্ত, নর পশু দেব উক্ত,
মুক্ত করি হরিলা মহেন্দ্র।
যাবতীয় বিপ্র গণ, দেখিয়া পশু হরণ,
কহিলেন শুন হে নরেন্দ্র॥
প্রোক্ষণ করিলে পশু,হরিয়া কে নিল আশু,
ফলে কিছু বলা নাহি যায়।
কিন্তু পশু অরক্ষণে, এ যজ্ঞ অসমাপনে,
বহু দোষে নষ্ট করে তায়॥
যজ্ঞকর্ত্তা হয় পাপী,মহা পরিতাপে তাপী,
প্রায়শ্চিত্ত যোগ্য হয় তারে।
যদ্যপি সে পশু পাও,শীঘ্র আন গিয়া যাও,
কিম্বা অন্য লক্ষণানুসারে॥
ক্রয় করি দ্রুত গতি, আন পশু নরপতি,
কর্ম্মকাল যে পর্য্যন্ত রহে।
উপাধ্যায় বাক্য শুনি, অম্বরীষ নৃপমণি,
অন্বেষণে অতি ব্যগ্র তাহে॥
পশু লক্ষণ বিশেষ, বহু জনপদ দেশ,
বিশেষ নগর বন যত।
অনেক আশ্রম স্থান, পুণ্য ভূমি বলবান,
প্রবেশ করিয়া অবিরত।
করি পশু অন্বেষণ, দেখিলা নৃপ নন্দন,
ঋচিক নামক দ্বিজবর।
বহু পুত্র ধন হীন, দ্বিজবর অতি দীন,
গৃহী বিপ্র দুঃখিত কাতর॥
দৃষ্টিমাত্র নরপতি, অম্বরীষ শীঘ্রগতি,
দ্বিজপ্রতি কহেন বচন।
তপস্বী বেদজ্ঞ অতি,দেখিয়া দ্বিজে ভূপতি,
জানাইলা নিজ প্রয়োজন॥
গোশত সহস্র নিয়া, অনুগ্রহ প্রকাশিয়া,
এক পুত্র করহ প্রদান।
মহাযজ্ঞ নরমেধে, পশু বিনা সুবিরোধে,
লিপ্ত আমি শুন বুদ্ধিমান॥
বহু পুত্র ধনহীন, বৃদ্ধ বিপ্র অতি দীন,
অভিরুচি যদি তব হয়।
একপুত্র দিয়া দান, রাখিয়া নৃপতিমান,
খণ্ডাবে এ দুঃখ সমুদয়॥
বহুদেশ দেশান্তর, অন্বেষিয়া বহুতর,
অপ্রাপ্ত যজ্ঞীয় পশু দ্বিজ।
লইয়া উচিত মূল্য, তোমার নন্দনতুল্য,
সিদ্ধ কর প্রয়োজন নিজ॥
অন্য কশ্যপের কুলে, কেবা বিপ্র তব তুলে,
পশু অর্থে করহ কৃতার্থ।
অম্বরীষ বাণী শুনি, ঋচিকর্ষি বহুগুণী,
নৃপবরে কহেন যথার্থ॥
না করিব কোন রূপে,সন্তান প্রদান ভূপে,
কুল শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ যে সন্তান।
ঋচিক বচন শুনে, পুত্র মাতা ভাবি মনে,
কহিছেন শুন পুণ্যবান॥

বিক্রয়ের যোগ্য নয়, জ্যেষ্ঠ পিণ্ডপ্রদ হয়,
এই কথা কহেন কাশ্যপ।
শুনহ আমার মত, বেদ উক্ত অনুগত,
নারীজাতি নাহি জানি তপ॥
পিতৃপ্রিয় কয় জ্যেষ্ঠ, প্রায় কুল পতিশ্রেষ্ঠ,
কনিষ্ঠ মায়ের প্রিয় অতি।
উভয়ের বাক্য জানি, নরেন্দ্র বিষয় জ্ঞানী,
মধ্যমে চাহিলা নরপতি॥
মাতৃ পিতৃ অভিপ্রায়, বুঝিয়া মধ্যম তায়,
কহিলেন ভূপতির প্রতি।
জ্যেষ্ঠ পুত্র অবিক্রেয়, কনিষ্ঠ জননী প্রিয়,
অনুভবে বুঝ মহামতি॥
বিক্রয়ের যোগ্য পাত্র, তবেই মধ্যম পুত্র,
জানিয়া আমাকে লয়ে চল।
পরে গোশত সহস্র, দানে নৃপ চতুবস্র,
শরীরে পাইয়া মহাবল॥
শুনঃশেফে নরপতি, লয়ে অতি শীঘ্রগতি,
প্রীতি যুক্ত করিলা গমন।
আরোহিয়া রথোপরে, শুনঃশেফ দ্বিজবরে,
সত্বরে সাধিতে প্রয়োজন॥
ঋষি উক্ত রামায়ণে, ত্রিষষ্টি সর্গ কথনে,
শুনঃশেফ বিক্রয় কথন।
শ্রবণে বিনাশে পাপ, শান্ত হয় মহাতাপ,
শুন সুখে সর্ব্ব সাধুজন॥

পয়ার॥

শুনঃশেফে সহিতে লইয়া নৃপবর
আপনার যজ্ঞভূমে চলিলা সত্বর॥
পথি মধ্যে শ্রান্ত অতি সবাহন ভূপ।
বিশ্রাম করিলে পরে শুন অপরূপ॥
পুষ্কর তীর্থের মধ্যে দুষ্কর তপনে।
রাজার বিশ্রাম দেখি দ্বিজসুত বনে॥
শুনঃ শেফ মহামতি পুষ্কর অরণ্যে।
আশ্রয় করিলা দেখে পরম শরণ্যে॥
বিশ্বামিত্র রাজর্ষি ছিলেন সেই স্থানে।
দীনদুঃখী দ্বিজসুত দেখিয়া কাননে॥
পিতৃকৃত বিক্রয়ে অপর পরি শ্রমে।
বলবান গাধির সন্তানে দেখে বনে॥
মুনিপদে বন্দিয়া কহেন দ্বিজসুত।
কেহ নাহি মাতা পিতা সঙ্গে ভূপ দূত॥
ন মিত্র বান্ধব মম ত্রাণ কর্ত্তা তুমি।
তোমার শরণাগত বন্ধু ত্যক্ত আমি॥
তুমি ত্রাণকর্ত্তা মম পিতা প্রতিষ্ঠিত।
ভূপতির যজ্ঞে পশু আমি উপস্থিত॥
যে উপায়ে আমার জীবন রক্ষা পায়।
স্ববীর্য্য আশ্রয়ে ঋষি রক্ষিবে আমায়॥
অনাথের নাথ তুমি শাস্ত্রে বিচক্ষণ।
ভব্যচিত্তে ভূপভয়ে করহ রক্ষণ॥
পিতাপ্রায় পুত্রজানি কর পরিত্রাণ।
মুনিসুত বাক্য শুনি গাধির সন্তান॥
বিশ্বামিত্র শুনঃশেফে করিয়া সান্ত্বনা।
কহিলেন পুত্রগণে হয়ে স্নিগ্ধমনা॥
যার জন্মে জনক বাঞ্ছেন বহু সুতে।
দুর্গ উদ্ধারণ হেতু বাক্য শাস্ত্র শ্রুতে॥
সেই কাল আমার হইল উপস্থিত।
এই মুনিপুত্র মম শরণ্য উচিত।

ইহার জীবন দান এই প্রিয় কর্ম্ম।
[illegible] তোমরা সবে রাখ সুধর্ম্ম।
সবলে আশ্রীয় মম মঙ্গল আশয়।
সকলে সুব্রতাচারি বলবুদ্ধিময়॥
সেই সব গুণান্বিত সকল সন্তান।
মম বাক্য হিত সত্য বল পরিত্রাণ।
যজ্ঞাগ্নি সমীপে গিয়া [illegible] কর দান।
[illegible] করি ত্রাণ।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
পিতৃ [illegible] পুত্রগণ।
[illegible] আমি কারে দিব [illegible] জন॥
কহিলেন অভিমানে হইয়া নির্ভয়।
[illegible] নৃপতি অধীন পুত্র হয়।
পরপুত্রে পরিত্রাতা এই তব কর্ম্ম।
শ্বমাংস আহারি রূপে সাধিলে অধর্ম্ম॥
পুত্রগণ [illegible] কহিলেন।
শ্রবণ করিয়া বিশ্বামিত্র মুনিবর।
ক্রোধে কম্প কলেবর আরক্ত লোচন।
পুত্রগণ প্রতি শাপ দিলা তপোধন॥
পিতার লঙ্ঘিয়া ধর্ম্ম কহ কুবচন।
এ অতি ধৃষ্টতা দেখি নহে সুলক্ষণ॥
শ্বমাংস উদ্দেশ করি না মান পিতায়।
সকলে শ্বমাংস জীবী হইবে ত্বরায়॥

বশিষ্ঠের পুত্র শত পতিত যেমন।
শত বর্ষ পতিত হইবে সর্ব্ব জন॥
সতত কুৎসিতাকারে ভ্রমণ করিবে।
পিতৃশাপে অভিভূত হইয়া রহিবে॥
কৌশিক নন্দন বিশ্বামিত্র তপোধন।
শুনঃশেফে [illegible] করি কহেন বচন।
[illegible] আপনি পুত্র হইতে প্রীতি।
এই মন্ত্র জানিলে জীবন সুরক্ষিত।
ইন্দ্রের অভীষ্ট মন্ত্র করিলে জপন।
[illegible] বাসব আসি করিবা রক্ষণ॥
[illegible] হেতু এই নৃপতির।
দেব উপাসিত হলে জানিবে সুস্থির॥
অনন্তরে সেই মন্ত্র করি অধ্যয়ন।
ত্বরায় নৃপতি অগ্রে করিলা গমন।
আসিয়া কহিলা অম্বরীষ নৃপবরে।
আমাকে লইয়া যজ্ঞে চলহ সত্বরে।
পশুতে নির্দ্দিষ্ট করি আমাকে রাজন।
প্রোক্ষণ করিয়া যজ্ঞ কর সমাপন।
সেই বাণী শুনি রাজা শ্রবণে হর্ষিত।
চলিলেন যজ্ঞে [illegible] আনন্দিত।
সদস্য গণের অনুজ্ঞায় নৃপবরে।
বন্ধন করিলা যূপে ঋষিপুত্র বরে॥
পরম পবিত্র সুলক্ষণ যুক্ত শিশু।
রক্তাম্বর পরিধান সুলক্ষণ পশু॥
বন্ধন করিলা তাঁরে দিয়া রক্ত [illegible]
তুষ্ট করে শুনঃশেফ মন্ত্রে [illegible]
ভাগার্থী হইয়া ইন্দ্র [illegible]
শুনঃশেফ মন্ত্র উচ্চারণে [illegible]

প্রীতিযুক্ত উক্ত মন্ত্রে সহস্র লোচন।
প্রদান করিলা বর অভীষ্ট যেমন॥
আয়ুঃ আর ইষ্ট সিদ্ধি যশঃ অতিশয়।
শুনঃশেফে দিলা দান মহেন্দ্র নিশ্চয়॥
রাজা অম্বরীষ প্রাপ্ত যথাযোগ্য ফল।
মনে যাহা ছিল রাজা পাইলা সকল॥
যশো ধর্ম্ম স্থিরা লক্ষ্মী ইন্দ্রের প্রসাদে।
বিশ্বামিত্র তপেতে রহিলা অপ্রমাদে॥
পুষ্করে সহস্র বর্ষ হইয়া সুব্রত।
আদিকাণ্ডে চতুঃষষ্টি অধ্যায় নির্গত॥

৬৪ সর্গঃ।

ত্রিপদী॥

সহস্র বৎসরে তূর্ণ, তপস্যা হইল পূর্ণ,
তপোবলে পূর্ণ দেবগণ।
বিশ্বামিত্র সন্নিধানে, গমন করিলা বনে,
পরে ব্রহ্মা কহিলা বচন॥
তুমি সর্ব্ব ঋষি শ্রেষ্ঠ, অতএব অতি কষ্ট,
নিবৃত্ত করিলে ভাল হয়।
এই কথা প্রজাপতি, উক্ত করি শীঘ্রগতি,
চলিলেন আপন আলয়॥
ব্রহ্মার বচন শুনি, বিশ্বামিত্র মহামুনি,
তথাচ করেন তদাচার।
বহুকাল মহাতপঃ, করি ইষ্ট মন্ত্র জপ,
তপস্যার বিঘ্নে পুনর্ব্বার॥
মেনকা নামে অপ্সরা, কাম্য তপো ভঙ্গকরা
লোভ দেখাইতে মুনিবরে।
সুশ্রোণী মোহিনী প্রায়, বিশ্বামিত্রাশ্রমে যায়
স্নান ছলে তথায় পুষ্করে॥
অদ্ভুত আকার তার, সুমোহিনী যেনকার,
রূপ দেখি কুশিক তনয়।
রূপে অপ্রতিমা রামা, সাক্ষাত্ যেমন রমা,
মূর্ত্তিমতী অতি গুণাশ্রয়॥
নিরখি নির্জ্জন বনে, আর্দ্র বস্ত্রা শুভাননে,
কন্দর্পে কম্পিত মুনিরাজ।
মদনে মোহিত মুনি, মেনকা হৃদয়ে জানি,
সন্নিকটে আসিল অব্যাজ॥
তপস্বী আপনি শুচি, যদি তব হয় রুচি,
ভজমানা ভজ ভগবান।
এই রূপ সুমধুর, বাক্যে দুঃখ করে দূর,
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী হানে বাণ॥
ধরিয়া তাহার করে, আশ্রমে প্রবেশি পরে,
যথা সুখ তাহার সহিত।
পঞ্চবিংশতি বৎসর, বিশ্বামিত্র মুনিবর,
রমণেতে রহিলা মোহিত॥
ক্ষণেকে কুহক ধরে, মুগ্ধ করে মুনিবরে,
পরে মুনি জানিলা নিশ্চিত।
তপস্যা বিঘ্নের হেতু, লঙ্ঘিবারে ধর্ম্মসেতু,
জন্মাইতে মহেন্দ্রের প্রীত॥
করিল তপো হরণ, হরিল আমার মনঃ,
এ সংসর্গে থাকা নহে আর।
মধুর বচনে পরে, ত্যজিলেন মুনিবরে,
পুষ্করে করিলা পরিহার॥
উত্তর পর্ব্বতে যান, নিষ্ঠাচার বুদ্ধিমান,
কমলজে করিলা মানস।
কৌশিক কৌশিকীতীরে, তপস্যা করিঅচিরে
সহস্র বৎসর স্বীয় বশ॥

তপোবলে দীপ্তিমান, মুনি অতি তেজস্বান,
দুষ্কর তপস্যা অনিবার।
দেখিয়া বিবুধ রাজ, সর্ব্বদেব সহ সাজ,
আইলেন নিকটে ব্রহ্মার॥
এই তপস্যার ফলে, গাধিপুত্র মহাবলে,
মহর্ষিত্ব করহ প্রদান।
উগ্র তপঃ নিবারণ, করিয়া চতুরানন,
রক্ষা কর রাখ প্রভু মান॥
উগ্রতপে দেয় তাপ, পায় সবে পরিতাপ,
তোমা বিনা কেবা আছে গতি।
শুনি দেবগণ যুক্তি, করিলেন ব্রহ্মা উক্তি,
বিশ্বামিত্রে শুন সাধুমতি॥
নিবৃত্ত হইয়া তপে, মহর্ষি অধিক জপে,
কিবা কর্ম্ম কুশিক নন্দন।
ঋষি মুখ্য দেখ যত, প্রধানত্ব মহাব্রত,
করিব তোমাকে সমর্পণ॥
ব্রহ্মার বচন শুনি, বিশ্বামিত্র মহামুনি,
কৃতাঞ্জলি কৌশিক প্রবীণ।
প্রণাম করিয়া পর, কহিলেন দেব বর,
ব্রহ্ম ঋষি শব্দ সুকঠিন॥
তোমার প্রসাদে প্রভু, অসমর্থ নহি কভু,
যদি কৃপা কর ভগবান।
যদ্যপি তপঃপ্রভাব, থাকে মম করি লাভ,
ব্রহ্মর্ষিত্ব করহ প্রদান॥
বিশ্বামিত্র মুনিবরে, স্বয়ম্ভু কহেন পরে,
তথা তুমি নহ জিতেন্দ্রিয়।
কামাদি না করি জয়, কেমনে কল্মষ ক্ষয়,
ব্রহ্মত্ব বাসনা কর প্রিয়॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ, তাহাতে পূরিত দেহ,
কর তাহা সর্ব্ব পরিত্যাগ।
পরে পাবে মহাধন, ব্রহ্মত্ব হে তপোধন,
ত্যজিবে বিষয় অনুরাগ॥
একথা কহিয়া পরে, ব্রহ্মা গেলা নিজঘরে,
বিশ্বামিত্র ঘোর তপে রত।
ঊর্দ্ধ বাহু নিরন্তর, এক পদাঙ্গুষ্ঠে ভর,
স্থাণু প্রায় স্থির দৃঢ় ব্রত॥
পবন অশন মাত্র, পঞ্চ তপে তপ্ত গাত্র,
গ্রীষ্মে গ্রীষ্ম করি সম্বরণ।
বর্ষার সময়ে ধীর, মস্তকে ধরেন নীর,
শিশিরে সলিলে প্রবেশন॥
এই রূপ বর্ষ শত, তপস্যায় হয় গত,
উগ্রতপে একান্তিক মনঃ।
তপস্যা দেখিয়া তাঁর, শুন কৌশল্যা কুমার,
ভয়ান্বিত সর্ব্ব দেবগণ॥
পরম সন্ত্রাস্ত পর, সুর সহ সুরেশ্বর,
তপোবিঘ্ন চিন্তা করি মনে।
রম্ভা নামে বিদ্যাধরী, আদরে আহ্বান করি,
বায়ু বৃত্ত অদিতি নন্দনে॥
আত্মহিত অভিলাষ, বিশ্বামিত্র তপোনাশ
মানসে মহেন্দ্র পরিশ্রম।
ঋষি প্রোক্ত রামায়ণে, রামচন্দ্র সম্বোধনে,
হইলে রম্ভার সমাগম॥
পঞ্চষষ্টি সর্গ সাঙ্গ, পরে শুন সাধু রঙ্গ,
বিশ্বামিত্র তপোভঙ্গ ছল।
শ্রবণে শ্রবণ সিক্ত, বিষয় হইবে তিক্ত,
সুধাসিক্ত সংসার সকল॥ ৬৫ সর্গঃ।

সর্ব্বগুণ যোগ্যোপমা, অপ্সরা সুমনোরমা,
সুরকার্য্য সাধনে তৎপরা।
ভামিনী কামিনী মাঝে, এই কর্ম্ম কর ধন্ধে,
হইবে কৌশিক মনোহরা॥
জন্মাও মানসে লোভ, না থাকে তপের ক্ষোভ
এই বাক্য ইন্দ্র মুখে শুনে।
কৃতাঞ্জলিপুট করে, উদ্বিগ্ন মানসে পরে,
প্রত্যুত্তর করিছে স্বগুণে॥
শুন ইন্দ্র সুরশ্রেষ্ঠ, কৌশিক তপস্বিজ্যেষ্ঠ,
বিশ্বামিত্র কুপিত বিগ্রহ।
করিলে তপস্যা লোপ, মম প্রতি করি কোপ,
অভিশাপে জন্মাবে নিগ্রহ॥
অতএব সুরপতি, প্রসন্ন আমার প্রতি,
হয়ে প্রভু করিবে প্রসাদ।
এ নহে আমার ধর্ম্ম, না পারিব এই কর্ম্ম,
করিতে তপস্যা পরিবাদ॥
রম্ভার বচনান্তর, কম্পমান পুরন্দর,
কম্পমানা দেখিয়া তাহারে।
পুরোভাগে যোড়করে, নিজরূপে মনোহরে,
কহিলেন দেবরাজ তারে॥
নাহি তব কোন ভয়, অবশ্য হইবে জয়,
তুমি প্রিয়বাদিনী ভামিনী।
সহচর পিককুল, মনোভব অনুকূল,
হবে তব শঙ্কা কি কামিনি॥
প্রকাশিবে পুষ্প শ্রেণী, ভ্রমররূপে বান্ধ বেণী
আমি তুব রহিব নিকটে।
অদ্ভুত সুসজ্জা পর, মনোহর রূপ ধর,
মুনিভঙ্গো ভঙ্গ যাহে ঘটে॥

শুনি দেবরাজবাণী, যথা যুক্তি উক্তি মানি'
ভয় মুক্তা হইল অপ্সরী।
সাজিল মনোহারিণী, যোগীন্দ্রমোহকারিণী,
মানস হরণ বেশ করি॥
ইন্দ্র সাজি পিকবর, সম্বরারি সহচর,
তার সহ করিলা গমন।
মনোহর স্বর যুত, রবে করি অভিভূত,
নিভৃতে রহিলা দুই জন॥
কোকিলের রব শুনি, ব্যাকুলিত মহামুনি,
রম্ভার সুমনোহর গান।
সুখস্পর্শ সমীরণ, কামি কাম বিবর্দ্ধন,
প্রফুল্লিত কুসুম বিতান॥
চিত্ত হরে হঠাৎ কার, গীতশব্দ চমৎকার,
রম্ভার আকার মনোহর।
দর্শনে মোহিত দৃষ্টি, শব্দে করে সুধাবৃষ্টি,
আকৃষ্ট হইলা মুনিবর॥
তপোভঙ্গে হয়ে স্মৃতি, মহাশঙ্কা উপস্থিতি,
মনে মনে করিলেন জ্ঞান।
ইন্দ্রের ঘটিত কর্ম্ম, জ্ঞানেতে বুঝিলা মর্ম্ম,
সন্নিকৃষ্টে রম্ভা অধিষ্ঠান॥
কহিলেন মুনি তাহে, শুন রম্ভে বরারোহে,
নিজ গুণ সম্পদে মোহিনী।
দেখায়ে আমারে লোভ, মানসে জন্মালে ক্ষোভ
সেই হেতু সুরসে রঙ্গিনী॥
শিলাময়ী মূর্ত্তি ধরি, এই বনে বাস করি,
রহিবে অযুত সম্বৎসর।
মম শাপে সমাচ্ছন্না, নিস্পন্দা মলিন বর্ণা,
মম শাপে পাষাণ কলেবর॥

তপঃসিদ্ধ কোন দ্বিজ, প্রকাশি তপস্যা নিজ
করিবেন তোমারে উদ্ধার।
রম্ভাকে পাষাণ করে, মুনিবর তদন্তরে,
করিলেন সন্তাপ সঞ্চার॥
রম্ভাতনু ক্রোধভরে, পাষাণ করিয়া পরে,
দেখিলেন মহেন্দ্র মদনে।
তপোহারি স্মর ইন্দ্র, দর্শন করি যোগীন্দ্র
জিতেন্দ্রিয় নহি ভাবি মনে॥
নিন্দা করি আপনার, মুনিবর বারম্বার,
হৈমবতী করি পরিত্যাগ।
পূর্ব্বদেশে গিয়া পর, তপস্যায় অনন্তর,
মিতাচার হয়ে বীতরাগ॥
তপস্যা হইল ভঙ্গ, করিয়া সুচিন্তা সঙ্গ,
প্রতিজ্ঞা করিলা দৃঢ়তর।
আর না করিব কোপ, সম্প্রতি ভক্ষণ লোপ,
না করিব এ কর্ম্ম দুষ্কর॥
বাসনা করিব ত্যাগ, শতাব্দ ব্রহ্মণ্যে রাগ,
করি নিজ আত্মার শোষণ।
জিতেন্দ্রিয় হয়ে পরে, থাকিব এ কলেবরে
যাবৎ না হইব ব্রাহ্মণ।
অসংখ্যেয় সম্বৎসর, অনাহারে নিরন্তর,
পরিহরি নিশ্বাস প্রশ্বাস।
যাবত্ তপস্যা পূর্ত্তি, ক্ষয় না পাইবে মূর্ত্তি,
মুনি মনে জানিলা বিশ্বাস॥
মৌন ভাবে প্রতিজ্ঞায়, রহিলেন দৃঢ়তায়,
দশ শত বৎসর নিশ্চয়।
বজ্রস্থানে অবস্থান, অচল গিরি সমান,
আরম্ভিলা তপস্যা প্রণয়॥
রামায়ণে রম্ভা শাপ, দেবেন্দ্র কন্দর্পে তাপ,
ষট্ষষ্টি সর্গ নিরূপণ।
বাল্মীকাখ্য মুনি কৃত, কোমল বর্ণনামৃত,
পান কর সর্ব্ব সাধু জন॥
৬৬ সর্গঃ।

পয়ার।

এই স্থানে স্থাণুপ্রায় স্থিত মহামতি।
মৌন ব্রতে কুশিক কুলজ হয়ে ব্রতী॥
করিতে না পারে কাম অন্তরে প্রবেশ।
ক্রোধ দৃষ্টি বিবর্জ্জিত অকামির শেষ॥
শান্ত চিত্ত নিত্য কৃত্য উগ্রতপা অতি।
পরাসিদ্ধি গত প্রায় কৌশিক সুমতি॥
চিন্তিত হইয়া মনে সর্ব্ব সুর গণ।
তপোনিধি ব্রহ্মাকে করিলা নিবেদন॥
মহাব্যগ্র উগ্রতপা দেখি গাধিসুতে।
তপোভঙ্গ অসাধ্য হইল সর্ব্ব মতে॥
জিত ক্রোধ লোভাদি তপস্যা বিবর্দ্ধিত।
দোষ লেশ নাহি দেখি কলুষে বর্জ্জিত॥
যদি কৃপা করি তারে না দেও বাঞ্ছিত।
নিজ তেজে বিনাশিবে ত্রিলোক নিশ্চিত॥
চরাচর অপর ব্যাকুল দিক চয়।
ভয়ে ভীত ভানু ভানু প্রকাশিত নয়॥
ক্ষুব্ধ সপ্ত সমুদ্র শৈলেন্দ্র বিদারণ।
কাতর কাশ্যপি কম্পে কচ্ছপ বারণ॥
ব্যাকুল হইয়া বায়ু বহে খরতর।
স্থির বুদ্ধি নহে রহে উদ্বিগ্ন অপর॥

যে পর্য্যন্ত পারিপ্লুত করিবেন তপঃ।
সুররাজ পুরী অঙ্ক পরিহরি জপ॥
অনন্তর অপর অমর সুরপতি।
প্রজাপতি পশ্চাতে চলিলা শীঘ্রগতি॥
বিশ্বামিত্র সমীপে সকল সুর গণ।
কহিলেন সন্তোষক মধুর বচন॥
ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভার্থ তপস্যা গুরুতর।
পরিহর ধর বাক্য সে বড় দুষ্কর॥
বাঞ্ছিত মরণ মার্গ যদি মনে লয়।
ব্রহ্মর্ষিত্ব দুর্লভ জানিবে মহোদয়॥
পরম মঙ্গল অকুশল নাহি রবে।
উগ্রতপঃ ফলে ফলে বহু সিদ্ধি হবে॥
পিতামহ সুবচন রচন বিচিত্র।
কৃতাঞ্জলি কহিলেন মুনি বিশ্বামিত্র॥
যদ্যপি ব্রাহ্মণ্য লাভ হয় পিতামহ।
কৃতার্থ যথার্থ তবে জানিব এ দেহ॥
অভিপ্রায় অবগতে অভিমত সিদ্ধি।
তথাস্তু বলিয়া ব্রহ্মা দিলেন সুঋদ্ধি॥
বিশ্বামিত্র পদ্মজে করিলা নিবেদন।
যদ্যপি ব্রাহ্মণ্য দান দিলে বেদানন॥
তব বাক্যে ব্রহ্মণ্য অপর বেদচয়।
বরণ করেন দীনে সত্ত্ব সমুদয়॥
সিদ্ধি ঋদ্ধি স্মৃতি বিদ্যা মেধা ক্ষমা শম
তপো দম দয়া ক্ষান্তি সর্ব্বজ্ঞত্ব যম॥
কৃতজ্ঞতা অসম্মোহ প্রাপ্তি অভিমত।
পূর্ব্ব পূর্ব্বজ্ঞানি গণে এ বাক্য কথিত॥
সর্ব্ব ভূতে অহিংসা পরম ধর্ম্ম জানি।
সংকল্প বিহীন সব পরিত্যাগ মানি॥
সেই সবে আমাকে ভজনা যেন করে
তপস্যায় যে সমস্ত অপ্রাপ্য অমরে॥
এই সব সিদ্ধি চয় ব্রহ্মত্ব পাইলে।
হয়ে তুষ্ট মনোভীষ্ট তাহা তুমি দিলে।
এই রূপ বাক্যে ব্রহ্মা হয়ে পরিতুষ্ট।
প্রত্যুত্তর করিলেন পুলকে সুপুষ্ট॥
প্রতিভা তব শরীরে যত বেদ গণ।
হইবেন অক্ষয় ব্রহ্মণ্য উদ্দীপন॥
সকলের অধিকে গণন হয় তব।
ব্রহ্মবাদিগণ যত সম্ভূত সম্ভব॥
এই কথা কহিয়া অমর গণে বৃত।
করিলেন স্বস্থানে প্রস্থান অতিক্রত॥
বিশ্বামিত্র মুনিবর ব্রহ্ম কলেবর।
লাভ করি কৃতকৃত্য হয়ে সিদ্ধীশ্বর॥
করিলেন পৃথিবী ভ্রমণ যথেচ্ছায়।
এই ব্রহ্মজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ সংস্থিত সভায়॥
তেজস্বির প্রধান দ্বিতীয় ভানুমান।
সিদ্ধীশ্বর ধর্ম্ম দেহ স্বয়ং অধিষ্ঠান॥
সতানন্দ সমীপে শুনিয়া সমাখ্যান।
কৃতাঞ্জলি পুট ভাবে নৃপতি প্রধান॥
জনক কহেন অদ্য আমি অতি ধন্য।
করিলেন অনুগ্রহ স্নেহ মুনি মান্য॥
শ্রীরাম সহিত মম যজ্ঞ দেখিবারে।
অভ্যাগত আপনি সিদ্ধীশ সহকারে॥
মহাযশা মুনি মুখ্য সহিত গণন।
অদ্য আমি মানিলাম সার্থক জীবন॥
তোমার দর্শনে বহু গুণ প্রাপ্ত আমি।
পবিত্র হইল সভা কৃপাগুণে স্বামি॥

শুনিলাম তোমার গুণের প্রভা যত।
কহিলেন সতানন্দ সাধু সুসজ্জত॥
মহাত্মা রামের সহ সভায় উদয়।
শুনেছি তোমার গুন ব্যাখ্যা সমুদয়॥
অতএব সদস্য স্বরূপে মুনিবর।
শুভাগম করিবেন সভার অন্তর॥
অপ্রমেয় তপস্তব অপ্রমেয় বল।
অপ্রমেয় গুণ গণ শুনেছি সকল॥
অত্যন্ত আশ্চর্য্য কথা তোমার যে সব।
তাহে তৃপ্তি সীমান্ত না হয় অনুভব॥
পুনঃ পুনঃ শ্রবণে মানস সদা হয়।
কিন্তু মুনি কর্ম্মকাল অম্বরে উদয়॥
প্রত্যুষ সময়ে কল্য করিবা গমন।
পুনর্ব্বার করিব অপূর্ব্ব দরশন॥
আগমন কুশল কহিয়া সুকুশলী।
করিবেন আমারে পরম কুতুহলী॥
আজ্ঞা কর আমারে কহিয়া এই কথা।
প্রশংসা করিলা বহু মুনি যোগ্য যথা॥
মুনিরাজ বিশ্বামিত্র বহু প্রীত তায়।
শীঘ্রগতি করিলেন জনকে বিদায়॥
মিথিলাধিপতি পরে জনক ভূপতি।
চলিলেন সম্মান লইয়া শীঘ্রগতি॥
বিশ্বামিত্রে প্রদক্ষিণ করি নরবর।
পশ্চাতে পরম তোষে গমনে সত্বর॥
বিশ্বামিত্র ধর্ম্মপূত শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
লইয়া স্বাবাসে পরে করিলা গমন॥
দ্বিজগণ সহিত পূজিত ভাবে ভূপে।
রহিলা রজনী যোগে যথা বিধি রূপে॥
বিশ্বামিত্র ব্রহ্মত্ব প্রাপণ সুকথন।
সপ্তষষ্টি সর্গে মুনি বাল্মীকি বর্ণন॥

৬৭ সর্গঃ॥

ত্রিপদী॥

উদয় রবি মণ্ডলে, নৃপতি প্রভাত কালে,
কর্ম্ম জালে করি সমাপন।
সহিতে রাম লক্ষ্মণে, বিশ্বামিত্র সন্দর্শনে,
উপস্থিত হইলা রাজন॥
করিয়া অর্চ্চনা পরে, শাস্ত্র দৃষ্টি সহকারে,
মুনিবরে নরেন্দ্র প্রধান।
দশরথাত্মজ দ্বয়ে, যথা মতি জ্ঞানোদয়ে,
পূজিয়া কহিলা জ্ঞানবান॥
ভগবান গাধিসুত, সন্নিকটে সমাগত,
কহ দ্রুত কি করি মুনীন্দ্র।
আজ্ঞা কর এ কিঙ্করে, অনুরূপ করি পরে,
তুমি মুনি দ্বিতীয় মহেন্দ্র॥
জনক বদনে শুনি, এই বাক্য মহামুনি,
বিশ্বামিত্র করিলা উত্তর।
ধীর মতি প্রিয়ম্বদ, তাহে বাক্য বিশারদ,
সকলের মুখ্য মুনিবর॥
দশরথ নৃপতির, পুত্রদ্বয় জ্ঞান স্থির,
ক্ষত্রবংশ বীর দুইজন।
বিশ্বমধ্যে সর্ব্বজ্ঞাত, সূর্য্যবংশ অতিখ্যাত
নাম দুই শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥

তব গৃহে শরাসন, মহাদেব দত্ত ধন,
দর্শনে কামনা অতিশয়।
অনুকূলে অগ্রসরে, তুষ্ট কর রঘুবরে,
কৃতকর্ম্মা এই সুতদ্বয়॥
তুমি হবে কৃতকার্য্য, হইবে কর্ম্ম সাহায্য,
সৌকুমার্য্য কর্ম্ম সুকঠিন।
এই কথা মুনি মুখে, জনক শুনিয়া সুখে,
কৃতাঞ্জলি জ্ঞানীন্দ্র প্রবীণ॥
শুন সে ধনুর কথা, যথার্থ স্বরূপে যথা,
সম্প্রতি আমাতে শরাসন।
দেবরাত ইতি খ্যাত, মহীপতি তব জ্ঞাত
ছিলা পূর্ব্বে নিমির নন্দন॥
দক্ষযজ্ঞ নষ্ট কালে, মহাদেব মন্ত্রজালে,
শ্মাস ভূত করি ত্রিলোচন।
দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ করি, সন্তাপে ত্রিপুর অরি,
সুরগণে কহিলা তখন॥
ভাগার্থী অমর গণ, লইয়া দক্ষ অর্চ্চন,
মম ভাগ না করি কল্পন।
সেই হেতু সর্ব্ব অঙ্গ, ধনুতে করিব ভঙ্গ,
ভাগে হত হবে সর্ব্বজন॥
সাক্ষাতে সে অমঙ্গল, দেখিয়া নির্জ্জর দল,
বিশ্বনাথে করিলা প্রণাম।
প্রসন্ন হইয়া দক্ষে, দৃষ্টিপাতে দিব্য চক্ষে,
কর হর যজ্ঞ পরিণাম॥
দেব বাক্যে প্রীত হয়ে, ভঙ্গ দেব অঙ্গচয়ে,
পুনর্ব্বার করিয়া প্রদান।
যে যে অঙ্গ ভঙ্গ তায়, জুড়ে দেন পুনরায়,
কাশীপতি করিয়া কল্যাণ।
সেই দেব দেব ধনুঃ, আমার গৃহে কৃশানু,
কৃপা করি কয়েন অর্পণ।
অদ্যাপি সে শরাসনে, পূজা করি ভক্তিমনে,
করিলাম পূর্ব্ব নিবেদন॥
বলিষ্ঠা কন্যকা জ্যেষ্ঠা, দিব্য রূপা গুণে শ্রেষ্ঠা,
সীতা হতে সমুত্থিতা সীতা।
অযোনি সম্ভবা রমা, তুল্য রূপে অনুপমা,
বহু ভাগ্যে আমি তাঁর পিতা॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব নৃপ কুল, মম গৃহে সানুকূল,
উপনীত মন্দিরে আমার।
সীতার বরণ হেতু, কহে মহাবল সেতু,
দেহ সীতা সবে বারম্বার॥
সীতার বংশের কথা, আমি কহিলাম তথা,
যথার্থ শুনিয়া সর্ব্বজন।
তথাচ প্রার্থনা করে, দেখাইলে ধনুর্ব্বরে,
তুলিতে অশক্ত নৃপগণ॥
নির্ব্বীর্য্য দেখিয়া পরে, যাবতীয় নরবরে,
সীতা দিতে না করি স্বীকার।
এই রূপে যত রাজা, মহীমধ্যে মহাতেজাঃ,
পুরী আসি ঘেরিল আমার॥
প্রত্যেকে প্রবীণ রণে, পূর্ব্ব রোষ করি মনে,
মিথিলায় করিল প্রবেশ।
সম্বৎসর পরিপূর্ণ, মম বল করে চূর্ণ,
মহা রঙ্গে ভঙ্গ হৈল দেশ॥
সকলে বেষ্টন করে, ক্রুদ্ধ রাজ অনুচরে,
পরে আমি হয়ে অতি ক্ষীণ।
দেব দেব ত্রিলোচনে, আরাধিয়া আরাধনে,
দয়াবান দেব দেখে দীন॥

দিয়া চতুরঙ্গ বল, ভঙ্গ করি রণ স্থল,
সকলে করিল পলায়ন।
তারা অল্প বলবান, অল্পবীর্য্য অভিমান,
পূর্ণ মাত্র না সহিল রণ॥
পলাইলে নৃপকুলে, উমা পতি সানুকূলে,
সর্ব্বারম্ভে ভঙ্গ দিলা রণে।
সেই দিব্য শরাসন, করাব রামে দর্শন,
সলক্ষ্মণে আমার ভবনে॥
যদি দশরথ সুত, ধনুতে জ্যা দিয়া দ্রুত,
এই ধনু করেন চালন।
তবে সীতা গুণযুতা, অযোনি সম্ভবা সুতা,
রামচন্দ্রে করিব অর্পণ॥
জনক ঋষির বাক্য, অনুসারে সারে ঐক্য,
রচিত বাল্মীকি মহামুনি।
অষ্ট ষষ্টি সর্গ তায়, সমাপন ভব দায়,
মুক্তি পায় সাধুজনে শুনি॥
৬৮ সর্গঃ॥

পয়ার॥

রাজ বাক্য শুনিয়া কহিলা মুনিবর।
দেখাও শিবের ধনুঃ শ্রীরাম গোচর॥
সুরোপম জনক অমাত্য গণ প্রতি।
কহিলেন সেই ধনুঃ দেখাব সম্প্রতি॥
আন আন শরাসন সমীপে আমার।
জনকের আদেশে সমস্ত মন্ত্রিসার॥
[illegible] না কোদণ্ড তৎক্ষণে অনুচরে।
অষ্টশত নরে ধরে উদ্ধরে সত্বরে॥
মহা মহা বলবান রাজ বল গণ।
অষ্ট চক্র মঞ্জুষায় করে আনয়ন॥
আনিয়া ধূর্জ্জটি ধনুঃ কহে নৃপবরে।
আনিলাম শরাসন আজ্ঞা অনুসারে॥
দেখাও রাঘবে ধনুঃ ধরণীর পতি।
ভাস্বর ভাস্কর তুল্য যাহে মহাজ্যোতিঃ॥
অনন্তরে মুনিবরে শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
গৃহস্থিত ধনুঃ উপস্থিত সন্দর্শনে॥
উদ্ধারে অশক্ত যার অবনীপ গণ।
গুণ দিতে অশক্ত সুরেন্দ্র সুরজন॥
যক্ষ রক্ষঃ ভুজঙ্গ অক্ষয় বলিচয়।
উত্তোলনে গুণ দানে বিনা মৃত্যুঞ্জয়॥
শরাসন প্রপূরণে অশক্ত মানবে।
কি রূপে এ ধনুঃ রামে উদ্ধার সম্ভবে॥
সন্ধানে কি আকর্ষণে কিসে হবে শক্তি
আনিলাম তব আজ্ঞা পালন প্রসক্তি
রাজপুত্র উভয়ে করাও সন্দর্শন।
বিশ্বামিত্র শুনিলেন জনক বচন॥
অন্তরে প্রসন্ন তার অতি হৃষ্ট হয়ে।
কহিছেন বিশ্বামিত্র দাশরথি তয়ে॥
মহাবাহু দিব্য ধনুঃ করহ গ্রহণ।
জ্যারোপণে যত্ন কর শ্রীরঘু নন্দন॥
দেখ বৎস দিব্য চাপ কর আকর্ষণ।
শ্রুত পরে দ্রুত রাম মুনীন্দ্র বচন॥
ধনুঃ যথা তথা শীঘ্র করিয়া গমন।
বিশ্বামিত্রে কহিছেন মধুর বচন॥

এই ধনুঃ দেব পূর্ব্বে উমাই উপরে।
আরোপণে আকর্ষণ দেখাইব পরে॥
ইঙ্গিতে কহেন আজ্ঞা গাধির সন্তান।
এক করে করিলেন কার্ম্মুক উত্থান॥
দর্শন করেন তথা সদস্য সকল।
অবহেলে ধরিয়া গুণ দিলা মহাবল॥
হাস্য মুখে কৌতুকে করিয়া আরোপণ।
ধনুর্ভঙ্গে মন আশা করিল পূরণ॥
তদন্তর সেই স্থলে শব্দ অতিশয়।
বিশীর্ণ হইল যেন দিক্ সমুদয়॥
ধরাতে হইল যেন ঘোর বজ্রপাত।
গিরিশিরে যেন ইন্দ্র করিলা আঘাত॥
সেই রূপ মহা শব্দে পড়ে শরাসন।
মোহিত হইলা সর্ব্ব মনুপুত্র গণ॥
বিশ্বামিত্র মাত্র নহে অন্য রাজা যত।
নিকটস্থ সকলে বিস্ময়ে অভিভূত॥
মুনীন্দ্র সমীপে সবে করি কৃতাঞ্জলি।
বিশ্বামিত্রে বলিছেন যত মহাবলী॥
শুনিয়াছি পূর্ব্বে রাম দশরথ সুত।
পরে কর্ম্ম দেখিলাম অত্যন্ত অদ্ভুত॥
জানকী জনক কুলে সুকীর্ত্তি সঞ্চার।
করিবেন রামে পতি করিয়া স্বীকার॥
বীর্য্য পণ প্রদানে প্রতিজ্ঞা ফলবতী।
অবশ্য শ্রীরামে দান দিব সীতা সতী॥
প্রাণাধিক প্রিয়তমা জানকী আমার।
দান হেতু অনুমতি দেও পুনর্ব্বার॥
মিথিলা হইতে দূত অযোধ্যায় যায়।
বেগবন্ত অশ্ব পৃষ্ঠে ত্বরিয়া ত্বরায়॥

জানাইয়া যত বার্ত্তা নৃপ দশরথে।
মম পুরী প্রবেশ করেন শীঘ্র রথে॥
বীর্য্যশুল্কা সুতা দান প্রতিজ্ঞা সকল।
এই কথা নৃপতিকে কহ অবিকল॥
গুপ্তভাবে রাঘবে লইয়া মহামুনি।
আছেন জনকালয়ে এই বাক্য শুনি॥
আসিবেন অবশ্য আহ্লাদ যুক্ত মনে।
সন্তোষে সম্ভাষে সকল সাধুজনে॥
কৌশিক আদিষ্ট নৃপ শ্রেষ্ঠ শীঘ্র গতি।
উপস্থিত দূতে আজ্ঞা দিলা নরপতি॥
ত্বরান্বিত দূত গণ যাও অযোধ্যায়।
যথা শ্রুত দ্রুত আন নৃপে মিথিলায়॥
রামায়ণে আদিকাণ্ডে নৃপতি বচন।
একোন সপ্ততি সর্গে কোদণ্ড ভঞ্জন॥

৬৯ সর্গঃ।

লঘু ত্রিপদী॥

জনক আদেশে, রঘুবর দেশে,
সবাহনে চলে দূত।
পথে তিন দিন, হয়ে উদাসীন,
অযোধ্যায় গেল দ্রুত॥
প্রবেশিল পুরে, জানিলা নৃবরে,
দেখিল নরেন্দ্রে তারা।
নৃপতি সত্তম, প্রজা মনোরম,
বিচারে সত্য সুধারা॥
বৃদ্ধ মন্ত্রি গণে, অসংখ্য ব্রাহ্মণে,
বেষ্টিত যেন শোভাকর।
বশিষ্ঠ প্রভৃতি, মন্ত্রী মহামতি,
তাঁরা যথা শশধর॥

যথা সুরপতি, তথা বৃহস্পতি,
আশ্বাসে সুস্থির মনঃ।
সেই রূপে স্থিত, অধর্ম্ম লাঞ্ছিত,
স্বধর্ম্মে সর্ব্ব আচরণ ॥
লোকপাল সম, নৃপ মহত্তম,
লোকপালে প্রতিষ্ঠিত।
দেখি নৃপবরে, সুখী কলেবরে,
কৃতাঞ্জলি করে দ্রুত ॥
স্থির চিত্তে রহে, সাবধানে কহে,
লোক প্রিয় মধু বাণী।
বিদেহ রাজন, অতি মহাজন,
নৃপতি বিশেষ জ্ঞানী ॥
কুশল সংবাদ, দিয়া সাধুবাদ,
জিজ্ঞাসা অনুজ্ঞা করি।
দিলা পাঠাইয়া, আপনাকে নিয়া,
যাইতে মিথিলা পুরী ॥
অমাত্য সহিত, নিজ পুরোহিত,
সহযোগে তথা গতি।
সহচর গণে, অবাঞ্ছ গমনে,
পুনঃ পুনঃ চেষ্টা অতি ॥
সম্প্রতি কুশল, পূর্ব্ব সুমঙ্গল,
জিজ্ঞাসিয়া আপনায়।
কহিলা নৃপতি, মিষ্ট বাক্যে অতি,
দ্রুত চলিতে তথায় ॥
বিশ্বামিত্র মুনি, সহায়তা শুনি,
জানাইলা নৃপবর।
বীর্য্য শুল্কা রতী, খ্যাতা সীতা অতি,
সকলি তব গোচর ॥

হীন বীর্য্য যুক্ত, নৃপ সমুদয়
আছিলা প্রার্থক সবে।
সেই মম সুতা, গুণে মহাদ্ভুতা,
ধরণী সম্ভবা ভবে ॥
বিশ্বামিত্র স্থানে, আদেশ লইয়া
মিথিলা প্রবেশি রাম।
করি পরাজয়, নৃপ সমুদয়,
ধনুর্ভঙ্গে খ্যাত নাম ॥
হর ধনুঃ ধরি, মধ্যে ভঙ্গ করি,
নৃপে দেখাইব বল।
কহিলেন রাজা, বলে মহাতেজা
জনক মন্ত্র সকল ॥
দিব সীতা রামে, কিঞ্চিৎ বিরামে
মনো অভিরামে রামে।
এ শুভ সম্বন্ধ, করিতে নির্ব্বন্ধ,
আজ্ঞা দেহ আসি ধামে ॥
উপাধ্যায় সহ, স্বজন আমহ,
জয়ে পদাতিক বয়।
হয়ে ত্বরান্বিত, যাইতে উচিত,
নিবেদন নৃপবর ॥
করিতে সম্বন্ধ, যথার্থ নির্ব্বন্ধ,
নিজে প্রভু মহাশয়।
এই সমাচার, দিতে আপনার
ইহ আগমন হয় ॥
উভয় সন্তানে, কন্যা রত্ন দানে,
মনে করি মহাজন।
এই বাক্য পরে, কহিলা নৃবরে
সাধিতে অভিপ্রায় প্রয়োজন ॥

বিশ্বামিত্র মুনি, আজ্ঞা নৃপ শুনি,
সদানন্দ মতে স্থিত।
নৃপ দশরথ, পূর্ণ মনোরথ,
দূত স্থানে শ্রুত হিত॥
দূত মুখে বাণী, শুনি মহাজ্ঞানী,
নৃপমণি রঘুজাত।
অতি শীঘ্রগতি, বশিষ্ঠ প্রভৃতি,
সকলে করিলা জ্ঞাত॥
গোপনে কৌশিক, কি কব অধিক,
সঙ্গে করি মম সুত।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ, সহ মহাজন,
মিথিলায় গিয়া দ্রুত॥
দৃষ্ট বীর্য্য রামে, তথায় বিশ্রামে,
জনক প্রসঙ্গ যত।
সীতা সম্প্রদানে, সাধুবাদ জ্ঞানে,
পাঠাইলা নৃপ দূত॥
যদি হয় রুচি, তিনি অতি শুচি,
জনক ধরণী পতি।
সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধে, যাইব স্বচ্ছন্দে,
মিথিলাতে শীঘ্রগতি॥
ভাল ভাল বলি, শুনিয়া সকলি,
আজ্ঞা দিলা দ্বিজ গণ।
বশিষ্ঠ প্রভৃতি, হৃষ্ট হয়ে অতি,
প্রফুল্ল নৃপতি মনঃ॥
কল্য যাত্রা হবে, আজ্ঞা দিলা সবে,
গমন হইল স্থির।
রজনী সংযোগে, রহিলা সুযোগে,
দূতগণ হয়ে ধীর॥

পরম সৎকারে, নৃপ ব্যবহারে,
আলয়ে রাখিলা তথা।
নৃপ অনুচর, স্বকর্ম্ম তৎপর,
পক্ষী পক্ষ ঢাকা যথা॥
এই রামায়ণে, সূতের বচনে,
সপ্ততি সংখ্যক সর্গ।
অমৃত সমান, রাম গুণ গান,
পান কর সাধু বর্গ॥
৭০ সর্গঃ॥

পয়ার॥

সেই রাত্রি সুপ্রভাতে সভাতে রাজন।
উপস্থিত মনোনীত উপাধ্যায় গণ॥
নরবর লক্ষ্মীধর সুমন্ত্রের প্রতি।
সমাখ্যান মতিমান্ কহেন সম্প্রতি॥
অদ্য মুখ্য ধনাধ্যক্ষ আনি ব্যারে ধন।
কৃতযত্ন মহারত্ন আন বহু জন॥
চতুরঙ্গ সতুরঙ্গ সেনা সহকারে।
পথ বিজ্ঞ আজ্ঞাবহ সংযোগানুসারে॥
বশিষ্ঠ বিশিষ্ট বামদেব মহাজন।
জাবালি কাশ্যপ ভৃগু আর কাত্যায়ন॥
মার্কণ্ডেয় মৃত্যুঞ্জয়ি আদি যত জন।
সঙ্গে রঙ্গে যাইবেন রথে আরোহণ॥
কাল গত যেন তথা না হয় কিঞ্চিত্।
ত্বরান্বিত উপস্থিত চিন্তা কর হিত॥
এই বাণী মহাজ্ঞানী শুনি মন্ত্রি শ্রেণী।
আনে সেনা সর্ব্বজনা চতুর্থা রঙ্গিণী॥

রাজ ঋষি মহা ঋষি নৃপতি সহিত ।
উপদেশে পুষ্ট দেহ ছিলা উপস্থিত ॥
চারি দিকে দিকে দিকে বেগবন্ত ধায় ।
অহোরাত্র চলে যায় পুরী মিথিলায় ॥
দেখে পরে মনোহর জনকের পুর ।
শোভাকর শোভাকর প্রভাকর পুর ॥
পরে নরবরে শীঘ্র সংবাদ জানায় ।
দূত মুখে শুনি সুখে নৃপতি ত্বরায় ॥
সতানন্দ সহ আসি দশরথ স্থানে ।
বিবিধ প্রকার পূজা করিলা সম্মানে ॥
এই রাজা দশরথ সুপ্রবীণ তর ।
পরিচয়ে প্রিয়োদয়ে তুষ্ট নৃপবর ॥
জনক কহিলা নৃপ সুখে আগমন ।
দেখিলাম মম গৃহে পুণ্য উদ্দীপন ॥
পুত্র দ্বয়ে নিরখিয়া হইবেন প্রীত ।
বশিষ্ঠ আমার পুণ্যে পুরে অধিষ্ঠিত ॥
সর্ব্ব মুনিগণ সহ শতক্রতু প্রায় ।
পুণ্যে প্রাপ্ত মার্কণ্ডেয় আদি সমুদায় ॥
শুভোদয় সর্ব্ব বিঘ্ন নিঘ্ন নৃপবর ।
পবিত্র আমার কুল পূজিত বিস্তর ॥
বিখ্যাত সদ্গুণ যুক্ত রঘুবংশ বীর ।
তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ করে স্থির ॥
অদ্য মম জন্ম কর্ম্ম আসিল সকলে ।
হইলাম অদ্য পূজ্য অবনী মণ্ডলে ॥
রাজঋষি তোমা সহ সম্বন্ধ কারণ ।
সবান্ধবে সৎকার আমার তপোধন ॥
এই সব মহর্ষি গমনে বিশেষতঃ ।
আপনি পবিত্র তর অতি আপ্যায়িত ॥

স্বপ্রভাবে মহারাজ কর নির্ব্বাহ ।
যজ্ঞের সমস্ত কর্ম্ম করি সমাপন ॥
অনন্তর রঘুবর সবাকার উদ্বাহ ।
যদ্যপি আমার কৃপাদৃষ্টে নৃপ চাহ ॥
জনক বচনে তুষ্ট বিশিষ্ট রাজন ।
বশিষ্ঠাদি মধ্যস্থেন করিলা বচন ॥
জানিবে জনক সত্য মিথিলা ঈশ্বর ।
দাতা আর গ্রহীতা নির্ব্বন্ধ পূর্ব্বাপর ॥
তথাচ গ্রহীতা হয় দাতা বশীভূত ।
যা কহিবে করিব অন্যথা নহে কভু ॥
যে স্থানে যে কালে কন্যা করিবে প্রদান ।
সেই কালে আমি কর্ত্তা করিব সন্ধান ॥
প্রতি রূপ সুধাময় স্বরূপ বচন ।
পাইয়া পরম প্রীত জনক রাজন ॥
কুশলজ্ঞ মহাবিজ্ঞ জনক নৃপতি ।
নৃপবাক্যে সানন্দ হইয়া মহামতি ॥
পরে পরস্পর মুনিগণ সমাগমে ।
রহিলা মহর্ষি তথা বিশিষ্ট সম্ভ্রমে ॥
পুণ্য কথা শ্রবণ কীর্ত্তন নিশাকালে ।
পরস্পর পরিতোষে মিষ্ট বাক্য জালে ॥
বিশ্বামিত্র দর্শনে পবিত্র কলেবর ।
প্রণত পদারবিন্দে রঘুবংশ ধর ॥
কহিলেন বন্দনা করিয়া দশরথ ।
পবিত্র করিলা দৃষ্টে পূর্ণ মনোরথ ॥
মহাপ্রীতে কহিলা বশিষ্ঠ মুনি পরে ।
শুভ কর্ম্মে সুপবিত্র তুমি নৃপবর ॥
এই রাম পুত্র হতে সুকর্ম্মের ফলে ।
দেবের সম্মত পুজ্য তুমি ভূমিতলে ॥

এই রূপে জনকে লক্ষ্মণ সহিত।
পাঠাইলে আমার পশ্চাতে ভাবি হিত॥
ভ্রাতৃসহ সুদুর্দশী কমললোচন।
মুনি মুখে শুনি শ্রীত্র্যম্বকের ভঞ্জন॥
আলিঙ্গন দিয়া রাজা উত্তর সন্তানে।
সংপ্রাপ্ত পরম প্রীতি চন্দ্রাস্য চুম্বনে॥
পিতৃ পদে প্রণতি করিয়া রঘুবর।
প্লাবিত আনন্দ জলে সর্ব্ব কলেবর॥
পরে রাম বলভান লক্ষ্মণ সহিত।
বশিষ্ঠাদি গুরুগণ বন্দিলা বিহিত॥
তাঁরা সবে রাঘবে করিয়া নিজ অঙ্কে।
দুগ্ধ সিন্ধু হতে যেন পাইলা শশাঙ্কে॥
ক্রমে ক্রমে যথা ক্রমে করিয়া বন্দনা।
করিলেন রাঘবের প্রশংসা বর্ণনা॥
আলিঙ্গন চুম্বন ধারণ করদ্বয়।
উচিত জিজ্ঞাসা বাদ পরস্পরে হয়॥
ভরত ধর্ম্মাত্মা শ্রীশত্রুঘ্ন সহকারে।
শ্রীরাম পদারবিন্দ বন্দিলা সৎকারে॥
শ্রীরঘুনন্দন পরে আলিঙ্গন করি।
পরিতুষ্ট মহাহৃষ্ট আনন্দিত হরি॥
সুলক্ষণ লক্ষ্মণ নীতিজ্ঞ মহাশয়।
বন্দিলেন বিহিত ভরত পদদ্বয়॥
নতশিরে ধরাগত সুমিত্রা নন্দন।
কোলে করি ভরত করিলা আলিঙ্গন॥
দশরথ মনোরথ পূর্ণ পরিচয়ে।
তারে সুত চতুষ্টয় সর্ব্বথ কুতয়ে॥
হৃষ্টমনে রজনীবঞ্চেন মিথিলায়।
ক্রিয়া বর্দ্দে ধর্ম্মাত্মা জনক অবস্থায়॥
নৃপতি উচিত কর্ম্ম করি সমুদয়।
সেই রাত্রি সুপ্রভাত পর্য্যন্ত আলয়॥
রামায়ণে শ্রীরাম চরিত বাল্য লীলা।
দশরথ জনকের সম্বন্ধ মিথিলা॥
সাঙ্গোপাঙ্গ একাধিক সাপ্ততিক সর্গ।
শ্রীরাম কীর্ত্তন কথা শুন সাধুবর্গ॥

৭১ সর্গঃ।

ত্রিপদী।

নিশাকর শোভা গতে, প্রভাকর প্রভাগতে,
জাগিয়া জনক নৃপবর।
কৃত কৃত্য পূত চিত্ত, ডাকিলা অমাত্য ভৃত্য,
সতানন্দ প্রভৃতি সত্বর॥
সতানন্দ সম্বোধিয়া, সাধুবাদে সন্তোষিয়া,
কহিলেন মধুর বচন॥
অনুজ শ্রীমান মম, বীর্য্যবান প্রিয়তম,
কুশধ্বজ বিখ্যাত যে জন।
সাঙ্কাস্য স্বর্গ সঙ্কাশ, সেই পুরে তাঁর বাস,
পুরীপুষ্প বিমান সমান॥
ইক্ষুমতী নদী নীর, পর্য্যন্ত সমস্ত তীর,
অট্টালিকা ব্যাপিত নির্ম্মাণ॥
শীঘ্র মম অনুজ্ঞায়, দূত পাঠাইয়া তায়,
আনাও আপনি মহামতি।
ইন্দ্র আজ্ঞা অনুসারে, বিষ্ণুদেবে আনিবারে,
অনুমন্তা যথা বৃহস্পতি॥
আপন শাসন স্থান, পরিহরি বুদ্ধিমান,
আসিবেন আজ্ঞায় আমার।
উপস্থিত হয়ে ভ্রাতা, অবশ্য আমারে হেথা,
করিবেন যোগ্য পুরস্কার॥

পরে সাঙ্কাশ্য নগরে, উপস্থিত অনুচরে,
কুশধ্বজ শুনিয়া সম্বাদ।
মিথিলা নগরে আসি, জনকনিকট বাসী,
সম্ভাষিলা খণ্ডিল বিষাদ॥
জনক ভ্রাতৃ বৎসল, বন্দি তাঁর পদতল,
সতানন্দে করি নমস্কার।
নৃপতির অনুজ্ঞায়, রাজ যোগ্যাসন তায়,
অধিষ্ঠান উপরে তাহার॥
এক স্থানে অবস্থান, দুই মহা মতিমান,
আজ্ঞা দিলা তথা অনুচরে।
মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ গুণবর, সুদামা আখ্যান ধর,
দশরথে আনহ সত্বরে॥
সবান্ধব পুরোহিতে, আনিবে আমার হিতে,
শ্রুত মাত্র দ্রুত মন্ত্রী যান।
নৃপতি নিকটে গিয়া, পদদ্বয়ে প্রণমিয়া,
করিলেন তাঁহাকে আহ্বান॥
ঈক্ষাকু কুলনন্দন, পদে করি নিবেদন,
আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষিত।
শীঘ্র তর মহাশয়, চল তথা সমুদয়,
পুত্র বন্ধু সহ পুরোহিত॥
মন্ত্রিবর বাক্য শুনি, দশরথ নৃপমণি,
ঋষিশ্রেণী সহ বন্ধুগণ।
যথা মিথিলাধিপতি, তথা নৃপ শীঘ্রগতি,
আসি উপনীত মহাজন॥
জনক নৃপতি প্রতি, কহিলেন মহামতি,
এই বাক্য বাক্য বিশারদ।
ঈক্ষাকু কুলবিস্তার, বিদিত আছে তোমার,
বিশেষে ঐবেদেহ নৃপবর॥

ধর্মকার্য্যে বক্তা অতি, বশিষ্ঠ সুমহামতি,
বিশ্বামিত্র প্রভৃতি আজ্ঞায়।
সকলের অনুমতি, সর্ব্বজ্ঞ অত্র সম্প্রতি,
বর্ত্তমান বশিষ্ঠ সভায়॥
বলিবেন বংশাবলী, সবে ক্ষান্ত হইয়া বলি,
মহাবলী দশরথ ক্ষান্তে।
মৌন ভাবে দশরথ, প্রকাশিয়া কুলপথ,
কহিলেন বশিষ্ঠ জনকে॥
শুন বলি ধর্মনীত, জনক সপুরোহিত,
অবধান যথা শ্রুত কথা।
আকাশে উৎপন্ন ব্রহ্মা, এই সর্ব্ব সৃষ্টিকর্ম্মা,
নিত্য স্থির যথাক্রম তথা॥
ব্রহ্মসুত গুণাম্বুজ, মরীচি মুনি বিখ্যাত,
তৎসুত কশ্যপ মহাশয়।
কশ্যপের অংশে হন, অঙ্গিরাখ্য মহাজন
তদংশে প্রচেতা জন্ম হয়॥
প্রচেতার পুত্র মনু, ঈক্ষাকু তদঙ্গ জনু,
অযোধ্যার আদি নৃপবর।
ঈক্ষাকুর পুত্র কুক্ষি, তৎসুত নাম বিকুক্ষি,
শ্রীমান ধীমান গুণাকর॥
বিকুক্ষির পুত্র বেণু, অনরণ্য বেণু জনু,
পৃথু রাজ অনরণ্য সুত।
পৃথু পুত্র মতিমান, ত্রিশঙ্কু যাঁর আখ্যান,
তাঁর কীর্ত্তি অশ্রুত অদ্ভুত॥
ত্রিশঙ্কু পুত্র বিস্তার, মহাযশা ধুন্ধুমার,
যুবনাশ্ব তাঁহার তনয়।
মান্ধাতা পৃথিবীশ্বর, যুবনাশ্ব পুত্র বর,
সুসন্ধি তাঁহার অংশ ময়॥

সুসন্ধির দুই সুত, ধ্রুব সন্ধি পূর্ব্ব জাত,
প্রসেনজিৎ দ্বিতীয় নন্দন।
যশো নিধি তেজোময়, ধ্রুব সন্ধি মহাশয়,
তদ্বংশে ভরত মতিমান॥
অসিত তাঁহার পুত্র, ধর্ম্মশীল ধর্ম্মসূত্র,
বাহু রাজা অসিত তনয়।
হৈহয় অসুর গণে, পরাজিলা যিনি রণে,
বিখ্যাত তাঁহার গুণ চয়॥
গর্ব্ভবতী গৃহে নারী, রাখিয়া অরণ্য চারী,
বাহু নৃপ বহু কথা তার।
সপত্নী গরল দানে, সেই গর্ব্ভ বিনাশনে,
তাহে গর্ব্ভ দৈবে রক্ষা পায়॥
অনন্তরে বনান্তরে, বিস্তর ভ্রমণ পরে,
ঔর্ব্বের আশ্রমে নরবর।
কিছুকাল করি বাস, পরে পান স্বর্গবাস,
ত্যজিয়া মানব কলেবর॥
ভর্ত্তার মরণে সতী, শোকার্ত্তা হইয়া অতি,
চিতা সজ্জা করি গুণবতী।
দেখিয়া বরণোত্তমা, বাহু রাজ মনোরমা,
নিবেধিলা ঔর্ব্ব মহামতি॥
না কর এমন কর্ম্ম, রক্ষা পাবে সতী ধর্ম্ম,
হবে পুত্র রাজচক্রবর্ত্তী।
ঔর্ব্ব বাক্য করি সার, চিতা না প্রবেশি আর,
রাখিলা কুমার কুলবর্ত্তী॥
পতির মৃতাদি কার্য্য, সমাপিয়া অনিবার্য্য,
যতসাধ্যি সহিলেন সতী।
সপ্ত বর্ষ অনন্তরে, পতি শোকাতুরা পরে,
পুত্র পান সেন প্রজাপতি॥

গরলেতে বাঁচি প্রাণে, জন্মিলা গরল সনে,
সগর হইল সমাখ্যান।
অসমঞ্জা সুত তাঁর, অংশুমান সুকুমার,
অসমঞ্জা পুত্রের প্রধান॥
খ্যাত অংশুমান সুত, দিলীপ নৃপতি জাত,
দিলীপ নন্দন ভগীরথ।
যে জন জাহ্নবী আনি, ধরাতে পরম জ্ঞানী,
করিলেন পূর্ণ মনোরথ॥
সাগর গামিনী গঙ্গা, ভক্তাধীনা ভব ভঙ্গা,
ভগীরথ ভক্তিভাবে তাঁয়।
তজ্জল নির্ব্বাণ মূল, তাহে উদ্ধারিলা কুল,
মুনি শাপে ভস্মীভূত কায়॥
ভগীরথ নৃপ অংশ, কাকুৎস্থ কাকুৎস্থ বংশ,
রঘু রাজ বিদিত ভুবন।
রঘু সুত বর বৃদ্ধ, প্রবৃদ্ধ বিজ্ঞান সিদ্ধ,
প্রবৃদ্ধ সন্তান মহাজন॥
কল্মাষ পাদ ভূপতি, তদ্বংশে জন্ম সুমতি,
খলরাজ তাহে সুদর্শন।
সুদর্শন সুকুমার, অগ্নি বর্ণ নাম যাঁর,
তাঁর পুত্র শীঘ্রগ গণন॥
শীঘ্রগ তনয় মনু, জ্ঞানী দাতা পুণ্য তনু,
মনু পুত্র প্রশুশ্রুক নাম।
তাঁর পুত্র অম্বরীষ, যাঁর প্রভু জগদীশ,
তদ্বংশে নহুষ গুণধাম॥
তৎসুত মাঝে যযাতি, অযোধ্যাদি নরপতি,
নাভাগ নামক পুত্র তাঁর।
নাভাগের পুত্র অজ, অজপুত্র কুলধ্বজ,
দশরথ সম্মুখে তোমার॥

নৃপতির সুতনয়, শ্রীরাম লক্ষ্মণ দ্বয়,
কহিলাম পরিচয় সার।
আমনু পর্য্যন্ত বংশ, শুদ্ধ সত্ত্ব নৃপ অংশ,
সবে মহারথী সুবিস্তার॥
কাকুৎস্থ ঈক্ষাকু পর, সগর রঘু প্রবর,
উদার চরিত ধর্ম্মশীল।
অব্ধি সম সুপালনে, সুসমান গুণ গণে,
দুই বংশ বিদিত অখিল॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ জন্ত, নৃপ কুল অগ্রগন্য,
তোমার তনয়া দুই জন।
প্রার্থনা করি নৃপতি, কন্যা বরে শুদ্ধ অতি,
অনুমতি করহ রাজন॥
মুনিবাক্য শ্রুতিমতে, জনক ক্ষণেক গতে,
সুহৃদয়ে কহিলেন পাছে।
মম কুল সমুদয়, সুবিস্তার মহাশয়,
শ্রবণে অপেক্ষা মাত্র আছে॥
কন্যাদানে ব্যক্ত কুল, উভয়ের মূল মূল,
ব্যাখ্যান উচিত মহাশয়।
নাম বিত্ত কর্ম্ম শীল, বিদিত হয়ে অখিল,
সেই কর্ম্ম শোভান্বিত হয়।
রামায়ণে আদিকাণ্ডে, বাল্যলীলা সুধাভাণ্ডে,
কন্যা বরণাখ্য স্বাদু সর্গ।
ভবার্ণব পারসেতু, দ্বিসপ্ততি সংখ্যা হেতু,
বিস্তার শুনিলে সাধুবর্গ॥

৭২ সর্গঃ।

পয়ার।

অনন্তর কহিছেন জনক বচন।
দশরথ বশিষ্ঠে করিয়া সম্বোধন॥
ত্রিভুবনে তেজস্বী স্বকীয় কর্ম্ম বলে।
পরম ধর্ম্মাত্মা নিমি রাজা ভূমিতলে॥
সত্ত্বগণে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ তাঁহার তনয়।
মিথি নাম নৃপতি জগতে পরিচয়॥
জনক নামক নৃপ মিথির সন্তান।
জনকের পুত্র উদাবসু সমাখ্যান॥
তৎসুত প্রথিত লোকে শ্রীনন্দিবর্দ্ধন।
সুকেতু নৃপতি তাঁর সুত মহাজন॥
তস্য পুত্র দেবরাত নৃপ মহাবল।
তদাত্মজ বৃহদ্রথ বিখ্যাত মণ্ডল॥
বৃহদ্রথ সুত মহাবীর্য্য বলবান।
মহাবীর্য্য সন্তান সুধৃতি ধৃতিমান॥
সুধৃতির পুত্র ধৃষ্টকেতু ধর্ম্মশীল।
হর্য্যশ্ব তদীয় সুত বিখ্যাত অখিল॥
হর্য্যশ্বের পুত্র মরু প্রসিদ্ধ তৎসুত।
প্রসিদ্ধ তনজ কৃত্তিরথ ধর্ম্মপূত॥
কৃত্তিরথ পুত্র দেবমীঢ় মহাবল।
বিবুধ তাঁহার পুত্র সমরে অটল॥
তৎসুত অন্ধক নৃপ তৎসুত শ্রীমান।
কৃত্তিরাত সুবিখ্যাত নৃপতি প্রধান॥
কৃত্তিরাত সন্তান বিখ্যাত কৃত্তিরোমা।
কৃত্তিরোমা সুত সুবিশ্রুত স্বর্ণ রোমা॥
হ্রস্বরোম তৎসুত নৃপতি মহাবলী।
তস্য বংশ শ্রেষ্ঠ অংশ বিস্তারিয়া বলি॥

আমি আর কুশধ্বজ অনুজ আমার।
ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে করি রাজত্ব প্রচার॥
যৌবরাজ্যে রাজা করি দুই সহোদরে।
রাজ্যত্যাগী পিতা মম গত বনান্তরে॥
স্বর্গ গত হলে পিতা পরে ভ্রাতৃবর।
নিজাঙ্গ সমানে করি চক্ষুর গোচর॥
কিছুকাল তার শোকে দুঃখী মম প্রাণ।
সাঙ্কাস্য নগর হতে এক বলবান॥
সুধন্বা নামক সে পাতকী মম পুরে।
মিথিলা নগর রোধে থাকিয়া অদূরে॥
আমার নিকটে দূত করিল প্রেরণ।
তোমার গৃহেতে আছে দিব্য শরাসন॥
অর্চ্চনা করিব আমি দেহ ধনুঃ দান।
অপ্রদানে কর যুদ্ধ অনর্থ বিধান॥
মহাবল গর্ব্বিত খর্ব্বিত হয় শরে।
সমরে সে মরে পরে মহাযুদ্ধ করে॥
সুধন্বাকে শমন ভবনে পাঠাইয়া।
সাঙ্কাস্য নগরে মম অনুজে পাইয়া॥
কুশধ্বজে সেই রাজ্যে অভিষিক্ত করি।
বীর্য্য দর্প সুপ্রভাবে বিনাশিয়া অরি॥
সেই এই কুশধ্বজ আমার কনিষ্ঠ।
মম বশীভূত পূত বিক্রান্ত ধর্ম্মিষ্ঠ॥
ইঁহার দুহিতা দ্বয় আছে বর্ত্তমান।
তাহাদিগে এই সঙ্গে করিব প্রদান॥
সীতা মম কন্যা রামচন্দ্রে দিব দান।
ঊর্ম্মিলা লক্ষ্মণে দিব শুন গুণবান॥
বীর্য্য শুল্কা সুতা মম দেবকন্যা সমা।
অযোনিসম্ভবা সীতা জনমনোরমা॥
হলমুখে ক্ষেত্র হতে সমুৎপন্না সীতা।
সেই সীতা দান দিব রামে বলার্জ্জিতা॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ উভয়ের সুকল্যাণে।
দ্বিজে দেখে গোপ্রদান কর সুবিধানে॥
পিতৃ শ্রাদ্ধ মঙ্গলাদি করিয়া বিধান।
পরে বৈবাহিক কৃত্য কর সমাধান॥
অদ্য মহারাজ মঘা দার কর্ম্মে উক্ত।
পশ্চাতে ফল্গুনী কল্য হবে নহে যুক্ত॥
রামায়ণে জনক আখ্যান আদিকাণ্ডে।
ত্রিসপ্ততি সর্গ পরিপূর্ণ সুধাভাণ্ডে॥

৭৩ সর্গঃ।

ত্রিপদী॥

শুনি জনকের উক্তি, বিশ্বামিত্র করি যুক্তি,
কহিছেন মধুর বচন।
বশিষ্ঠ মুনি সহিত, যথাযোগ্য রাজনীত,
সুবিহিত করিয়া রচন॥
উভয়ে সমুদ্র সম, সুগভীর মনোরম,
সৎকুল ইক্ষাকুবংশ খ্যাত।
তৎসম জনক কুল, সুপবিত্র কুশমূল,
নিষ্কলঙ্ক মহাবংশ জাত॥
সমান সম্বন্ধ যোগ, না হইবে অনুযোগ,
মম মতি এই নৃপবর।
সীতা আর ঊর্ম্মিলার, রূপে গুণে তুল্যাধার,
শ্রীরাম লক্ষ্মণ মনোহর॥
বক্তব্য ইহাতে নাই, কুশধ্বজ তুল্য ভাই,
তব মহা শূর সত্যজ্ঞানী।
ইহাঁর তনয়া দ্বয়, অপ্রতিম রূপচয়,
তদর্থ বরণ মহামানী॥

ধর্ম্মতঃ ভরত হেতু, শত্রুঘ্ন সুধর্ম্ম সেতু,
তদর্থে করিয়া নিরূপণ।
বধূদ্বয় হয় পরে, দান হেতু রঘুবরে,
এই মম প্রার্থনা রাজন॥
দশরথ নৃপ সুত, চতুষ্টয় সুবিশ্রুত,
পৌরুষ অপরিমিত ধরে।
বীর লোকপাল সম, সর্ব্বে সত্ত্ব পরাক্রম
এজন্য উচিত হয় বরে॥
তোমারে বরণ করি, শুন হে নৃপ কেশরী,
রঘুকুল তুল্য কুলাচারী।
প্রভাবে সমান তুমি, উভয়ে পবিত্র ভূমি,
তবানুজ সম দণ্ডধারী॥
ইক্ষ্বাকু স্বধর্ম্ম শীল, বিখ্যাত মিথিলাখিল,
অতিশয় পবিত্র চরিত্র।
কহিলেন মুনিবর, বিশ্বামিত্র মিষ্টতর,
বাক্য শুনি জনকে পবিত্র।
বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের, সুসম্মতি সকলের,
বুঝিলেন জনক নৃপতি।
কৃতাঞ্জলি নৃপবর, কহিছেন মিষ্ট স্বর,
প্রত্যুত্তর মুনি দ্বয় প্রতি॥
উভয় সম্মত কুল, বর্ণন করিলে স্থূল,
যা কহিলে তাই নিরূপণ।
কুশধ্বজ সুতাদ্বয়ে, দিব দশরথান্বয়ে,
ভরতে প্রথমা কন্যা ধন॥
অপরা ভ্রাতৃ তনয়া, যদ্যপি করেন দয়া,
শত্রুঘ্নে করিব সমর্পণ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দ্বয়, শত্রুঘ্ন ভরতোভয়,
দেবতা স্বরূপ সর্ব্ব জন॥

ইচ্ছা করি পুনঃ পুনঃ, সম্বন্ধ প্রীতিবর্দ্ধন,
চারি জন শ্রীরঘুনন্দন।
রাজকন্যা চারি জনে, পাণিগ্রহ এক দিনে,
করেন প্রার্থনা মুনিগণ॥
কহেন বশিষ্ঠ মুনি, পরাহে পূর্ব্ব ফল্গুনী,
ভগদেব ঋক্ষ প্রশংসিত।
বিবাহে প্রশস্ত হয়, শাস্ত্রমতে শুভ কয়,
মহারাজ ইহাই বিহিত॥
জনক কহেন বাণী, করপুটে কিবা আমি,
শিষ্য আমি উচিত যা হয়।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আদি, চতুষ্টয়ে যথাবিধি,
বর ধর্ম্ম করিয়া আশ্রয়॥
এই চারি মুখ্যাসন, ইহাতে রঘুনন্দন,
অধিষ্ঠান ক্রিয়া যোগ্য সবে।
মহামাত্য সহ বলে, অবস্থান এই স্থলে,
সকলে করুন কৃপা তবে॥
আমার বিষয় যত, প্রভু তাহে দশরথ,
তোমরা সকলে বিষ্ণুসম।
বিষয় যে সমুদয়, রাজ্য অশ্ব ধনচয়,
সকলের ঈশ্বর সত্তম॥
সকলের যাহে প্রীতি, অস্মায় আমার প্রতি,
সেই রূপ কর যথামত।
জনকের মিষ্টবাক্য, পরে সর্ব্ব কর্ম্মাধ্যক্ষ,
কহিলেন রাজা দশরথ॥
হৃষ্ট হয়ে মহামানী, মহারাজ ধর্ম্মজ্ঞানী,
হাস্য মুখে মৃদু মধুরব।
সুপ্রিয় সম্বন্ধি কথা, সুস্নিগ্ধ সুপ্রীতি যথা,
সেই রূপ কহেন রাঘব॥

তোমার সর্ব্বস্ব স্বামী, নৃপতি এক্ষণে আমি,
তুমি মম আমি তব স্থির।
যে কিছু আছে তোমার, সকলি বটে আমার,
সত্য কথা কহিলে সুধীর॥
বিশ্বামিত্র আদি যত, মুনিগণ ইহাগত,
উভয়ের কর্ত্তা পরাৎপর।
তোমাতে প্রণয় বন্ধ, সর্ব্বভাবে সুসম্বন্ধ,
করিলেন পঞ্চাল ঈশ্বর॥
আমরা তোমার প্রীতি, জন্মাইব যথানীতি
ইহাতে কি আছে অন্যথার।
অসংখ্যেয় গুণধর, জ্ঞানী দুই সহোদর,
তোমরা ঈশ্বর মিথিলার॥
সুপ্রিয় সম্বন্ধি লাভ, পাইয়া পূজিত ভাব
হইলাম লোকে সুপূজিত।
তোমার মঙ্গল হয়, সংসারে সুযশঃ রয়,
কর্ম্মালয়ে গমন উচিত॥
করিতে গোদান কর্ম্ম, সাধিতে অপর ধর্ম্ম
বৃদ্ধি উপযুক্ত কালাগত।
ইহাতে অনুজ্ঞা হয়, শীঘ্রগতি মহাশয়,
এ কার্য্যেতে আমরা সম্মত॥
এই রূপ অভিমত, করিলেন দশরথ,
শ্রবণে মিথিলা পতি পরে।
বশিষ্ঠাদি মুনিগণে, অগ্রে করি স্বভবনে,
চলিলেন কর্ম্মার্থ সত্বরে॥
গৃহে গিয়া মহাজন, শ্রাদ্ধ কর্ম্ম সমাপন,
পুত্রের কল্যাণে বুদ্ধিমান।
উত্তর গোধন লক্ষ, সংখ্যায় প্রদান দক্ষ
দ্বিজগণে করিলা প্রদান॥
ব্রাহ্মণে বিলান ধন, প্রতি পুত্র অর্থে মনঃ
পৃথক্ পৃথক্ তথা দান।
দুগ্ধবতী অতিশয়, সহিতে সুবৎস চয়,
চারি লক্ষ লক্ষণে সমান॥
সুবর্ণে মণ্ডিত শৃঙ্গ, সুসজ্জা সজ্জিত অঙ্গ,
কাম রূপা কাংস্যের দোহনা।
অন্য ধন বহুতর, দ্বিজে দিলা নৃপবর,
রঘুবর সুন্দর সুমনাঃ॥
সন্তান কল্যাণে দান, দিয়া রাজা পুণ্যবান,
পুত্র সহ করিলা বিরাজ।
লোকপাল গণ সহ, যথা শোভা পিতামহ,
সেই রূপ স্বপুত্র সমাজ॥
অমর গণে বেষ্টিত, পুরন্দর প্রতিষ্ঠিত,
সুপ্রীত সুমনাঃ যথা হর্ষ।
সেই রূপ সুহর্ষিত, নৃপ ধর্ম্ম আকর্ষিত,
অবনীপ অখিল উৎকর্ষ॥
আদিকাণ্ডে রামায়ণে, গোধন ধনাদি দানে,
বেদাধিক সপ্ততিক সর্গ।
শুন সর্ব্ব সাধুগণ, হইয়া সুস্থির মনঃ,
সাধন হইবে চতুর্ব্বর্গ॥

৭৪ সর্গঃ॥

পয়ার॥

যে দিবসে গোদান করেন নৃপবর।
সেই দিন সেই স্থানে নৃপ গুণাকর॥
কেকয় রাজার পুত্র নাম যুধাজিত্।
ভরতের মাতুল আসিয়া উপস্থিত॥
দর্শন করিয়া নৃপ জিজ্ঞাসি কুশল।
আলিঙ্গন করিলেন মঙ্গলে মঙ্গল॥

প্রণাম করিয়া যুধাজিত মহা বল।
জিজ্ঞাসিলা ভূপতিকে সমস্ত কুশল॥
তব সন্দর্শনে তব মঙ্গলে মঙ্গলী।
আছেন কেকয়পতি সর্ব্বার্থে কুশলী॥
যাহাদের কুশলে কুশল অতিশয়।
তাহাদের ভদ্র কহ শুনি মহাশয়॥
অত্যন্ত বাসনা তব ঐশ্বর্য্য দর্শনে।
সবান্ধবে দেখিতে এসেছি হৃষ্টমনে॥
আপনার পুরী পরিহরি অযোধ্যায়।
আসিয়া অবনীপতি না দেখি তোমায়॥
শুনিলাম কোশলায় কুশল কথন।
মিথিলায় মহারাজ সহামাত্য গণ॥
দেখিবারে আসিলাম হয়ে ত্বরাবান।
মহাঋদ্ধি বৃদ্ধি কর্ম্ম সিদ্ধি সমাধান॥
যুধাজিতে সুপ্রীতে নৃপতি দশরথ।
প্রিয়াতিথি গমনে সম্পূর্ণ মনোরথ॥
দৃষ্টমাত্র হর্ষ গাত্র পরম সৎকার।
যথাযোগ্য পূজা নৃপ করিলা তাঁহার॥
সেই রাত্রি সমাধানে সপুত্র ভূপতি।
বশিষ্ঠাদি অগ্রে করি যজ্ঞে ত্বরা গতি॥
উপযুক্ত বৈবাহিক মুহূর্ত্ত উদয়।
অপূর্ব্ব অম্বর ভূষা ভূষিত নিশ্চয়॥
পুত্র চতুষ্টয়ে করি কৌতুক মঙ্গল।
পুত্র সহ দশরথ উত্তম উজ্জ্বল॥
বশিষ্ঠ প্রভৃতি অতি মহামতি গণে।
অগ্রে করি অবতরি জনক সদনে॥
যথাযোগ্য আসনে হইয়া অধিষ্ঠান।
মিথিলাধিপতিকে কহিলা বুদ্ধিমান॥
ভূপতি ভদ্র তোমার সম্প্রতি ভবনে।
সভা মধ্যে আসিয়াছি সপুত্র সগণে॥
আমাদের শুভ চিন্তা করিয়া এখন।
প্রবিষ্ট করিতে যোগ্য আপনি রাজন॥
সবান্ধবে সকলে তোমার বশীভূত।
কুলোচিত কর্ম্ম কর স্বধর্ম্ম সংযুত॥
বিবাহের যথা ক্রম উত্তম বিধান।
এই বাক্য কহিয়া স্থগিত মতিমান॥
নৃপ উক্তি যথা যুক্তি করিয়া শ্রবণ।
কহিলা মিথিলেশ্বর মধুর বচন॥
কেবা আছে আমার তোমার প্রতীহারী।
আত্ম গৃহে আসিয়াছ নহ আজ্ঞাকারী॥
স্বভবনে বিবেচনা অযোগ্য বিচার।
ইচ্ছাক্রমে এস্থানে প্রবেশে অধিকার॥
কৌতুক মঙ্গলা মম কন্যা চতুষ্টয়।
যজ্ঞ ভূমি সমাগতা দেখ মহাশয়॥
কিরণে সম্পূর্ণ যথা হয় হুতাশন।
সেই রূপ অঙ্গরূপ স্বরূপ দর্শন॥
সজ্জীভূত আছি তব গতি প্রতীক্ষায়।
প্রবিষ্ট বিবাহ বেদী উৎসর্গ আশায়॥
নির্ব্বিঘ্নে বিবাহ সাঙ্গ কর নৃপবর।
কি হেতু বিলম্ব আর অযোধ্যাধীশ্বর॥
জনক ভূপতি উক্তি সমস্ত শ্রবণে।
দশরথ নরপতি পরে দ্বিজগণে॥
প্রবেশ করান্ ক্রমে বশিষ্ঠাদি সনে।
বসিলেন দ্বিজগণ শোভন আসনে॥
অনন্তরে অবনীপ জনক বিজ্ঞানী।
কহিলেন রাম প্রতি সুমধুর বাণী॥

বেদী মধ্যে আনিয়া অখিলেশ্বরে ভূপ।
দেখ রাম সধর্ম্মিণী কন্যা অপরূপ॥
এই সীতা মম সুতা গৃহিণী তোমার।
কর রঘুবর পাণি গ্রহণ ইহার॥
আসিয়া লক্ষ্মণ শুভক্ষণে ঊর্ম্মিলার।
করে করে কর গ্রহ কর আপনার॥
ভরতের প্রতি পরে কহিলা নৃপতি।
মাণ্ডবীর কর গ্রহ কর মহামতি॥
শত্রুঘ্ন আসনে উপনীত যথোচিত।
যথা যোগ্য বাক্য নৃপ কহিলা বিহিত॥
শ্রুতকীর্ত্তি কুশধ্বজ কন্যা মনোহরা।
কর গ্রহ করিয়া করহ নিজদারা॥
সকলে সদৃশ দারা করিয়া সংযোগ।
যতব্রত কুলোচিত কর্ম্মে মনোযোগ॥
কল্যাণে কল্যাণী গণ সনে সুকল্যাণে।
সম্প্রীত সুস্থির মতি থাক সর্ব্বজনে॥
জনক নৃপতি বাক্য করিয়া শ্রবণ।
স্বীয় স্বীয় দারা করে করিলা গ্রহণ॥
সতানন্দ যথোচিত মন্ত্র উচ্চারণ।
অনুক্রমে বক্তরা বলিলা সর্ব্বজন॥
অগ্নি প্রদক্ষিণ কর্ম্ম যথাক্রমে করি।
তুষ্টিভাবে তুষ্ণীস্থিত কৃতাঞ্জলি করি॥
করিলেন মহর্ষি সকলে স্বস্ত্যয়ন।
সলাজ কুসুম বৃষ্টি করিল গগণ।
পুণ্য কর্ম্ম বিবাহ মঙ্গলে সর্ব্বোপরি।
স্বর্গে দেব দুন্দুভি বাজিল ভূরি ভূরি॥
মনোহর সুমধুর বাজে বীণা বেণু।
গান করে গন্ধর্ব্ব সুস্বরে স্নিগ্ধতনু॥
অসংখ্যেয় অপ্সরা করিছে ঘন নৃত্য।
রামাদির বিবাহে হইয়া কৃতকৃত্য॥
ঈদৃশ সদৃশ কাল শুভ সমাশ্রয়।
ত্রিধা অগ্নি বেষ্টন করিয়া সমুদয়॥
ক্রিয়া সাঙ্গ করিয়া পশ্চাতে বধূগণ।
করিলেন ভিন্ন ভিন্ন যানে আরোহণ॥
পশ্চাতে অযোধ্যাপতি সহ ঋষিদলে।
চলিলেন রাঘবাদি মিলিয়া সকলে॥
রামায়ণে রঘুবংশ দশরথাম্বয়।
বিবাহ করণ কর্ম্ম সমাধান হয়॥
সংখ্যায় পঞ্চ সপ্ততি সর্গ নিরূপণ।
শুভকর্ম্ম শ্রবণে কল্যাণী সর্ব্বজন॥

৭৫ সর্গঃ।

লঘু ত্রিপদী॥

গতীতা রজনী, বিশ্বামিত্র মুনি,
উত্তর পর্ব্বতে যান।
সঙ্গে রঘুবর, সানন্দ হৃদয়,
যথার্থ কৃত্য বিধান॥
বিশ্বামিত্র গতে, তৎকাল আগতে,
দশরথ নৃপবর।
জনকে জিজ্ঞাসি, মধুর সম্ভাষি,
স্বপুরে গত সত্বর॥
অনন্তরে তথা, অসম্ভব কথা,
জনক নৃপতি পর।
দিলা কন্যা ধন, কম্বল আসন,
অজিন রত্ন বস্তর॥

বিবিধ দুকূল, যাহা বহু মূল,
রঞ্জিত বিবিধ বাসঃ।
শুভ আভরণ, রত্নাদি রঞ্জন,
দুর্ম্মূল্য রত্ন সঙ্কাশ॥
দিলা মতিমান, নানা জাতি যান,
গো ধন সহস্র শত।
প্রতিকন্যা প্রতি, বিতরি ভূপতি,
যথা মতি অনুগত।
কন্যারা ইচ্ছায়, চাহিলা যে যায়,
দিলেন সুপ্রিয় যান।
চতুরঙ্গ বল, নানা রত্ন স্থল,
রত্ন পাত্র দিলা দান॥
নিষ্ককণ্ঠী দাসী, সহস্র বিলাসী,
রূপসী হৃদয় লোভা।
দিলা নৃপ তূর্ণ, অযুত সম্পূর্ণ,
সুবর্ণ হিরণ্য শোভা॥
হয়ে প্রীত মনঃ, দিলা কন্যা ধন,
সম্ভব বিভব রূপ।
এবম্বিধ দান, দিয়া মতিমান,
আজ্ঞা লয়ে পরে ভূপ॥
ভূপতি আদেশে, মিথিলা প্রবেশে,
মিথিলাধিপতি পরে।
রাজা দশরথ, অযোধ্যার পথ,
সুগত আদ্য বাসরে॥
বশিষ্ঠ প্রভৃতি, তেজঃপুঞ্জ অতি,
গতিকালে নতিপর।
সপুত্র বান্ধবে, মুনীন্দ্র পুঙ্গবে,
অগ্রে করি অনুচর॥
গুরুগণ লয়ে, আপন আলয়ে,
তনয়ে বেষ্টিত ভূপ।
বিবাহিত সুত, নৃপ গতি দ্রুত,
মহী মহেন্দ্র স্বরূপ॥
এইকালে তথা, অমঙ্গল যথা,
বাম বাসি পক্ষি কুল।
চলে দক্ষ পথে, নৃপ দশরথে,
পথে হয়ে প্রতিকূল॥
ধায় মৃগ গণ, সশঙ্কিত মনঃ,
প্রদক্ষিণ করে পরে।
দেখিয়া ভূপতি, অকল্যাণ অতি,
জিজ্ঞাসিলা মুনিবরে॥
দেখ ভগবান্, উৎপাত বিধান,
দারুণ করুণ রব।
দশ আশা ধূমে, পরিপূর্ণ ভূমে,
সূর্য্যে শোভা অসম্ভব॥
নভঃ অন্ধকারে, পূর্ণ সুবিস্তারে,
কিছুই দৃষ্টি না হয়।
দেখি উপসর্গ, মহোৎপাত বর্গ,
সভয় মম হৃদয়॥
হবে কি অনিষ্ট, কহ হে বশিষ্ঠ,
দেখি দুঃখি ভীত মনঃ।
তুমি সর্ব্ব বিজ্ঞ, উপদেষ্টা যোগ্য,
কি বিধি হয় এখন॥
তুমি বিনা আর, সাধ্য আছে কার,
কহিবে মুনি পুঙ্গব।
অসৌম্য বিহঙ্গ, রসিত কুরঙ্গ,
প্রদক্ষিণ করে সব

মুনি অকস্মাত্, কি হেতু উৎপাত,
হৃদয় হয় কম্পিত।
দশরথ বাণী, শুনি মহাজ্ঞানী,
কহিলেন পুরোহিত॥
আছে পূর্ব্ব শ্রুত, শুন নৃপ ক্রত,
যার যে ফল সকল।
উপস্থিত ভয়, ঘোর অতিশয়,
পক্ষি দেখি অমঙ্গল॥
প্রদক্ষিণ করি, মৃগ সৌম্যাচারি,
তদ্দোষ করে প্রকাশ।
কথোপকথনে, তথা দুই জনে,
না হতে সর্ব্বসম্ভাষ॥
উৎকট পবন, বহিল সঘন,
প্রচণ্ড শর্করাবর্ষী।
কম্পে বসুন্ধরা, উল্কাপাত ধারা,
দিবি ভূরি জনাকর্ষী॥
তিমিরে প্লাবিত, আদিত্য আবৃত,
ধূলি ধূসর জগতী।
সৈন্যগণ তথা, অচেতন যথা,
মূঢ়চেতাঃ হতমতি॥
বশিষ্ঠ প্রভৃতি, রাঘব সংহতি,
বর্জ্জিত মূর্চ্ছিত সব।
পরে সেনাগণ, পাইল চেতন,
রজনী বৃত্ত সম্ভব॥
জটা সটাচ্ছন্ন, মস্তক সম্পূর্ণ,
কালান্তক যমপ্রায়।
মহেন্দ্র সমান, অতি বলবান,
দেখি রাম মহাকায়॥
দুর্দ্দর্শ দর্শন, দীপ্ত হুতাশন,
তেজস্বী তপনাধিক।
স্কন্ধে কুঠার, ইন্দ্রায়ুধাকার,
ধনুর্দ্ধারী সাহসিক॥
ধরি এক শর, অতি ঘোরতর,
আগত রুদ্রসমান।
রামে কৃতকোপ, হরধনু লোপ,
সধূমানল সমান॥
জমদগ্নি সুত, ভুবনে অদ্ভুত,
সমাগত দেখি রাম।
বশিষ্ঠ প্রমুখ, দ্বিজ অধোমুখ,
কাঁপিয়া জপয়ে রাম॥
করয়ে জল্পন, ঋষি সর্ব্ব জন,
পুনঃ পুনঃ এই কথা।
পিতৃ বধ কোপে, ক্ষত্র কুল লোপে
পুনশ্চ আসিলা হেথা॥
অশেষ শান্ত্বন, তাহে নিবারণ,
না মানি পরশুরাম।
পুনঃ পুনর্ব্বার, ক্ষত্রিয় সংহার,
করিলেন গুণধাম॥
অদ্যাপি সে ক্রোধ, হয় নাহি শোধ
হেন বোধে মুনিগণ।
এই জ্ঞান করে, অর্ঘ লয়ে পরে,
পরশুরামেরে কন॥
বশিষ্ঠ প্রভৃতি, বিপ্র মহামতি,
কহিলে বিনতি পূর্ব্ব।
সুখে আগমন, করহ গ্রহণ,
হে প্রভু অর্ঘ অপূর্ব্ব॥

মুনীন্দ্র, সমরে নৃপেন্দ্র,
পুনশ্চ ক্রোধ কি উচিত।
সশোক পূজন, করিয়া গ্রহণ,
শমতা কর নিয়োজিত ॥
রামায়ণে সার, করি সমুদ্ধার,
পরশুরাম দরশন।
ষড়ধি সপ্ততি, অধ্যায়ে সম্প্রতি,
সমস্ত হয় সমাপন ॥
৭৬ সর্গঃ ॥

পয়ার ॥

সশোক সমূহ পূজা করিয়া গ্রহণ।
প্রত্যুত্তরে সন্তোষ সংযুক্ত ঋষিগণ ॥
জমদগ্নিসুত রাম বিখ্যাত সমরে।
কহিলেন অসম্ভ্রম বাক্য রঘুবরে ॥
শুন রাম গুণধাম দশরথসুত।
তব বীর্য্য মহাশৌর্য্য শুনেছি অদ্ভুত ॥
পঞ্চানন দত্ত শরাসন দেব অংশ।
প্রকাণ্ড কোদণ্ড তুমি করিয়াছ ধ্বংস ॥
রঘুসুত সে অদ্ভুত কোদণ্ড ভেদন।
তব কৃত সুনিশ্চিত করেছি শ্রবণ
শুনে আমি দ্রুতগামী নিয়া মহদ্ধনুঃ।
যে কার্ম্মুকে ক্ষত্রলোকে বধি লক্ষতনু
করিয়াছি এই ধনুবলে পৃথ্বী জয়।
বীরবর ধনুর্দ্ধর ধর মহোদয় ॥
দেহ গুণ দেখি গুণ সবল দেখাও।
শরাসনে এই বাণ সন্ধান জানাও ॥
ধর ধনুঃ রঘুজন ধর ধর শর।
এই বাণ সুসন্ধান কর রঘুবর ॥
পার যদি সুখী হই তবে দিব রণ।
দেখি যদি যোদ্ধ-সাধ্য উত্তম দর্শন ॥
শ্রীরামের প্রতি এই রাম বাক্য পরে।
দশরথ অগ্রপথে কৃতাঞ্জলি করে ॥
প্রণত নিকট গত বিষণ্ণ বদন।
রাম রোষ ক্ষম দোষ আপনি ব্রাহ্মণ ॥
ভুবনে বিখ্যাত সবে প্রভু তব বল।
পুত্রগণ সর্ব্বজন ভয়েতে চঞ্চল ॥
মহাশয় আপনি অভয় কর দান।
জন্ম ভৃগুকুলে শান্ত সর্ব্ব শক্তিমান ॥
মহাত্মা পুণ্যাত্মা তপঃ স্বাধ্যায় সংযুক্ত।
সর্ব্বথা জানিবে ক্রোধ করা নহে যুক্ত ॥
ঋচীক চ্যবন আদি পিতৃগণ অগ্রে।
না করিলা যুদ্ধ শস্ত্র না স্পর্শিলা ব্যগ্রে ॥
তপো দম যম রত হইয়া আপনি।
কশ্যপে প্রদান করি সমগ্রা ধরণী ॥
বনগামী হয়ে স্বামী করিলে সন্ন্যাস।
মম শিশু বিনাশে সমর অভিলাষ ॥
রাম নামে এই মম পুত্রের প্রধান।
ইহার বিনাশে নাশ সবার বিধান ॥
সুপ্রসন্ন শরণ শরণ্যে কর ত্রাণ।
ভৃগু মৃগাদন নাশ সেবকের প্রাণ ॥
বালক আমার রাম না কর দাহন।
দশরথ রাজা এই কহিলে বচন ॥
জামদগ্ন্য প্রতাপী করিয়া অনাদর।
দশরথে কিছু মাত্র না করি উত্তর ॥

কহিলা রামের প্রতি পুনশ্চ ভার্গব।
দুই ধনুঃ রঘুজনু ব্যাখ্যা করে সব॥
বিশ্বকর্ম্মা কৃত যার সংসারে ব্যাপিত।
অল্পবীর্য্য জন হয় ইহাতে কুণ্ঠিত॥
দুই ধনুঃ মধ্যে এক শিবে দিলা দান।
ত্রিপুর বিনাশ হেতু সেই মতিমান॥
যেন ধনুঃ রঘু শ্রেষ্ঠ করিলে ভঞ্জন।
দ্বিতীয় ধনুর বার্ত্তা করহ শ্রবণ॥
সুরগণ যে ধনুকে সবে দিলা দান।
প্রমাণ আকৃতি সর্ব্ব সমান সমান॥
কুতুহলে সকলে যখন সুরগণ।
ব্রহ্মার নিকটে জিজ্ঞাসিলা সর্ব্বজন॥
শিব বিষ্ণু উভয়ের কিবা বলাবল।
শিব ধনুঃ বিষ্ণু ধনুঃ কে অধিক বল॥
দেবগণ অভিপ্রায় জ্ঞাতা পিতামহ।
শিব বিষ্ণু বিরোধের এই সমারোহ॥
পরস্পর বিরোধ জন্মান অকস্মাত্।
শিব বিষ্ণু দ্বয়ে যুদ্ধ তুমুল নির্ঘাত॥
পরস্পর জয়েচ্ছু জটিল যোগেশ্বর।
সেই ধনু প্রপূরণ করেন শঙ্কর॥
ভীমের পূরিত ধনুঃ ভীম পরাক্রম।
হুঙ্কারেতে মহাদেব কালান্তক যম॥
শিবধনুঃ শব্দে স্তব্ধ হয় ত্রিভুবন।
পরে বিষ্ণু ধনুঃ বিষ্ণু করিলা পূরণ॥
হুঙ্কারে টঙ্কারে শিব হইলা স্তম্ভিত।
অচেতন ত্রিলোচন হইলে নিশ্চিত॥
ঋষি সংঘ সহ পরে সমস্ত অমরে।
প্রার্থনা করেন রক্ষা করিতে শঙ্করে॥

শম্ভু বল স্তম্ভিত হইল বিষ্ণু বলে।
বিষ্ণুকে অধিক জ্ঞান করিলা সকলে॥
শিব ধনুঃ তুল্য নহে বিষ্ণু ধনুঃ সহ।
এজন্য সে ধনুঃ শিব না করি সংগ্রহ॥
বিদেহ রাজ্যের রাজা নাম দেবরাত।
তাঁরে দিলা ধনুর্বাণ লম্বোদর তাত॥
এই ধনুঃ বৈষ্ণব অধিক হয় বলে।
উর্জ্জিত উত্তম ধনুঃ ভৃগু বংশে ফলে॥
ঋচীক ভার্গবে হরি করিলেন ন্যাস।
ঋচীক স্বপুত্রে ধনুঃ দিলেন নির্যাস॥
পাইয়া আমার পিতা এই শরাসন।
নিরস্ত্র নিঃশস্ত্র ভাবে ছিলেন যখন॥
সেই কালে আসিয়া দুর্জ্জন দুরাচার।
কার্ত্তবীর্য্য করে মম পিতার সংহার॥
প্রাকৃত ব্রাহ্মণ বোধে দুর্ব্বুদ্ধি সঞ্চার।
রাম আমি এই কর্ম্ম শুনিয়া তাহার॥
পিতৃবধ বিপদ্ শ্রবণে ক্রুদ্ধমতি।
বারম্বার ক্ষত্র শূন্যা করি বসুমতী॥
এই ধনুঃ ধরিয়া ধরণী করি জয়।
ধনুর্ব্বলে অচলায় সর্ব্বদা বিজয়॥
পরে ধরা সমস্ত কশ্যপে দিয়া দান।
নিরস্ত্রে নিঃশস্ত্রে করি পর্ব্বতে প্রস্থান॥
সুমেরু সমীপে করি তপস্যাচরণ।
শুনিলাম এই ক্ষণে কার্ম্মুক নাশন॥
তোমাকে দেখিতে তাই এ স্থানে আগত।
লইয়া বৈষ্ণব ধনুঃ তোমার অগ্রতঃ॥
পিতৃ ক্রমাগত এই মম শরাসন।
ক্ষত্রধর্ম্মাশ্রয় করি করহ গ্রহণ॥

ধনুকে যোজনা কর ধর খর শর।
যদ্যপি ইহাতে শক্ত হও রঘুবর॥
সন্ধান করিলে শরে যুদ্ধ দিব দান।
হইল সপ্ত সপ্ততি সর্গ সমাধান।

৭৭ সর্গঃ।

ত্রিপদী॥

জামদগ্ন্য বাণী শুনি, রাম রঘুবংশ মণি,
কহিছেন রেণুকাতনয়।
শুন হে পরশুরাম, কর্ম্মে কর গর্ব্ব গ্রাম,
তবে তব গর্ব্ব শোভা হয়॥
আন তব শরাসন, পুরুষত্ব নিদর্শন,
দেখহ আমার কত বল।
ক্ষত্রিয় তেজো মহতি, দৃষ্টিকর ভৃগুপতি,
দেখ মম বিক্রম কৌশল॥
ইহা বলি লয়ে ধনুঃ, রাম রঘুবংশজনু,
ভৃগুরাম কর হতে করে।
অত্যল্প হাস্যবদন, পরে রাম নারায়ণ,
হস্ত হতে লইলেন শরে॥
করি লঘু পরাক্রম, শর ধনুঃ রঘূত্তম,
কর্ষণ করেন মহামনঃ।
টঙ্কারিয়া মহাবলে, সেই ধনুঃ সেই স্থলে,
শর পূর্ণ দেখিলেন জন॥
কহিলা রেণুকা সুতে, এই বাক্য নমোস্তুতে,
ব্রাহ্মণ আপনি পূজ্যতম।
বিশ্বামিত্র জন্য আমি, প্রাণহর শর স্বামী,
মুক্ত কবি কালান্তক যম॥
অবধ্য ব্রাহ্মণ জাতি, তপস্যা অর্জ্জিত গতি,
তাই তব করিব বিনাশ।
করিব সুপুণ্য নষ্ট, যে পুণ্যে ধরণী কষ্ট,
না হইবে দিব্য লোকে বাস॥
এই যে বৈষ্ণব শর, কিন্তু করি ঘোরতর,
উৎসাদনে শক্তি আছে কার।
পর দর্প বিনাশন, ধৃত শর শরাসন,
জামদগ্ন্যে লাগে চমৎকার॥
পরে রাম রঘুবর, অস্ত্রধারী ভয়ঙ্কর,
রথে দশরথের নন্দন।
দেখিবারে প্রজাপতি, সহিতে দেব সংহতি,
সেই স্থলে করিলা গমন॥
যক্ষ রক্ষঃ নাগ যূথ, দেখিতে পরমাদ্ভুত,
হইয়া একত্রী ভূত সবে।
রামচন্দ্র ধনুর্দ্ধরে, আসিলেন দেখিবারে,
লোকে ধরা পূর্ণ কলরবে॥
নির্ব্বীর্য্য হইয়া রাম, জামদগ্ন্য গুণধাম,
রামচন্দ্রে করি নিরীক্ষণ।
সেইক্ষণে হতবীর্য্য, জড়াত্মা না ধরে ধৈর্য্য,
দেবগণে দেখিলা তখন॥
দিব্য দৃষ্টে ধ্যান যোগে, বুঝিলেন দৈবযোগে,
নারায়ণাংশজ এই রাম।
রামে বীর্য্য অভিভূত, এ নহে অতি অদ্ভুত,
কহিলেন বীর গুণধাম॥
বলিলেন মহাবলী, জামদগ্ন্য কৃতাঞ্জলি,
শুন রামচন্দ্র রঘুবর।
কশ্যপ মুনীন্দ্র প্রতি, দান দিয়া বসুমতী,
বিষয়ে রহিত ধনুর্দ্ধর॥

কি কর শাসন মম, সেই হেতু রঘূত্তম
না করিব ক্ষিতিতলে বাস
এ মিথ্যা প্রতিজ্ঞা তব, কি কারণ হে রাঘব,
ইহাতে কি বীরত্ব প্রকাশ॥
যথা মনে তথা যাই, এই দিব্য গতি পাই,
তাহে হন্তা না হইলে হয়।
মম সর্ব্ব লোক হয়, শরে পুণ্য নাশ কর,
বাক্য ধর রাঘব তনয়॥
অক্ষয় মধু ঘাতন, জানি তুমি সনাতন,
প্রসন্ন আমারে হও প্রভু।
তোমার মঙ্গল রাম, ভূরি ভাবে গুণধাম,
হইবে অন্যথা নহে কভু॥
এই ধনুঃ এই শর, যেহেতুক রঘুবর,
করিলে টঙ্কার আকর্ষণ।
বিনা দৈব বিষ্ণু বল, কে হরে আমার বল,
অনুমানে এই নিরূপণ॥
সর্ব্ব সুর সমাগত, দেখিতে কৌতুক যত,
শ্রেষ্ঠ শর ধারী বীর বরে।
আপনি সাক্ষাৎ বিষ্ণু, ব্রহ্ম পূজ্য প্রভবিষ্ণু,
মহিমা সুব্যক্ত চরাচরে॥
তব স্থানে পরাজয়, তাহে লজ্জা নাহি হয়,
ত্রিলোকের নাথ তুমি হরি।
আমারে করি বিমুখ, তাহে যদি হয় সুখ,
সেই সুখে সুখজ্ঞান করি॥
অপ্রতিম এই শর, শুন কহি বীর বর,
কোদণ্ড হইতে মুক্ত কর।
বিমুক্ত হইলে বাণ, যাত্রা করি নিজস্থান,
মহেন্দ্র পর্ব্বত পরিহর॥
ভার্গবের বাক্য উক্ত, মানিমের যুক্তি যুক্ত,
শর মুক্ত করিলেন রাম।
তদবধি ইহ লোকে, শর ত্যাগ জন্য শোকে
দর্শন না দেন ভৃগু রাম॥
বিমুক্ত করিলে শরে, যাবতীয় সুরবরে,
রঘু বীরে করিলা প্রণতি।
বিমানে আকাশ পথে, আরোহিয়া স্ব স্ব রথে,
স্ব স্ব পথে করিলেন গতি॥
সর্ব্বত্র তিমির নাশ, সর্ব্ব দিক সুপ্রকাশ,
প্রশংসিলা রামে সুর ঋষি।
পশ্চাতে পরশুরাম, রামচন্দ্রে গুণধাম,
প্রদক্ষিণ করিয়া মনীষী॥
স্বস্থানে প্রস্থান পরে, সাঙ্গ সর্গ অনন্তরে,
অষ্টাধিক সপ্ততি সংখ্যায়।
জামদগ্ন্য লোকাতীত, আদিকাণ্ডে সুরচিত,
শ্রবণে কলুষ দূরে যায়
৭৮ সর্গঃ

পয়ার।

জমদগ্নি সুত রাম করিলে গমন।
ধনুঃ লয়ে দাশরথি শ্রীরঘু নন্দন॥
বলোৎকৃষ্ট ধনুঃ দেখাইলা দশরথে।
করিয়া অভিবাদন ঋষিগণে পথে॥
বশিষ্ঠ প্রভৃতি প্রণমিয়া সর্ব্ব ইষ্ট।
পিতা প্রতি কহিছেন বচন সুমিষ্ট॥
জামদগ্ন্য আগমনে বিহ্বল ভূপতি।
সন্তুষ্ট করিয়া তাঁরে কহিলা ভারতী॥

অযোধ্যায় রাম দেখ স্থানান্তর গত।
অযোধ্যাভিমুখী হয়ে সেনাগণ কত॥
তোমার আজ্ঞায় এই চতুরঙ্গ দল।
অযোধ্যায় গমন করুক সর্ব্ব বল॥
এই বাক্য রামের শুনিয়া নৃপবর।
আলিঙ্গন করিলেন অতি তুষ্ট তর॥
রাম সমাগত শুনে পুত্র গত প্রাণ।
অতি হর্ষে নিলা পুত্র মস্তক আঘ্রাণ॥
যোজনা করিয়া সৈন্যগণে পুনর্ব্বার।
শীঘ্রগতি চলিলেন পুরে আপনার॥
উচ্চধ্বজবতীপুরী অতি সুশোভন।
সদা পরিপূর্ণ তুরী ভেরীর নিস্বন॥
পরিষিক্ত রাজপথ যাহে মনোরম।
কুসুমে আচ্ছন্ন অতিশয় প্রিয়তম॥
রাজপুর প্রবেশনে পুরবাসি জন।
করিলেন মুখ্য গণে মঙ্গল বাদন॥
প্রকৃষ্ট প্রকীর্ণা পুরী প্রবেশে নৃপতি।
স্বীয়ালয়ে প্রবেশ করিলা শীঘ্রগতি॥
মহেন্দ্র ভবন প্রায় রত্নাদি রঞ্জিত।
কৌশল্যা সুমিত্রা আদি রমণী সজ্জিত॥
প্রতিগৃহে গৃহিণী গৌরবে গুরুতরা।
নৃপ আগমনে সবে করিলেন ত্বরা॥
অনন্তরে সত্বরে সকলে উপনীতা।
লক্ষ্মীসমা প্রতিমা জনক সুতা সীতা॥
ঊর্ম্মিলা অখিলারাধ্যা অতি যশস্বিনী।
কুশধ্বজ কন্যাদ্বয় রূপে তেজস্বিনী॥
ক্রোড়ে করি লয়ে চারি নৃপতির সুতা।
প্রবেশ করিলা পুরে অতি হর্ষযুতা॥
মাল্যকৃতা শোভিতা সুপট্ট বস্ত্র ধরা।
দেবালয় দেখাইলা সকলে সত্বরা॥
গুরুগণে করাইয়া যথাভিবাদন।
তাঁরা সবে যথারীতি করিলা বন্দন॥
অতিপ্রিয় হিতে রতা সুমিত্রা সকলে।
সুরাগে রহিলা সবে রমণীর স্থলে॥
বিশেষে বৈদেহী সীতা জনক নন্দিনী।
অধিক রামের মনঃ মোহিলা মোহিনী॥
বিষ্ণুপ্রীতি বিমলা জম্মান যথা রূপ।
সেই রূপ সীতা রামে সন্তোষে স্বরূপ॥
রঘুনাথ প্রিয়া সীতা সুচারু মধ্যমা।
অশ্বপুত্র ত্রয়ে রঘু ত্রয় প্রিয়তমা॥
স্বীয়গুণে জানকী বর্দ্ধিতা গুণবতী।
জানকী জীবনাধিক প্রিয় রঘুপতি॥
উভয়ের মনোজ্ঞাতে উভয় সমান।
পরস্পর প্রীতি যোগে সুযোগ সন্ধান॥
সীতার সহিত রাম হইয়া সঙ্গত।
প্রাণাধিক প্রিয়া সীতা রাম অভিমত॥
দেবতুল্য দুইজনে করেন বিরাজ।
প্রতিরূপ পত্নী লয়ে রঘুকুল রাজ॥
হইলা শ্রীরামচন্দ্র অতি শোভাকর।
কান্তাযুক্ত কান্তে কোটি কন্দর্প সুন্দর॥
শ্রিয়ান্বিত শ্রীপতি যথার শুভবেশ।
একোন অশীতি সর্গে অযোধ্যাপ্রবেশ॥

৭৯ সর্গঃ।

এইরূপে কাল গত, চারি পুত্র মনোমত,
লয়েছিত রাজা দশরথ।
উপনীত কাল সূত্র, ডাকিয়া কেকয়ীপুত্র,
ভরতে কহিলা অভিমত ॥
কেকয় রাজার সুত, যুবরাজ লয়ে দ্রুত,
মাতামহ গৃহে যাত্রা কর।
লইতে তোমারে বীর, যুধামন্যু অতি স্থির,
অযোধ্যা আসিলা বীরবর ॥
তোমার মাতুল সঙ্গে, আপনি পরম রঙ্গে
মাতামহ দেখিবারে যাও।
অবশ্য গন্তব্য তব, দেখ গিয়া পুর সব,
মাতামহ জীবন যুড়াও ॥
দশরথ বাক্য শুনি, কেকয়ী সন্তান গুণী,
ভরত গমনে ত্বরাবান।
শত্রুঘ্ন সহিত তথা, চলিলা কেকয়ী যথা,
মাতৃ পদে প্রণতি বিধান ॥
কেকয়ী শুনিলা পরে, দেখি নিজ সহোদরে,
ভরতের পিতৃ আজ্ঞা প্রাপ্তি।
রাজীব লোচন রাম, আসিলেন নিজধাম,
আমোদের না হয় পর্য্যাপ্তি ॥
ভরতের প্রতিচিন্তা, ভর্তৃ আজ্ঞা শুনে শান্তা,
জানাইয়া ভরতজনকে।
সুতে সুরসুত সম, ভরত ভরতোপম,
পাঠাইলা দেখিতে জনকে ॥
অশেষ অমাত্য গণ, বলবান বহুজন,
রথরথিসারথি পদাতি।
সেনা বৃন্দে সমাবৃত, করিপুত্রে পুরস্কৃত,
পাঠাইলা যথায় নৃপতি ॥
মহাত্মা মহেন্দ্র জাত, তাঁরে করি প্রণিপাত,
কৃতাঞ্জলি কহিলা ভরত।
যাত্রা করি নরবর, তবে দুই সহোদর,
যদি হয় তব অভিমত ॥
শুনি রাজা দশরথ, পুত্র দ্বয় মনোরথ,
শিরোপরি করিয়া চুম্বন।
বিদায়ে কুমার দ্বয়, মনঃপীড়া অতিশয়,
করিলেন প্রেম আলিঙ্গন ॥
সিংহ সম ক্রিয়াগতি, কহিলেন রাজপতি,
সভামধ্যে অতি সুশোভন।
শোভনীয় তুমি সুত, হইয়া কল্যাণ পূত,
যাও মাতামহের ভবন ॥
আমার সন্দেশ সুত, শ্রবণ করিবে দ্রুত,
সর্ব্বদা থাকিবে সাবধান।
যাও মাতামহ ঘরে, শত্রুঘ্নকে সঙ্গে করে,
কি কহিব তুমি জ্ঞানবান ॥
শত্রুঘ্ন তোমার ভক্ত, সর্ব্বকাল অনুরক্ত,
অনুব্রত সতত তোমার।
প্রাণাধিক প্রিয়তর, তবানুজ বীরবর,
তুমি ভাব এরূপ প্রচার ॥
আত্মতুল্যসৌম্যজ্ঞানে, দেখিবেরাখিবেমানে
স্বীয় গুণে বদ্ধ করে তুমি।
করি ভ্রাতৃ পরিত্যাগ, গমনে না করে রাগ,
সেই রূপ হবে শান্ত ভূমি ॥

মহামতি গুণে তব, প্রকৃতি যতেক সব,
রক্ষিতা হইবে সর্ব্ব কাল।
সেই রূপ আচরণ, করিবে তুমি নন্দন,
না থাকিবে অপর জঞ্জাল ॥
আমার সমান সুত, জানিবে পরম পূত,
মান্যতম মাতুল নিশ্চয়।
গুরুজন যাবতীয়, জ্ঞান কর পূজনীয়,
দেব তুল্য সদয় হৃদয় ॥
সর্ব্বদা বিনীত হবে, তথায় সুশীল রবে,
অহঙ্কৃত না হও সন্তান।
অজ্ঞান কি জ্ঞানবান, দ্বিজগণে রেখে মান,
প্রযত্নে হইবে সেবাধান ॥
বিদ্বান বেদজ্ঞ গণে, আত্ম হিত সযতনে,
জিজ্ঞাসিবে হয়ে সাবধান।
তাঁহাদের হিত বাণী, পরম কল্যাণ জানি,
গ্রাহ্য করো অমৃত সমান ॥
মহাত্ম ব্রাহ্মণ গণ, লক্ষ্মী বৃদ্ধি মূল হন,
বিশেষে ভবের মূল জানি।
সর্ব্ব কার্য্যে যুক্ত করি, ব্রহ্ম বাক্য মনে স্মরি,
শুশ্রূষা করিবে তুমি জ্ঞানী ॥
এ ভব নিমিত্ত সূত্র, দেবতা কল্পিত সূত্র,
দ্বিজ রূপে হয়ে অধিষ্ঠান।
মনুজ লোকে আশ্রয়, সর্ব্বদা ভূদেব চয়,
অভিলাষী জীবের কল্যাণ ॥
তাঁদের নিকট হতে, বেদ শাস্ত্র বিধি মতে,
ধর্ম্ম শাস্ত্র সতত অক্ষয়।
নীতি শাস্ত্র বহু আর, ধনুর্ব্বেদ সুবিস্তার,
পরিগ্রহ করিবে নিশ্চয় ॥

অশ্ব পৃষ্ঠে রথে নাগে, পরিশ্রম অনুরাগে,
প্রতি দিন কর্ত্তব্য ভরত।
গন্ধর্ব্ব বিদ্যায় যোগ, মানসে বিজ্ঞান ভোগ,
শিল্প শাস্ত্রে আর যেবা মত ॥
অভিজ্ঞ হইবে তায়, সতত বিদ্যা শিক্ষায়,
বৃথা কাল না করিবে ক্ষয়।
মঙ্গলার্থে সদা তব, দূত গণে নিরন্তর,
পাঠাইব জানিবে নিশ্চয় ॥
দূত করি গতায়াত, তোমার কুশল তাত,
জানাইবে করিয়া শ্রবণ।
আমোদিত ভাবে রব, তোমার কল্যাণ কব,
শুনে তুষ্ট হবে সর্ব্ব জন ॥
এ কথা কহিয়া পরে, নৃপতি অতি কাতরে,
অশ্রু পূর্ণ করিলা নয়ন।
বাষ্প পূর্ণ নরবর, জড়ীভূত কলেবর,
কহিলেন গদ্গদ বচন ॥
গচ্ছ গচ্ছ এই ভাবে, ভরতের প্রীতি আশে,
ভাসিলেন বিরহ সাগরে।
পিতাকে করি প্রণাম, জিজ্ঞাসিয়া তথা রাম
চন্দ্রে নতি স্তুতি বাক্য পরে ॥
মাতৃগণে প্রতি জনে, প্রণতি করি যতনে
শত্রুঘ্ন সহিতে রঘুবর।
বহু বল বৃত হয়ে, চতুরঙ্গ সেনা লয়ে,
শুভ যাত্রা করিলা সত্বর ॥
পুরবাসি বহু জন, পশ্চাতে করে গমন,
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সহকারে।
ক্রোশ দ্বয় গিয়া পরে, পূজিত হইলা বরে,
দেখিলেন পশ্চাতে সবারে ॥

রথ হৈতে ভূমি গত, কৈকেয়ী সুত ভরত,
শত্রুঘ্ন সহিতে দুই জন।
শ্রীরামের শ্রীচরণ, মস্তকে করি ধারণ,
যথা বিধি করিলা বন্দন॥
শ্রীরামের পদদ্বয়ে, পতিত ভ্রাতৃ উভয়ে,
প্রদর্শন করিয়া তখনি।
দুই ভুজ প্রসারিয়া, ভ্রাতৃ দ্বয়ে উঠাইয়া,
আলিঙ্গন দিলা রঘুমণি॥
কহিছেন রামচন্দ্র, শুন রঘু কুলচন্দ্র,
ভরত কৈকেয়ী সুতবর।
না হইবে বিস্মরণ, আমাতে রাখিবে মনঃ,
লক্ষ্মণের প্রতি দৃঢ় তর।
তোমাদিকে দুই জনে, আমি না ভুলিব মনে,
স্মরণ রাখিব সর্ব্ব কাল।
এমত হইলে উক্ত, শ্রীরামের কণ্ঠ মুক্ত,
মধু বাক্য পরম রসাল॥
প্রণতি করিয়া বীর, লক্ষ্মণে পরে সুধীর,
আলিঙ্গন করিলা বিহিত।
শত্রুঘ্নকে নিয়া পরে, যাত্রা সৈন্য অনুচরে,
সুহৃদ্বর্গ চলিলা সহিত॥
আর যত অনুগত, হইলেন অনুগত,
প্রিয়গণ রহিলেন সঙ্গে।
সহিতে স্বজন গণ, করিলা শীঘ্র গমন,
মাতামহ ভবনে সুরঙ্গে॥
প্রিয়বাদি প্রিয়জন, সহিতে রঘু নন্দন,
করিলেন ইতস্ততঃ গতি।
গণিত দিবস ক্ষয়, অক্লেশে করিয়া ক্ষয়,
অশ্রান্ত বাহন মহামতি॥

সহচর সৈন্যদল, সকলে অসীম বল,
হইলেন শৈল নদী পার।
সন্নিহিত রাজপুরে, থাকিয়া অত্যল্প দূরে,
দূত দ্বারা দিলা সমাচার॥
জানাইতে মাতামহে, দূত গিয়া পরে কহে,
সমাগত দৌহিত্র তোমার।
দূত মুখে বার্ত্তা শুনি, কেকয় নরেন্দ্রমণি,
হর্ষ যুক্ত হইলা অপার॥
গিয়া অতি দ্রুত তরে, রঘু বংশ দুই নরে,
করাইলা স্বপুরে প্রবেশ।
রাজধানী পরিষ্কারে, আজ্ঞা দিলা এক বারে,
না রাখিলা অপকৃষ্ট লেশ॥
পুষ্প পরিপূর্ণ করি, রাজমার্গ অনুচরী,
অনুচরে করে পরিষ্কার।
জলে অভিষিক্ত করে, পূর্ণকুম্ভ প্রতিঘরে,
বনমালা ভূষিত প্রচার॥
দিলা অতি উচ্চতর, পতাকা গণ সুন্দর,
ধূপ গন্ধে আমোদিতা ক্ষিতি।
তৎপরে পুর নিবাসি, একত্র অনেকে আসি,
পুরে নিলা কৈকেয়ী সন্ততি॥
নানা বাদ্য উপক্রম, সুস্বর সুমনোরম,
আনন্দের নাহি পরিসীমা।
বার মুখ্যা গণে নাচে, বাদ্য অনুগত কাছে,
অগ্রে নর্ত্তে নর্ত্তকী অসীমা॥
মধুর বচনে স্বরে, বন্দিবর্গে স্তুতি করে,
কত শত মাগধ প্রভৃতি।
প্রিয়াশ্রিত গৃহবরে, ভরত প্রবেশে পরে,
করিলেন মাতামহে নতি॥

রাজা দিয়া আলিঙ্গন, বদনে করি চুম্বন
কল্যাণ কুশল জিজ্ঞাসিলা।
কহিয়া নিজ মঙ্গল, [illegible] সুকৌশল,
পরে অন্তঃপুরে প্রবেশিলা॥
রাজপুরনারী গণে, নমস্কার জনে জনে,
পুর পরিজনে গুরু তরে।
সকলে হয়ে বেষ্টিত, নৃপাত্মজ প্রতিষ্ঠিত,
সুখে কাল কত গত পরে॥
ভরত গমন পর, অযোধ্যায় রঘুবর,
কৃত কর্ম্মা সহিত লক্ষ্মণ।
পিতৃপূজা ভক্তি রসে, সকলে আনিয়া বশে,
সুখে কাল করেন যাপন॥
পিতৃ মাতৃ আজ্ঞা শিরে, ধরিয়া উভয় বীরে,
পুরবাসি কার্য্যে সদা রত।
যশস্বি তেজস্বি তম, রঘুবংশ মনোরম,
গুরুগণ সেবেন সতত॥
শ্রীরাম জানকী কার্য্য, দর্শনে সহর্ষ রাজ্য,
রাজা রাণী আদি গুরুজন।
রামের সুশীল বৃত্তি, সর্ব্বদা অতুল কীর্ত্তি,
পুরবাসী করিছে ঘোষণ॥
আদিকাণ্ড রামায়ণে, ভরতের প্রস্থাপনে,
মাতামহ পুরপ্রবেশন।
অশীতি বিমিত সর্গ, সুখে শুন সাধুবর্গ,
পাবে চতুর্ব্বর্গ সুশোভন॥

৮০ সর্গঃ।

পয়ার॥

এক দিন মাতামহ গৃহে মতিমান।
কহিলেন বৃদ্ধ মাতামহে জ্ঞানবান॥
উঠিয়া প্রভাত কালে কেকয়ী নন্দন।
মাতামহ পদদ্বয়ে করিয়া বন্দন॥
আনাও আচার্য্যগণে যতনে সেবিব।
ধর্ম্ম অর্থ জ্ঞানাদি কুশল জিজ্ঞাসিব॥
শিখিব সকল বিদ্যা আন জ্ঞানিগণে।
সেবার্থে নিযুক্ত রব ভাই দুই জনে॥
অস্ত্রশস্ত্র কুশল সুনীতি শাস্ত্রজ্ঞানী।
অপর মাতঙ্গ তুঙ্গ তুরঙ্গ সন্ধানী।
স্যন্দন সন্ধান জ্ঞানে বিজ্ঞ যে যে জন।
গন্ধর্ব্ব বিদ্যায় পরিপক্ক বৃদ্ধগণ॥
শিল্পকার পরিষ্কার শিল্প শাস্ত্রজ্ঞানী।
স্মৃতিবেদ বেদাঙ্গ পাবগগণে [illegible]॥
আপনার কুশলার্থী হয়ে দুই জন।
নিকটে থাকিয়া করি নিয়ত [illegible]॥
ভরতের বাক্য শুনি নৃপঋষি [illegible]।
আনিতে বিদ্বান গণে আজ্ঞা দিল [illegible]॥
নৃপবাক্য উপলক্ষ করি চরগণ।
আচার্য্যে আদেশ করে করিয়া যতন॥
নৃপতির আদেশে আচার্য্য উপনীত।
বহুবিজ্ঞ সিদ্ধশাস্ত্র অস্ত্র সমন্বিত॥
সকলে নিযুক্ত দেখি কেকয়ী নন্দন।
উপাসনা করিলেন ভ্রাতা দুইজন॥
বেদাদি বেদাঙ্গ শাস্ত্র গ্রহণে তৎপর।
গুরুস্থানে শিষ্ট বাক্যে করিলা গোচর॥

বিনয়ে ভরত পরে গুরুগণ স্থানে।
পড়িলেন বেদ শাস্ত্র যথার্থ বিধানে॥
আনুপূর্ব্বী সর্ব্বশাস্ত্র শিক্ষা নিরন্তর।
করিলেন প্রতিদিন দুই সহোদর॥
বহুল আচার্য্যগণ স্থানে বিদ্যাজানি।
বাহুল্যে বিশিষ্ট বিদ্যা শিখিলেন জ্ঞানী
যে যে বিদ্যা যে যে জনে কৃতার্থ যথার্থ।
সংশয় ভঞ্জন হয় মোক্ষ কাম অর্থ॥
স্বধর্ম্ম সঞ্চার আর কি অজ্ঞান জ্ঞান।
জানিয়া হইলা জ্ঞানী ত্যজিয়া অজ্ঞান
জ্ঞানের যাথার্থ্য জ্ঞানে উদ্যোগী সতত
অজ্ঞান বিজ্ঞান জ্ঞাত বিনয় সম্মত॥
যেই কালে আপনারে রঘুবংশ ধীর।
ধর্ম্মার্থে ছিন্ন সংশয় জানিলেন স্থির॥
সেই কালে এই বুদ্ধি হইল উদয়।
পিতৃস্থানে সমাচারে করিলা নিশ্চয়॥
আহ্বান করিয়া বৃদ্ধ আত্মীয় ব্রাহ্মণ।
কহিলা অযোধ্যা কর ত্বরিত গমন॥
বেগবন্ত বাজিগণে করি আরোহণ।
পিতা মাতা সমুদয়ে কর বিজ্ঞাপন॥
মাতামহ কুলে যথা রূপে বর্ত্তমান।
এই কথা কহিবে উভয় বিদ্যমান॥
শ্রীরামে আমার কথা বলিবে বিশেষ।
রাখিবে আমার সম গৌরব অশেষ॥
তব ভৃত্য ভরত তোমার পদদ্বয়ে।
মস্তকে সেবিয়া ভাবে সর্ব্বদা হৃদয়ে॥
শারীরিক মঙ্গল মঙ্গল সমাচার।
করিছেন জিজ্ঞাসা প্রণতি বারম্বার॥
পরক্ষণে লক্ষ্মণে করিয়া আলিঙ্গন।
সুমঙ্গল সুধাইবা করি নিবেদন॥
জানাইবে সুমিত্রায় প্রণতি আমার।
জানকীরে যথামতে নতি সমাচার॥
মহাত্মা ভরত মুখে পাইয়া আদেশ।
হৃষ্টচিত্তে কোশলায় করিলা প্রবেশ॥
মনু সুনির্ম্মিতা পুরী রম্য হর্ম্ম্যময়ী।
যে স্থানে ভূপতি দশরথ সমাশ্রয়ী॥
প্রবিষ্ট হইয়া সেই অযোধ্যা ভবন।
করিলা মন্ত্রীকে ভূপে অগ্রে নিবেদন॥
কৃতকৃত্য সত্য রূপে ভরত কুমার।
এইকথা নৃপবরে করিলা প্রচার॥
ধনুর্ব্বেদে বেদে নীতিশাস্ত্রে পরি পূর্ণ।
অর্থ শাস্ত্রে কুশলী সংশয় করি চূর্ণ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে সুনিপুণ অত্যন্ত সুধীর।
হস্তিশিক্ষা সুবিজ্ঞাত সভ্রাতৃক বীর॥
স্যন্দন চালনে সুচতুর রথবর।
আমূল লিখিত শাস্ত্রে অতি বিজ্ঞতর॥
লেখ্য শাস্ত্রে নিপুণ আলেখ্যে অতিজ্ঞান
লঙ্ঘনে প্লবনে জ্যোতির্গতি মূর্ত্তিমান॥
মহারাজ তব আছে পূর্ব্ব শ্রুত বীর।
এই সব ধর্ম্ম কর্ম্ম বিজ্ঞান সুস্থির॥
যথার্থ কৃতার্থ জানি জ্ঞানী মহাবল।
তথা হতে আসিয়াছি অযোধ্যা মণ্ডল॥
শ্রবণে জীবন স্নিগ্ধ হৃষ্ট মহীপাল।
কৌশল্যাদি নারী আর যত বন্ধুজাল॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আদি সকলে সন্তোষ।
পূজা পরে বাদ্যকরে করে ভেরীঘোষ॥

পূজা করি দিয়া নৃপ দূতে পুরস্কার।
ভরতের নিকটে পাঠান পুনর্ব্বার॥
ভরতের দূতাগম একাশীতি সর্গ।
আদিকাণ্ডে রামায়ণে শুন সাধুবর্গ॥

৮১ সর্গঃ।

লঘু ত্রিপদী॥

পাঠাইয়া দূত, অজরাজ সুত,
গমনে জীমূত সম।
করিলা স্মরণ, আপন নন্দন,
শত্রুঘ্ন ভরত ক্রম॥
যতেক সন্তান, সকলে সমান,
এক হতে জাত দেহ।
যথা বিন্দু কর, সর্ব্ব সুধাকর,
তথা নরবর স্নেহ॥
তথাপি শ্রীধরে, প্রিয় রঘুবরে,
গুণরত্নাকর রামে।
অধিক সম্মান, করি জ্ঞানবান,
সমাদর সুতগ্রামে॥
বহুবিধ গুণ, সকলে নিপুণ,
সুতগণে পুনঃ রাম।
অতি রতি কর, সর্ব্ব প্রিয়বর,
রমণীয় তর নাম॥
অতি উচ্চ মান, রেণুর সমান,
অত্যন্ত ধীমান যথা।
অপ্রিয় যে ভাষে, তারে প্রিয়ভাষে,
কহেন বিশেষে কথা॥

জ্ঞানশীল বৃদ্ধ, বয়স্য সুবৃদ্ধ,
সুবিজ্ঞ সুবুদ্ধি চয়ে।
সতত যোজন, সুমিত্র করণ,
আলোচন সাধু চয়ে॥
বিধান উদার, মেধা পরিষ্কার,
পুরাতনাচার প্রিয়॥
অতি প্রিয়ম্বদ, বীর্য্য বিশারদ,
বর্জ্জিত ভাষা অপ্রিয়॥
কুলক্রমে যথা, বয়ঃপ্রাপ্ত তথা,
কিন্তু রাজ্য কথা হীন।
রাজ্য লোভ ত্যাগ, ধর্ম্ম অনুরাগ,
বিদ্যা শিক্ষা প্রতিদিন॥
দয়া সর্ব্বজীবে, বাঞ্ছা সর্ব্ব শিবে,
উপাসনা করে যারা।
শরণ্য সে জনে, ধার্ম্মিক পালনে,
ধন দান পায় তারা॥
স্বশরণাগত, উপকারে রত,
সুদৃষ্টি সকল জনে।
কৃতজ্ঞতা অতি, সত্যে সদা মতি,
গুণজ্ঞ পূজিত গুণে॥
আত্মা বশীভূত, প্রতিজ্ঞা অদ্ভুত,
অশক্ত সুকর্ম্ম দক্ষ।
অতিক্রান্ত কর্ম্ম, পিতৃ কুল ধর্ম্ম,
প্রতিপক্ষ ঘাতে পক্ষ॥
আত্মীয় স্বজন, সুখে সদা মনঃ,
সতত সুদৃষ্টি কর।
অনুগ্রহ কারী, পরদুঃখ হারী,
প্রিয়ম্বদ রঘুবর॥

যার প্রাণ তুল, তাহে নাহি মন,
সতত দেবের বশ।
অতুল বিভব, যায় ভোগ নব,
তথাচ রাঘব বশ॥
নাহি যায় লক্ষ্য, বিচারিয়া তথ্য,
অনিত্য ভোগে অস্পৃহা।
অক্ষত অখল, রণান্ত মঙ্গল,
সদা পর প্রিয়ে ঈহা॥
বিনীত সুশীল, মৃদু ধর্ম্মশীল,
বিদিত অখিল রাম।
অত্যন্ত উৎসাহী, সদা সত্য গ্রাহী,
গুণ গ্রাহী গুণধাম॥
যথা ভানুমান্, অতি তেজস্বান,
রঘু বলবান হরি।
এই সব গুণ, তাহাতে নিপুণ,
সদা শর তুণ ধারী॥
গণ্য গুণ যত, রামে অনুগত,
অনুপম গুণ দ্যুতি।
দর্শনে শ্রীরামে, সর্ব্ব গুণধামে,
যশোগ্রামে পূর্ণ শ্রুতি॥
নৃপ দশরথ, পূর্ণ মনোরথ,
এই চিন্তা পরে করি।
দিব রাজ্য ভার, কৌশল্যা কুমার,
গুণযুক্ত সুতোপরি॥
সদা এই মতি, চিন্তেন ভূপতি,
বিভু অনুমতি লবে।
হয় সুখ সিক্ত, রামে অভিষিক্ত,
রাজ্যভার রাম লবে॥
রাজ্যে এই পরম, মনুজ মাত্র,
দর্শনে পাত্র শীতল।
অনুকম্পা আছে, সর্ব্বজন কাছে,
হেন কার নাহি বল॥
স্বগুণে আমার, প্রিয়তর আর,
সতত প্রজার তথা।
পরাক্রমে ইন্দ্র, প্রতাপে উপেন্দ্র,
জ্ঞানে সুরগুরু যথা॥
ধৈর্য্যে মহীধর, মম প্রিয়তর,
গুণরত্নধর জানি।
এ মহী মণ্ডল, আত্মজে সকল,
প্রদানে চঞ্চল জ্ঞানী॥
এ নব্য বয়সে, দেখিয়া সরসে,
যাইব স্ববশে স্বর্গ।
নৃপতির ভাব, রামে প্রিয় লাভ,
ভাবিয়া ভাবজ্ঞ বর্গ॥
সর্ব্ব গুরু জন, বুদ্ধিমান গণ,
মন্ত্রি সব পুর নর।
আসিয়া সকলে, নৃপ সভাস্থলে,
মন্ত্রণা কৌশল পর॥
নিশ্চয় হইলে, কহিলা সকলে,
বৃদ্ধ মহাশয় তুমি।
অনেক বৎসর, আছ নরেশ্বর,
তব করে সর্ব্ব ভূমি॥
রাম গুণবান, বিশিষ্ট সন্তান,
জ্যেষ্ঠ তেজস্বান অতি।
রাজ্য সম্প্রদানে, তোষ গুণবানে,
কর বুদ্ধিধামে মতি॥

নিজ মনোমত, মন্ত্রিগণ যত,
কহিলা যথার্থ বাণী॥
শুনিয়া ভূপতি, তাহে ইচ্ছা অতি,
তথাচ আপনি জ্ঞানী॥
হইয়া জিজ্ঞাসু, কহিলেন আশু,
জিজ্ঞাসা করিতে মতি।
হইল আমার, স্বধর্ম্ম সঞ্চার,
বশে রাখিয়াছি ক্ষিতি॥
তথাপি শ্রীরামে, অতি গুণ গ্রামে,
এ অযোধ্যা ধামে রাজা।
করিবার আশে, আসি মম পাশে,
কি হেতু জিজ্ঞাসে প্রজা॥
রামে যুবরাজ, করাইতে সাজ,
সকলে বিরাজমান।
ভূপতি বচন, করিয়া শ্রবণ,
পুরজন রাখে মান॥
কহিলা সন্তান, পরম কল্যাণ,
বহু গুণ স্থান রাম।
মৃদু দেব সত্ত্ব, সাধু ধর্ম্ম তত্ত্ব,
পবিত্র মহত্ত্ব ধাম॥
বহু শ্রুত জন, কি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ,
সর্ব্ব সুপালন ভূমি।
দুর্ব্বৃত্ত দমন, সদ্বৃত্ত পালন,
বিনয়ী যেমন তুমি॥
বিনীত পূজক, সদা অহিংসক,
নব্য অধ্যাপক প্রায়।
জ্ঞাতি পুরজন, কিবা ব্রাহ্মণ,
কে না রাম গুণ গায়॥
কিবা বৃদ্ধ বালা, পুরবাসী বালা,
সমস্ত কোশলা বাসী।
রাম অনুরক্ত, রামগুণে ভক্ত,
রামরাজ্য ভাল বাসী॥
গুণ কীর্ত্তি বলে, প্রজারা সকলে,
শ্রীরাম কৌশলে রত।
ধর্ম্মজ্ঞ বিনীত, সর্ব্ব অনুগত,
সুনীতে স্ববশ যত॥
ধনুর্ব্বেদে কৃতী, দিব্য অস্ত্রে নীতি,
শাস্ত্রে অতি গুণবান।
না হয় নিষ্ফল, শায়ক সকল,
অতি দূরে সুসন্ধান॥
এই দাশরথি, রণে মহারথী,
সমরে কুপথী নন।
দৃঢ় অস্ত্র ধর, রাম রঘুবর,
রণেতে অব্যর্থ পণ॥
তব আজ্ঞাবান, যথা তথা যান,
সমরে না হন ন্যূন।
জিনি অরি কুল, সংহারি সমূল,
যুদ্ধ মাঝে সুনিপুণ॥
পরাজয় করি, সর্ব্ব সৈন্য অরি,
যথা যথা স্থিতি করে।
তথায় প্রস্তুত, পূজিত সুশ্রুত,
অসম্ভব কার্য্য নরে॥
সবে করে পূজা, যত পৃথ্বী ভুজা,
অদ্ভুত সুভুজ ধারী।
জিনিয়া সমর, আসিলে সত্বর,
কুঞ্জর বাহন চারী॥

দেখি রাজপথে, সুখী সর্ব্ব মতে,
নারীরা বিমুখী নহে।
জিজ্ঞাসে সকল, নগর সকল,
প্রয়োজন সবে কহে।
অগ্নি হোত্র কর্ম্মে কিম্বা দার ধর্ম্মে,
শিষ্য কিংবা প্রেষ্য জনে।
অনুকম্পা ধাম, সর্ব্বদা শ্রীরাম,
জিজ্ঞাসেন জনে জনে॥
দূরে কি নগরে, ঘরে রাজপুরে,
নারী নর সবে ব্যাখ্যে।
রাম রাজ্য আশে, অত্যন্ত প্রয়াসে,
যেখানা থাকাতে সাক্ষ্য॥
রাজ্যাভিষেচন, সকলের মনঃ,
তব সুপ্রসাদে রাম।
রাজ্য প্রাপ্ত হন, কর আজ্ঞাপন,
পূরিবে বাসনা গ্রাম॥
ইন্দীবর শ্যাম, তব যুক্ত দাম,
প্রজানুরঞ্জক অতি।
রাম যুবরাজে, অভিষেক সাজে,
অনুজ্ঞা কর ভূপতি॥
রাম অতি বীর্য্য, গুণ রাজবর্য্য,
কুমারে আশ্চর্য্য গুণ।
নরবর শান্ত, মদনের কান্ত,
সময়ে দেখি নিপুণ।
কর অভিষিক্ত, হবে সুধাসিক্ত,
সকল অযোধ্যা বাসী।
আর্ষ রামায়ণে, রাম গুণ গানে,
সকলে সুখ প্রয়াসী॥
সাঙ্গোপাঙ্গ ইতি, সর্গক ব্যশীতি,
সাধুবর্গ সমাধান।
পরে অযোধ্যায়, রাজ্যাভিপ্রায়,
ইতি আদিকাণ্ড মান॥

৮২ সর্গঃ॥

সমাপ্তশ্চায়ং কাণ্ডঃ॥